BANGLA POST Year: 22 ◆ Issue: 1042 ◆ Friday 10 January - Thursday 16 Januaryr 2025 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

প্রকাশ্যে দ্বন্দ্বে জড়াচ্ছে বিএনপি-জামাত

॥ এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র কতিপয় নেতাদের অপকর্মের কারণে সমালোচনার মুখে পড়েছে দলটি। কেন্দ্র থেকে শুরু করে উপজেলা এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এখন সর্বত্র চাউর হচ্ছে। মামলা বাণিজ্য, চাঁদাবাজি, দখল বাণিজ্য, পাথর কোয়ারিতে আদিপত্য বিস্তার, পাথর লুট, চোরাচালান সিন্ডিকেটে নিজেদের জড়িয়েপড়াসহ নানা অভিযোগে অভিযুক্ত হচ্ছেন দলটির নেতাকর্মীরা। ক্ষমতায় না এসেও অজ্ঞাত ক্ষমতার দাপট চালিয়ে যাচ্ছে দলটির নেতাকর্মীরা। এ নিয়ে দেশ বিদেশে

চলছে নানা আলোচনা-সমালোচনা। দলীয় সৎ নেতাকর্মীরাও অপকর্মের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে সোচ্ছার ভূমিকা রাখছেন তারা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সকল অপকর্ম দেখার পরও তাদের বিরুদ্ধে নিচ্ছে না কোন ব্যবস্থা। ফলে সর্বত্র বেপরোয়া হয়ে উঠেছে বিএনপি'র ব্যানারে থাকা অসৎ চক্র। দলের ত্যাগী নেতারা বলেছেন, এদের টুঁটি চেপে না ধরলে এক সময় বিএনপিকে কঠিন পরিনাম বহন করতে হবে। একই অভিযোগ রয়েছে জামায়াতে ইসলামীর কতিপয় নেতার বিরুদ্ধেও।

এদিকে বিএনপি'র সর্বত্র আধিপত্য বিস্তার ও অপকর্ম সহজে মেনে নিতে পারছে না এক সময়ের শরিক দল জামায়াতে ইসলামী। তারা এ নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলা শুরু করেছে। ওয়াজ মাহফিলেও বক্তারা কথা বলছেন বিএনপি'র অপকর্মের বিরুদ্ধে। বিএনপিও জামায়াতকে ছাড় দিচ্ছে না। তারাও জামায়াতের বিরুদ্ধে ব্যাংক দখলসহ নানা অভিযোগ এনে বক্তব্য রাখছেন। সব মিলিয়ে হাল সময়ে বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে দ্বন্দ্ব এখন চরমে। দুই দলের মধ্যে চলছে পাল্টাপাল্টি বক্তব্য। কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলছেন না।

দেশের রাজনীতিতে দুই দলের হাত ধরাধরি চলার ইতিহাস ৪৭ বছরের পুরোনো। --১৬ পৃষ্ঠায়

লন্ডনে আবেগঘন পরিবেশে খালেদা জিয়াকে বরণ

স্টাফ রিপোর্টার : উন্নত চিকিৎসা জন্য লন্ডনে এসেছেন বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। এ সময় তাকে স্বাগত জানান তারেক রহমানসহ পরিবারের অন্যনান্য সদস্যগণ।

এর আগে স্থানীয় সময় বুধবার সকাল ৯টা ৫ মিনিটে খালেদা জিয়াকে বহনকারী উড়োজাহাজটি লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে অবতরণ করে। পরে খালেদা জিয়াকে স্বাগত জানাতে তার বড় ছেলে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও পুত্রবধূ জুবাইদা রহমান বিমানবন্দরে উপস্থিত হন। এ ছাড়া খালেদা জিয়াকে স্বাগত জানাতে --১৬ পৃষ্ঠায়

শেখ হাসিনার পাসপোর্ট বাতিল, ভিসার মেয়াদ বাড়ালো ভারত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে হত্যাকাণ্ড এবং গুমের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত মোট ৯৭ জনের পাসপোর্ট বাতিল করেছে সরকার। গুমের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে ২২ জনের এবং জুলাই হত্যাকাণ্ডে জড়িত অভিযোগে ৭৫ জনের পাসপোর্ট বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আবুল কালাম আজাদ মজুমদার। এর মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাসপোর্টও রয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে তিনি এ তথ্য জানান। --১৬ পৃষ্ঠায়

রূপা হকের পরামর্শ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে তাড়াহুড়ো না করার পরামর্শ দিয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ সংসদ সদস্য রুপা হক। তিনি বলেন, নির্বাচন নিয়ে তাড়াহুড়ো --১৭ পৃষ্ঠায়

সমালোচনা পিছু ছাড়ছেনা টিউলিপের

স্টাফ রিপোর্টার : সামলোচনা পিছু ছাড়ছেনা শেখ রেহানা কন্যা ও ব্রিটিশ মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিকীর। একের পর এক সমালোচনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাত্নী টিউলিপ সিদ্দিক বেকায়দায় পড়তে যাচ্ছেন। লন্ডনে ফ্ল্যাট উপহার পাওয়া নিয়ে যুক্তরাজ্যের দুর্নীতি-বিরোধী মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিকের ওপর পদত্যাগের চাপ জোরাল হয়েছে। এই কেলেঙ্কারির ঘটনায় মন্ত্রিত্ব হারানোর ঝুঁকিতে

পড়েছেন টিউলিপ। সর্বশেষ খবরে জানাগেছে, টিউলিপ সিদ্দিক তার নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর নীতিশাস্ত্র উপদেষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

এদিকে ব্রিটিশ এই সংবাদমাধ্যমের সহযোগী দৈনিক দ্য মেইল অন সানডে টিউলিপ সিদ্দিকের কাছে একাধিকবার জানতে চায়, তাকে দুই শয্যাকক্ষের ফ্ল্যাটটি উপহার হিসোবে দেওয়া হয়েছে কি না। বর্তমানে যার বাজার মূল্য ৭ লাখ পাউন্ড; ফ্ল্যাটটি তার বাংলাদেশি স্বৈরশাসক খালা শেখ হাসিনার --১২ পৃষ্ঠায়

দেশে প্রকৃত খেলাপি ঋণ ৬ লাখ কোটি টাকার বেশি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আগে খেলাপি ঋণের তথ্য লুকানো হতো, এখন লুকিয়ে রাখা সব তথ্য প্রকাশের চেষ্টা চলছে। বলা হচ্ছে খেলাপি ঋণ ৪ লাখ কোটি টাকা বা তার থেকে বেশি। পুরো তথ্য সামনে এলে প্রকৃত খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৬ লাখ কোটিও ছাড়িয়ে যেতে পারে। ব্যাংকগুলোতে অডিট হচ্ছে --১৬ পৃষ্ঠায়

এমপি কোটার বিলাসবহুল ৪২ পাজেরো বিক্রির সিদ্ধান্ত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আওয়ামী সরকারের এমপিদের নামে আনা ৪২টি পাজেরো গাড়ি নিলামের পরিবর্তে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে ছাড় করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। অন্তত ৪শ কোটি বাড়তি রাজস্ব লাভের আশায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এনবিআর। প্রতিটির শুল্ক বাবদ সাড়ে আট কোটি টাকা পরিশোধের মাধ্যমে ২৪টি গাড়ি ডেলিভারি নিতে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস আমদানিকারকদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে। তবে অতিরিক্ত শুল্কায়নের কারণে গাড়িগুলো বিক্রি না হওয়ার শঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা।

৫ মাসের বেশি --১৬ পৃষ্ঠায়

লন্ডনে হেফাজতে ইসলাম ইউকের নব নির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত

হেফাজতে ইসলাম ইউকের নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান লন্ডনে গত ২১ ডিসেম্বর শনিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইশাআতুল ইসলাম ফোর্ড স্কয়ার মিলনায়তনে অভিষেক অনুষ্ঠানে ইউকের বিভিন্ন শহর থেকে নবনির্বাচিত কমিটির দায়িত্বশীল উলামায়ে কেরাম ও নেতৃবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল সকলের জন্য বিশেষ ভাবে উৎসাহ ব্যঞ্জক ও প্রাণশক্তি সঞ্চারক। অভিষেক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হেফাজতে ইসলাম ইউকে'র নব নির্বাচিত সভাপতি শায়খুল হাদীস মাওলানা মুফতি আবদুর রহমান মনোহরপূরী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন নব নির্বাচিত জেনারেল সেক্রেটারী মাওলানা গোলাম কিবরিয়া। সহযোগিতায় ছিলেন হেফাজত ইউকের জয়েন্ট সেক্রেটারী মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ। অভিষেক অনুষ্ঠানে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ তাঁদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন ঈমান-ইসলামের হেফাজত, আল্লাহ ও রাসূলের মর্য্যাদা রক্ষা, ইসলামবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্র সমুহের কার্যকর মোকাবেলা এবং সকল বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামী ভূমিকা পালনের দৃঢ় প্রত্যয় ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ তার ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করেছিল। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এবং ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবিলা করে হেফাজতে ইসলাম আজ স্বমহিমায় সফল ভাবে ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। ইতিহাসের নজিরবিহীন ইসলামী ঐক্যের স্মারক এ প্লাটফর্মটি উপযুক্ততা, কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী সংগঠন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। এটা হেফাজতের মকবুলিয়াতের স্পষ্ট দলীল। শাপলাচত্বর ট্রাজেডি পরবর্তী সময়ে হেফাজতে ইসলাম ইউকের সফল প্রোগ্রাম গুলো ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকবে। হেফাজতে ইসলাম নেতৃবৃন্দের উপর যারা জুলুম নির্য্যাতনের ষ্ট্রিম রোলার চালিয়ে ছিল, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জীবনেই লাঞ্ছনার অতল গহ্বরে নিপতিত করেছেন। হেফাজতের কোরবানি ও ত্যাগের সূত্র ধরে আজ এক নতুন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। নতুন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আজ হেফাজত। এখন সময় এসেছে ইউকেতেও হেফাজতে ইসলামের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার। বলতে দ্বিধা নেই, বর্তমান এই যুগসন্ধিক্ষণে হেফাজতে ইসলাম ইউকের নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আগামীর কর্মসূচি পালনে ঐক্যের এক মজবুত সেতুবন্ধন রচনার মধ্য দিয়েই আমাদের জন্য সফলতার দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে। অভিষেক অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির সভাপতি মাওলানা মুফতি আবদুর রহমান মনোহরপূরী নবনির্বাচিত ইউকে কমিটির পূর্ণাঙ্গ তালিকা উপস্থিতির সামনে পাঠ করে শোনান। ১০১ সদস্য বিশিষ্ট ইউকে কার্যকরি কমিটি ছাড়াও ২৩ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা বোর্ডও তালিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

হেফাজতে ইসলাম ইউকের নবগঠিত কমিটি গঠনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে শুরুতেই বক্তব্য দেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সহকারী আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও ইউকে কমিটির সহ সভাপতি মাওলানা ফয়েজ আহমদ।

হেফাজতে ইসলাম ইউকের অভিষেক অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন হেফাজতে ইসলাম ইউকের উপদেষ্টা শায়েখ মাওলানা তরিকুল্লাহ,বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন হেফাজতে ইসলাম ইউকের উপদেষ্টা মাওলানা এখলাছুর রহমান, হেফাজতে ইসলাম ইউকের সহ সভাপতি মাওলানা সাদিকুর রহমান, সহ সভাপতি মাওলানা ইমদাদুর রহমান আল মাদানী, সহসভাপতি মাওলানা সৈয়দ আশরাফ আলী, সহ সভাপতি মাওলানা মুফতি আবদুল মুনতাকিম, সহ সভাপতি মুফতি মাওসুফ আহমদ, সহ সভাপতি আলহাজ মাওলানা আতাউর রহমান,সহ সভাপতি মুফতি হাবিব নুহ, সহ-সভাপতি মাওলানা মামনুন মহিউদ্দিন, হেফাজতে ইসলাম ইউকের এসিসটেন্ট সেক্রেটারি মুফতি সালেহ আহমদ, এসিসটেন্ট সেক্রেটারি মাওলানা সাদিকুর রহমান (ওল্ডহাম), হেফাজতে ইসলাম ইউকের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ, হেফাজতে ইসলাম ইউকের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম কামালী (ওল্ডহাম), হেফাজতে ইসলাম ইউকের সহকারি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা নুফাইস আহমদ,হেফাজতে ইসলাম ইউকের সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মাওলানা সৈয়দ জুনায়েদ আহমদ (রচডেল) প্রমুখ।

অভিষেক অনুষ্ঠানে বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন হেফাজতে ইসলাম ইউকের উপদেষ্টা মাওলানা হারিসুদ্দীন (লন্ডন), উপদেষ্টা ক্বারি আব্দুল মুকিত আযাদ (বার্মিংহাম),উপদেষ্টা মাওলানা সাইদ আলি (দশঘরী),উপদেষ্টা হাফিজ মাওলানা সাদিকুর রহমান, হেফাজতে ইসলাম ইউকের সহ সভাপতি মুফতি তাজুল ইসলাম, সহ সভাপতি মাওলানা আব্দুর রব ফয়জি, সহ সভাপতি মাওলানা শাহ মিজানুল হক, হেফাজতে ইসলাম ইউকের নির্বাহি সদস্য মাওলানা সৈয়দ মুশাররফ আলী, মাওলানা নাজিম উদ্দিন, নির্বাহি সদস্য আ, ফ, ম শুয়াইব আহমদ, হেফাজতে ইসলাম ইউকের এসিসটেন্ট সেক্রেটারি মাওলানা জসিম উদ্দীন, এসিসটেন্ট সেক্রেটারি মাওলানা এনামুল হাসান সাবির,হেফাজতে ইসলাম ইউকের অর্থ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা কামরুল হাসান খাঁন, হেফাজতে ইসলাম ইউকের প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল বাছিত, হেফাজতে ইসলাম ইউকের সহ প্রচার সম্পাদক মুফতি শাহ আবু বকর, সহ প্রচার সম্পাদক মাওলানা দিলোয়ার হোসেন, হেফাজতে ইসলাম ইউকের সহকারি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা তায়িদুল ইসলাম, হেফাজতে ইসলাম ইউকের সহকারি যুব বিষয়ক সম্পাদক হাফিজ ওয়ালিদুর রহমান, সহকারি যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল করিম উবায়েদ, সহকারি যুব বিষয়ক সম্পাদক হাফিজ মাওলানা খালেদ আহমদ, হেফাজতে ইসলাম ইউকের নির্বাহি সদস্য মাওলানা মুখতার হুসাইন, নির্বাহি সদস্য মুফতি সৈয়দ রিয়াজ আহমদ, নির্বাহি সদস্য মুফতি আব্দুর রাজ্জাক, নির্বাহি সদস্য মওলানা মহিউদ্দিন খাঁন ও হাফীজ মাওলানা সুহাইল আহমদ প্রমুখ। অভিষেক অনুষ্ঠান শেষে হেফাজতে ইসলাম ইউকের নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির সংক্ষিপ্ত নির্বাহী মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন সাম্প্রতিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনার পর গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

যেমন, হেফাজতে ইসলাম ইউকের কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন শাখা পুনর্গঠন, ইউকে জুড়ে নতুন শাখা গঠন ইত্যাদি ।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্যা ইউকের বিজয় দিবস '২৪ পালন

ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্যা ইউকের উদ্যোগে ২১শে ডিসেম্বর ২০২৪, শনিবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের ব্রেইডি সেন্টারে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন এবং দীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা ও

বীরাঙ্গনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

৭১ এর শহীদ পরিবারের সন্তান প্রশান্ত পুরকায়স্থ বিইএম-এর সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ ইকবালের পরিচালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান গৌস সুলতান, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন, প্রাক্তন সভাপতি মারুফ আহমেদ চৌধুরী, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী সৈয়দ এনাম ইসলাম, মাহফুজা রহমান ও শাহাব আহমেদ বাচ্চু।

বক্তারা আবেগঘন কণ্ঠে যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার বেদনাবিধুর মুহূর্তসমূহের স্মৃতিচারণ করেন।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার মূল্যবোধের সম্ভাব্য অবমূল্যায়ন, সংবিধান পুনর্লিখন, জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় পতাকা ইত্যাদি পরিবর্তনের প্রস্তাব ও পরিকল্পনার প্রয়াসে উদ্বেগ প্রকাশ করেন বক্তারা।

বক্তাগণ অচিরেই বাংলাদেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির অবসান ও সকলের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং অসাম্প্রদায়িকতা সুনিশ্চিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

দ্বিতীয় পর্বে সাংস্কৃতিক সম্পাদক রীপা রাকীবের পরিচালনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন মিজানুর রহমান।

সঙ্গীত পরিবেশন করেন রীপা রাকীব, কাজী কল্পনা, তামান্না ইকবাল, সাইদা চৌধুরী, সৈয়দা ফারহানা সুবর্ণা ও শিবলু রহমান। কবিতা আবৃত্তি করেন মিজানুর রহমান, সৈয়দ ইকবাল, মোহাম্মদ কামরুল হাসান ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বরচিত একাঙ্কিকায় অভিনয় করেন জর্জ মার্টিন।

অনুষ্ঠান শেষে নৈশভোজে যোগ দেন সবাই।

লিডসের বাংলাদেশী কমিউনিটি আয়োজিত মহান বিজয় দিবস অনুষ্ঠান

ব্রিটেনের সাবেক শ্যাডো জাস্টিস সেক্রেটারি রিচার্ড বার্গন এমপি বলেছেন, বাংলাদেশে রাজনৈতিক যে অস্থিরতা রয়েছে তা সমাধানযোগ্য। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব দীর্ঘমেয়াদী এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার চেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি এই জলবায়ু সঙ্কট মোকাবেলায়

বিশ্বের প্রভাবশালী দেশ গুলোর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের ন্যায্য হিস্যা আদায়ে বাংলাদেশকে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। একই সাথে বাংলাদেশের দাবীর সমর্থনে বিশ্বসম্প্রদায়কেও এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন। ব্রিটেনের ক্ষমতাসীন লেবার দলের প্রভাবশালী এই এমপি নর্থ ইংল্যান্ডের প্রধান শহর লিডসের বাংলাদেশী কমিউনিটি আয়োজিত মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানের ছিলেন প্রধান অতিথি।

লিডস বাংলাদেশী কমিউনিটি সেন্টারের চেয়ারম্যান হাজী ওয়াইস মিয়ার সভাপতিত্বে এবং বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস জাহেদ আলী ও বদর আহমেদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের সরব উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। গত একুশে ডিসেম্বর শনিবারের অনুষ্ঠানে ছিলো মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আলোচনা, শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, দেশের গান এবং কবিতা।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন আবুল আবেদিন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বিজয়ের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর আব্দুল হান্নান, মতিন আলী, আসগর আলী, নর্থ ইংল্যান্ড বাংলাদেশী টিভি রিপোর্টার্স এসোসিয়েশন (নেবট্রা) সভাপতি এমজি কিবরিয়া, কমিউনিটি নেতা সৈয়দ সালেহ আহমেদ, আফজাল হোসেন, হাজি শরীয়ত উল্লাহ, মল্লিক দবীর মিয়া, সৈয়দ কবির আহমেদ, আনোয়ার গণি, শাহ আবু বকর প্রমুখ। কবিতা আবৃত্তি করেন সৈয়দ শাহনূর আহমেদ, সাব্বির আলম কোরেশী, আনোয়ার রেজা প্রমুখ।

বাংলাদেশ সম্পর্কে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিজয়ী শিশু কিশোরদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন সেন্টারের পরিচালকবৃন্দ।

সমাবেশের বক্তারা নতুন বাংলাদেশ গঠনে প্রবাসে থেকেও যথাসম্ভব ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সবার প্রতি আহবান জানান। নেবট্রা সভাপতি এমজি কিবরিয়া বাংলাদেশের বিজয় দিবস সম্পর্কে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিতর্কিত টুইটবার্তার তীব্র নিন্দা জানান এবং টুইটারে গিয়ে এর সমুচিত জবাব দেওয়ারও আহবান জানান।

অনুষ্ঠানের শেষে গান পরিবেশন করেন তৌফিক আহমেদসহ স্থানীয় শিল্পীরা। এরপর লিডস বাংলাদেশী সেন্টারের আয়োজনে এক বিরাট মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণ করেন সকল অতিথি ও প্রবাসী বাংলাদেশীরা।

সিলেটের ওসমানী বিমান বন্দর থেকে বিভিন্ন এয়ার লাইনের ফ্লাইট চালু ও নো ভিসা ফি বাতিলের দাবীতে লুটনে জনসভা : দাবী না মানলে রেমিটেন্স বন্ধ ও বিমান বয়কট করা হবে

সিলেটের ওসমানী বিমান বন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপান্তরের দাবীতে ক্যাম্পেইন কমিটি ইউকে ফর ফুল্লী ফান্কশনেল ওসমানী ইন্টারন্যাশনেল এয়ারপোরটের সহযোগিতায় ও গ্রেটার সিলেট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন লুটনের উদ্যোগে গত ২রা জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রাতে লুটনের ওয়ালডেক রোডের একটি রেস্তোরায় এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সংগঠণের সভাপতি শফিক খুররম চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক রুবেল আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্পেইন কমিটির আহ্বায়ক কমিউনিটি লিডার ও বিশিষ্ট সাংবাদিক কে এম আবুতাহের চৌধুরী ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্পেইন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক জামান আহমদ সিদ্দিকী, মাহবুবুর রহমান কোরেশী, মোহাম্মদ আজম আলী, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ, সদস্য সচিব মোহাম্মদ আব্দুর রব ও অর্থ সচিব সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন। সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক আনোয়ার হোসেন।

সভায় লুটন শহরের স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক খালেদ মাসুদ রনি, এস আই খান, শামীম আহমদ, কাউন্সিলার আজিজুল আম্বিয়া, সাংবাদিক সুয়েদ করিম, আব্দুল করিম জলিল, সাজ্জাদ আলী দিলওয়ার, আবু সায়ীদ জাহাঙ্গীর, মাওলানা শহীদ আহমদ, আতাউর রহমান মানিক, হাজী আব্দুল গনি, হাজী আখতার হোসেন, হাজী আব্দুল্লাহ মিয়া, সুহেল আহমদ, জাহেদ চৌধুরী, এমদাদ হোসেন পাভেল, সৈয়দ দিলওয়ার, মিয়া মোহাম্মদ জামিল, ও ফজিলত আলী খান সহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সভায় বক্তারা - অনতিবিলম্বে ওসমানী বিমান বন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপান্তর, ওসমানী বিমান বন্দর থেকে কাতার, আমিরাত, সৌদি সহ বিদেশী ফ্লাইট চালু, নো ভিসা ফি বাতিল ও বাংলাদেশ হাই কমিশনে কনসুলার সেবা বৃদ্ধির দাবী জানানো হয় সভায় দাবী না মানলে আগামীতে রেমিটেন্স বন্ধ ও বিমান বয়কট কর্মসূচী গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় এ দাবী বাস্তবায়নের জন্য বৃটেনের প্রতিটি শহরে সভা, সমাবেশ, আলতাব আলী পার্কে মানব বন্ধন ও হাই কমিশন ঘেরাও কর্মসূচীর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এদিকে বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকে ব্রিটিশ পাসপোর্টে নো-ভিসা ফিসহ অন্যান্য সার্ভিসে ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদ ও অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জোর দাবি জানিয়েছেন গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে নেতারা।

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কনভেনর কমিউনিটি নেতা ও সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর, কো- কনভেনর, মসুদ আহমদ, সদস্য সচিব, ড. মুজিবুর রহমান ও অর্থ সচিব, এম আসরাফ মিয়া সহ বিভিন্ন রিজিওনাল ও শাখা কমিটির নেতারা এক যুক্ত বিবৃতিতে এক দিনের নোটিশে ব্রিটিশ পাসপোর্টে নো-ভিসা ফি ৪৬ পাউন্ড থেকে কেন ৭০ পাউন্ড করা হলো? যা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, বলে উল্লেখ করে বৃটিশ পাসপোর্টে নো-ভিসা ফিসহ অন্যান্য সার্ভিসে ও ফি বৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে অবিলম্বে বাংলাদেশ হাইকমিশনের এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার এর জোর দাবি জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ হাইকমিশন নো-ভিসা ফি ৪৬ পাউন্ড থেকে বৃদ্ধি করে ৭০ পাউন্ড করায় বৃটিশ বাঙালি কমিউনিটির মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে বলে উল্লেখ করে সংবাদপত্রে প্রেরিত বার্তায় গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কনভেনর ও ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেন, আমাদের নিজের দেশ বাংলাদেশে যেতে ৭০ পাউন্ড নো-ভিসা ফি এটা বাংলাদেশিদের জন্য অনেক বেশি। বিশেষ করে এখন হলিডে টাইমে যখন হাজার হাজার প্রবাসী বাংলাদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন ঠিক সেই মুহূর্তে এই নো-ভিসা ফি বৃদ্ধি করায় প্রবাসীরা হতাশ।

প্রবাসীদের হাই কমিশনের মাধ্যমে দ্রুত এনআইডি কার্ড প্রদান, পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির জটিলতা নিরসন ও বাংলাদেশে খাজনা প্রদানে অযথা হয়রানি না করে প্রবাসীদের পাসপোর্টকে আইডি হিসাবে গ্রহণের জোর দাবি জানানো সহ অনতিবিলম্বে ওসমানী বিমান বন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপান্তর, ওসমানী বিমান বন্দর থেকে কাতার, আমিরাত, সৌদি সহ বিদেশী ফ্লাইট চালু, নো ভিসা ফি বাতিল ও বাংলাদেশ হাই কমিশনে কনসুলার সেবা বৃদ্ধির দাবী ও নো ভিসা ফি বাতিল এর জোর দাবি জানিয়েছেন।

আপনার প্রস্রাবে কি রক্ত, শুধুমাত্র একবার হলেও?

NHS

আপনার জিপির প্র্যাক্টিসের সাথে যোগাযোগ করুন

আপনি যদি **আপনার প্রস্রাবে রক্ত দেখে থাকেন, শুধুমাত্র একবার হলেও**, অথবা আপনার যদি **পেটের সমস্যা** হয়, যেমন **তিন সপ্তাহ বা তার বেশী দিন ধরে অস্বস্তি বা পেটখারাপ থাকে**, তাহলে সেটা ক্যান্সারের একটা লক্ষণ হতে পারে।

আপনার এন্এইচ্এস আপনাকে দেখতে চায়
nhs.uk/cancersymptoms

Clear on cancer Help us help you

Anant Sachdev, GP

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের উদ্দোগে বাংলাদেশের মহাণ বিজয় দিবস পালিত

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে সাউথ ওয়েলস রিজিওন এর উদ্দ্যোগে যথাযোগ্য মর্য্যাদায় ও ভাবগাম্ভীর্য্যের সাথে গণতন্ত্রের মাতৃভূমি নামে খ্যাত মাল্টিকালচারেল, ও মাল্টিন্যাশনালের বৃটেনের কার্ডিফের ইন্টারন্যাশনাল ম্যাদার ল্যাংগুয়েজ মনুমেন্ট তথা শহীদ মিনারে গত ২৯ শে ডিসেম্বর রোববার এক আলোচনা সভার মাধ্যমে বাংলাদেশের ৫৪ তম মহাণ

বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে। গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে সাউথ ওয়েলস রিজিওনাল কনভেনর মুজিবুর রহমান মুজিব এর সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের নিউপোর্ট শাখার কনভেনর ফয়ছল রহমান এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কনভেনর কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ মকিস মনসুর, বিশেষ অতিথি হিসেবে কার্ডিফের সাবেক লর্ড মেয়র কাউন্সিলার ড. বাবলিন মল্লিক, সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা কমিউনিটি ব্যাক্তিত্ব মাসুদ আহমেদ, ভিপি সেলিম আহমদ, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ শাফি কাদির, কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক শেখ আব্দুর রুউফ তালুকদার, সাউথ ওয়েলস এর যুগ্ম কনভেনর আলহাজ্ব আসাদ মিয়া, যুগ্ম কনভেনর ইউসুফ খান জিমি, নিউপোর্ট এর যুগ্ম কনভেনর নুরুল ইসলাম, মাহমুদ আলী,রাসেল আহমদ, নুরুল আলম, তমসির আলী, আফরাজ আহমেদ, শেখ রায়হান, বদরুল হক মনসুর, ইমরান মিয়া, বেলাল আহমেদ, হারুন মিয়া বেলাল খান, ইমরান হোসেন, মোহাম্মদ ফয়ছল মনসুর, ও যুবেদুর রহমান, সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কনভেনর ও ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মকিস মনসুর সহ বক্তারা এ দিনটি বাঙালি জাতির বিশাল অর্জন ও গৌরবের উল্লেখ করে বলেন যাদের কারণে আমরা লাল বৃত্ত সবুজ পতাকা পেয়েছি, প্রবাসের মাটিতে একেকজন রাষ্ট্রদূত হিসাবে আমরা বাংলাদেশের পতাকা বহন করে চলছি, সেই সব বীরদের অবদানের কথা কৃতজ্ঞতাচিত্তে স্মরণ করা সহ সকল শহীদানদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন। এদিকে কমিউনিটির জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেল এস-এর ২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বিশিষ্টজনদের সাথে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কো- কনভেনর বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী মসুদ আহমদ, সদস্য সচিব ড. মুজিবুর রহমান, সংগঠনের সাউথ ইস্ট রিজিওনাল যুগ্ম কনভেনর তাজুল ইসলাম, সৈয়দ সায়েম করিম, গিয়াসউদ্দিন, আব্দুর রহিম রনজু ফজলুল মিয়া, শেখ নুরুল ইসলাম ও মোহাম্মদ বদরুল হক মনসুর সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান চলাকালে চ্যানেল এস'র নিজস্ব ভবনে বাংলাদেশের ৫৩ তম মহান বিজয় দিবস পালন ও চ্যানেল এস-এর ২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে চ্যানেল এস'র চেয়ারম্যান আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি, ফাউন্ডার চেয়ারম্যান মাহি ফেরদৌস জলিলকে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

লন্ডনে গানে গানে অসাম্প্রাদিয়কতার শপথ

জুয়েল রাজঃ অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের চেতনাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে বিজয়ের মাসে মুক্তিযুদ্ধের গানে গত ২১ ডিসেম্বর সম্প্রীতি কনসার্ট ইউকের আয়োজনে, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত হল, সম্মিলিত কণ্ঠে অসাম্প্রদায়িকতার বাণী। সংগঠনের মুখপাত্র ঊর্মি মাজহারের পরিচালনায় এবং গৌরী চৌধুরীর সমন্বয়ে সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত হয় মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীন বাংলা বেতারের গান সহ বাউল শাহ আব্দুল করিমের গান। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেন নজরুল ইসলাম অকিব ও স্মৃতি আজাদ।

অংশগগ্রহণ কারীদের শপথ গ্রহণ ও জাতীয় সংগীত গাওয়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। শপথ বাক্য পাঠ করান বীর মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান গৌছ সুলতান। শপথ বাক্যে অংশগ্রহণ কারীগণ শপথ নেন, বাংলাদেশের হাজার বছরের লালিত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে আমরা একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সম্মিলিতভাবে একই মঞ্চে কাজ করে যাব। যে চেতনা ও বিশ্বাস থেকে ১৯৭১ সালে ৩০ লক্ষ শহীদ ও ৩ লক্ষ মা- বোনের জীবন-মান বিসর্জন এবং লাখো মুক্তিযোদ্ধার জীবনপণ সংগ্রামের মধ্যদিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়েছে আমরা বাংলাদেশের সর্বত্র সেই সব অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের বাস্তবায়ন দেখতে চাই। আমরা আমাদের কর্ম, চিন্তা ও চেতনায় মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি পরম আস্থা এবং মানব সত্তার মর্য্যাদা ও মূল্যবোধের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধাবোধ ধারণ ও প্রতিপালন করব। সময় সময় বাংলাদেশে ভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, ধারা ও প্রকৃতির মানুষের উপর যেসব অত্যাচার সংগঠিত হয়েছে আমরা তার পূণরাবৃত্তির অবসান চাই। বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া সনাতন ধর্মাবলম্বী থেকে শুরু করে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়ে আক্রমন ও ক্ষতিসাধন সহ যত সব নিপীড়ন হয়েছে ওগুলোর নিন্দা জানিয়ে প্রত্যেক ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত, বিচার ও অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

আমরা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে বিশ্বাসী জনগন ঘোষনা করছি যে আমাদের প্রতিবেশী দেশসমুহ সহ সর্বত্র সাম্প্রদায়িক সম্পর্ককে অক্ষুন্ন রাখতে এবং যে কোন সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকব।

আমরা বৃটিশ-বাংলাদেশী জনগন আরো ঘোষনা করছি যে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত নানা ধর্মের, নানা বর্ণের, নানা সংস্কৃতির, নানা জাতির মানুষের মধ্যে বিদ্যমান বহু-সাংস্কৃতিক সমাজ ব্যবস্থায় আমরা একান্তভাবে বিশ্বাসী এবং এই ঐতিহ্যকে অটুট রাখতে তথা বিভিন্ন নৃগোষ্ঠির মানুষের মধ্যে প্রীতি ও সুসম্পর্ক গঠনে সব সময় দৃষ্টি রাখব।

আমরা আরো ঘোষনা করছি যে আমাদের এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন অব্যাহত ভাবে চলমান থাকবে। পরস্পরের হাতে হাত ধরে সব ধরণের উগ্রবাদের বিরুদ্ধে আমরা সম্প্রীতির জয়গান গাইব।

উপস্থিত ছিলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা লোকমান হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান গৌছ সুলতান, প্রশান্ত পুরকায়স্থ বিএমই সৈয়দ এনামুল ইসলাম, বিজন ভট্টাচার্য্য, লিপি চুন্নু, মাহফুজা তালুকদার, মারুফ চৌধুরী, আব্দুল আহাদ চৌধুরী, রবীন পাল, ময়নুর রহমান বাবুল শাহাব আহমেদ বাচ্চু, আব্দুল হামিদ, সৈয়দ এনামুল ইসলাম, ধনঞ্জয় পাল, জয়দীপ রায়, মাহমুদ হাসান মিঠু, শম্পা কুন্ডু, জুয়েল রাজ হাফসা ইসলাম, হেনা বেগম সহ অনেকে।

উল্লেখ্য বিগত কয়েক বছর ধরে সম্প্রীতি কনসার্ট ইউকে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাদের বিভিন্ন কর্মসূচী করে আসছে।

ফ্রিডম অব দ্যা সিটি লন্ডন এওয়ার্ডে ভূষিত হওয়ায় লন্ডনে কদরুল ইসলাম কে সংবর্ধনা

কামরুল আই রাসেল, লন্ডনঃ যুক্তরাজ্যের প্রাচিনতম খেতাব ফ্রিডম অব দ্যা সিটি লন্ডন এওয়ার্ডে ভূষিত হওয়ায় কমিউনিউটি সমাজসেবক বিসিএ লন্ডনের প্রেসিডেন্ট কদরুল ইসলাম কে এক সংবর্ধনা প্রদান করেছে উমর পুর ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার এন্ড ডেভেলপমেন্ট। বুধবার রাতে পুর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে অনুষ্টিত হয় এ সংবর্ধনা অনুষ্টানটি।

সংগঠনের সভাপতি আলহাজ্ব শামীম উদ্দিনের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সারজন খানের সঞ্চালনায় এবং সৈয়দ বদরুল ইসলামের পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ট্রেজারার ইমরান আহমদ ইলিয়াস ও সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল আলম। অনুষ্টানে প্রধান অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার ব্যারিস্টার সাইফ উদ্দিন খালেদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের কাউন্সিল লিডার হেলাল উদ্দিন আব্বাস, সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব আব্দুল গফুর, প্রফেসর মাসুদ আহমেদ, নুরুল হক, রশিদ আহমদ, জামাল মিয়া, বদরুল ইসলাম নাজমুল ইসলাম আনসারুল হক, সুরুক মিয়া সাদ আহমদ চৌধুরী আব্দুল কুদ্দুস, আব্দুল আলিম, মিজানুর রহমান মিরু সহিদ আবুল কালাম শেতু মোতাহির আলী সুহেল,বদরুল খান, সেলিম আহমদ আরবাব, মাহফুজ রহমান মধু, বাবুল খান রুহেল আহমদ, সৈয়দ মফচ্ছিল আলী, শাহ আলফাজুর রহমান, আওলাদ আলী, সুরমান আহমদ, আব্দুল মোনিম সালিক, আলী, ফরিদ আহমেদ, বাবুল মিয়া, কয়ছর আহমদ, রফিক আলী, সুন্দর মিয়া, আবিদুর রহমান প্রমুখ।

সভায় সংগঠনে পক্ষ থেকে সংবর্ধিত অতিথিকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয় এবং পরবর্তীতে দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি করা হয়।

কমিউনিটি সার্ভিস ও মানবিক কাজের জন্য আজীবন সম্মাননা পেলেন মুহিবুর রহমান মুহিব

বৃটেন ও বাংলাদেশেসহ কমিউনিটি সার্ভিস, নান্দনিক ও মানবিক কাজের জন্য আজীবন সম্মাননা পেয়েছেনবৃটেনের বাংলাদেশী কমিউনিটির জনপ্রিয় মুখ, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন ইউ কে এবং গ্লোবালজালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন এর প্রেসিডেন্ট মুহিবুর রহমান মুহিব। গত তিন দশকের বেশী সময় নানাভাবেকমিউনিটির মানুষের জন্য কাজ করছেন এই সংগঠক। কোভিড থেকে শুরু করে রমজান এবং বিভিন্ন সময়কমিউনিটির মানুষের জন্য নিরলসভাবে কাজ করায় এবার এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ডস বার্ষিক গালা ডিনারেফেডারেশন অফ এশিয়ান ক্যাটারার্স এর পক্ষ থেকে সম্মাননা দেয়া হয়েছে ১৭ নভেম্বর পশ্চিম লন্ডনের একটিঅভিজাত হোটেল মেফেয়ারে।

বৃটেন ও বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্নঅবদান রাখছেন তিনি। এসব কাজের স্বীকৃত স্বরুপ তাঁকে এই সম্মাননা দেয়া হয়েছে। বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব, ব্যবসায়ী ও মানবাধিকার কর্মী ও সংঘটক মুহিবুর রহমান মুহিব এর এই অর্জন ওমর্য্যাদাপূর্ণ পুরস্কার উদযাপনের জন্য জন্য বৃহস্পতিবার (১৯ ডিসেম্বর) পূর্ব লন্ডনের একটি অভিজাত হোটেলেতার সম্মানে এক নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছে। তার বন্ধু বান্ধব সহ সমাজের বিভিন্ন সেক্টরের নেতাকর্মী উপস্থিত হয়ে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেনজালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন সচিব; সৈয়দ জগলুল পাশা, এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ডস এর অন্যতম আয়োজক ইয়াওয়ার খান, ক্রয়ডন কাউন্সিলেরসাবেক মেয়র কাউন্সিলর শেরওয়ান চৌধুরী, বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশন (বিসিএ) প্রেসিডেন্ট অলিখান এমবিই, সাবেক প্রেসিডেন্ট এম আব্দুল মুনিম অবিই, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট সৈয়দনাহাস পাশা, সাবেক সেক্রেটারি মাহবুব রহমান, গ্লোবাল জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনএর ট্রাস্টি রফিকুলহায়দার, গ্লোবাল জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন এর ভাইস প্রেসিডেন্ট আবুল কালাম আজাদ সুটন, মো: আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, আক্তার আলী, আব্দুল অওদদ দীপক, মিজু চৌধুরী, আবুল হুসেন, বিশিষ্টক্যাটারার আব্দুল করিম, যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি মারুফ চৌধুরী, আহাদ চৌধুরী ও শরবআলী, ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বারের ফাইন্যান্স ডায়েরেক্তর হেলাল খান, প্রবাসী কল্যাণ পরিষদের সাবেকপ্রেসিডেন্ট আশিকুর রহমান, বাংলাদেশ সেন্টার এর সেক্রেটারি শহীদ রহমান, বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা হাবিবুররহমান ময়না, আমেরিকা থেকে আগত মিসবা আহমদ, বাংলাদেশ সেন্টারের সিও মুস্তাফিজুর রহমান, ক্রয়ডন বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এর চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেনসহ কমিউনিটির বিবিন্ননেতৃবৃন্দ।

ইতালির মসজিদে দারুস সালাম মিলনায়তনে বিরাট বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত

ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিন বুধবার ইতালির তরিনো শহরের মসজিদে দারুস সালাম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় বিরাট বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল। পুরাতন মসজিদ ভবনের সাথে একটি নতুন চার্চ ক্রয় করে মসজিদ সম্প্রসারণের শুভ উদ্বোধনের ঐতিহাসিক মুহূর্তে এ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে ইউরোপের বহুসংখ্যক বিশিষ্ট আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ও সর্বস্তরের মানুষ- স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল কে সফল করে তোলেন এবং অল্প মেয়াদের মধ্যেই পুরাতন মসজিদ ভবনের সাথে একটি নতুন চার্চ ক্রয় করে মসজিদ সম্প্রসারণের শুভ উদ্বোধনে ও মসজিদের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম দেখে খুশি প্রকাশ করেন। আনন্দঘন এ মুহূর্তে উপস্থিত সবাই মসজিদে দারুস সালামের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন। অনেকে নতুন আবেগে মসজিদ কে ঋণ মুক্ত করতে বড় অংকে সাহায্যের ওয়াদা ও করেন। অনুষ্ঠানে ফ্যামিলি সহ সকলের উপস্থিত হওয়ার সুযোগ থাকায় অনেকেই বাড়তি আনন্দ উপভোগ করেছেন। তাছাড়া সুস্বাদু খাবার উপস্থিত সকলের মধ্যে ভালোবাসার নতুন এক সেতুবন্ধন রচনা করতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। এমন রুচিশীল ব্যবস্থাপনা দেখে সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী সবাই আয়োজকদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। অনুষ্ঠানে ইউরোপের বহুসংখ্যক বিশিস্ট আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদের উপস্থিতি ছিল বিশেষ আকর্ষণ। তেলাওয়াতে কোরআন, আলেম উলামার নসীহামূলক আলোচনা, নাশীদ, দোয়া- মোনাজাত, শীতের সন্ধ্যায় চা পরিবেশন, সব মিলিয়ে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে একটা আনন্দের আবেশ ছড়িয়ে ছিল উপস্থিতির মধ্যে সর্বক্ষণ।

এতে ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও মিডিয়া ভাষ্যকার মুফতি আবদুল মুনতাকিম সাহেব প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। মিলান থেকে আগত বিশিষ্ট আলেম মাওলানা ইউনুছ সাহেব জনাকীর্ণ এ মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন মসজিদে দারুস সালাম এর সভাপতি হাজী ঈসমাইল শিকদার। ইতালির বিভিন্ন শহর থেকে আগত প্রচুর সংখ্যক আলেম উলামা ও সুধী জনের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এ মহতি ওয়াজ মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন লন্ডন থেকে আগত বিশিষ্ট আলেম মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ, বুলজানো থেকে আমন্ত্রিত অতিথি মুফতি আল আমীন, বিশিষ্ট না'ত শিল্পী জনাব কারী সালাহ্ উদ্দিন, মাওলানা কারী মা'সূম বিল্লাহ, মিলান সেন্ট্রাল মসজিদের ইমাম মাওলানা আশরাফ আলী ও মাওলানা মুফতি আবদুল আহাদ প্রমুখ।

প্রধান অতিথির দীর্ঘ বক্তব্যে বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, জামেয়াতুল খাইর আল ইসলামিয়া সিলেট এর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান পরিচালক মুফতি আবদুল মুনতাকিম বলেন পবিত্র রজব মাসের সূচনালগ্নে তরিনো শহরে আয়োজিত আজকের এ মাহফিল আমাদেরকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐতিহাসিক মে'রাজের সফরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়,মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মে'রাজ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ উপহার, যা তার জীবনের কঠিন সময়ে তাকে দান করা হয়েছিল।সেই সময়ে তিনি প্রচণ্ড দুঃখ ও কষ্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন।মে'রাজের আগেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফে গিয়েছিলেন ইসলাম প্রচারের জন্য। কিন্তু সেখানে তাকে নির্মমভাবে অপমানিত ও আক্রমণের শিকার হতে হয়। তায়েফবাসী শুধু তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেনি, বরং তাকে পাথর মেরে আহত করে।এ ঘটনাটি এমন এক বছরে ঘটেছিল, যা "আমুল হুজন" বা দুঃখের বছর নামে পরিচিত। এই বছরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই প্রধান সহায়ক-চাচা আবু তালিব এবং স্ত্রী খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-ইন্তেকাল করেন। তারা ছিলেন রাসূলুল্লাহর সবচেয়ে বড় সহায়ক ও সান্ত্বনার উৎস।এই কঠিন সময়ে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মে'রাজের মাধ্যমে তার বিশেষ কুদরত ও দয়া দেখান। এটি ছিল এমন একটি ভ্রমণ, যেখানে তিনি সরাসরি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেন। এই ঘটনায় তিনি আল্লাহর অসীম রহমত ও কুদরতের নিদর্শন দেখেছিলেন।

আল্লাহ তাকে এই সম্মান দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, কঠিন সময়ে ধৈর্য্য ধারণ করলে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে কখনোই ভুলে যান না।

মুফতি আবদুল মুনতাকিম বলেন মে'রাজ আমাদের শিখায়, জীবনে কষ্ট ও পরীক্ষা আসবে, কিন্তু আল্লাহর প্রতি আস্থা ও ধৈর্য্য ধরে থাকলে তিনি আমাদেরও সম্মানিত করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ঘটনা আমাদের ইমান মজবুত করতে এবং কঠিন সময়ে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল থাকতে উৎসাহ দেয়।

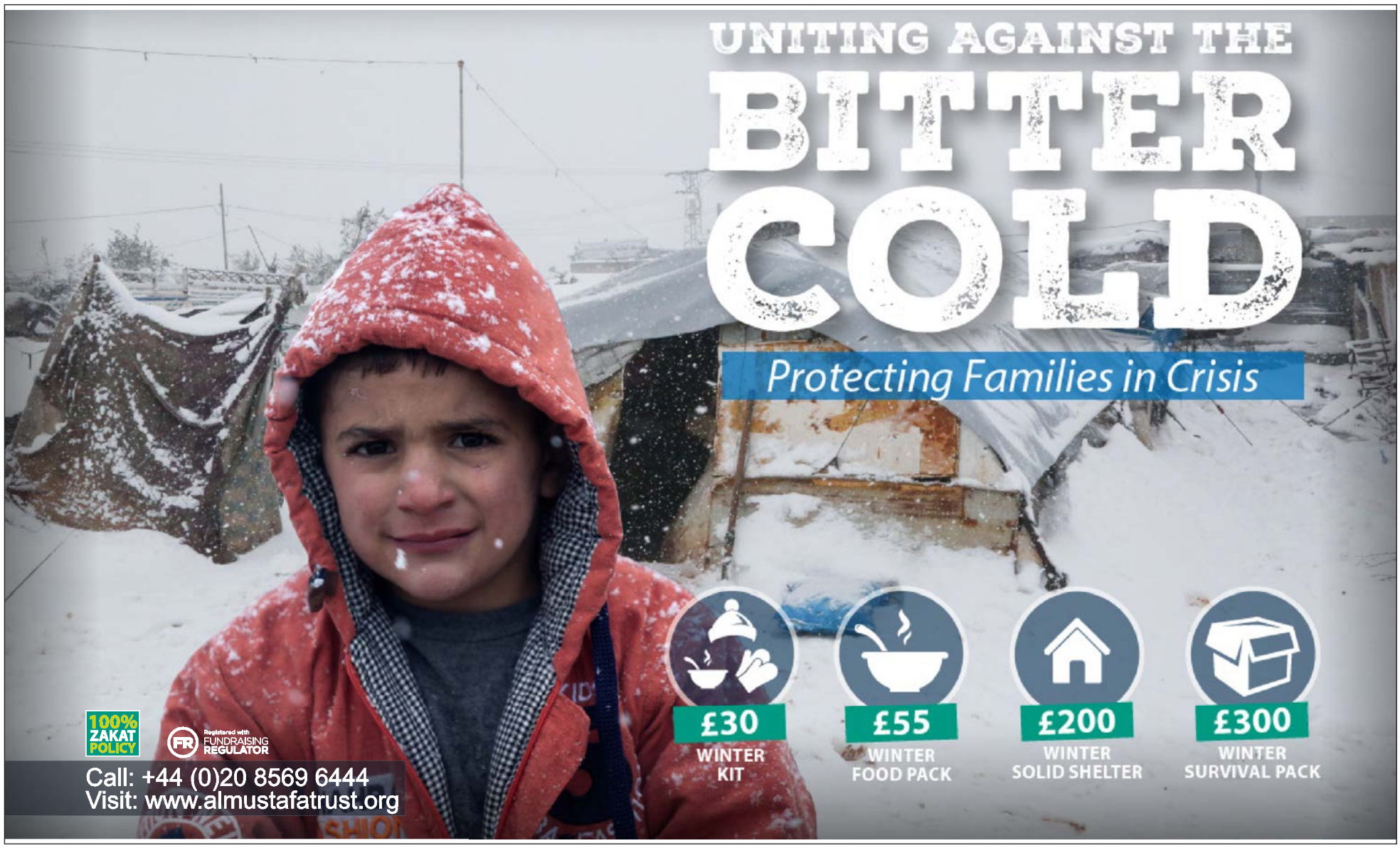

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৭৭ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রাক্তন ছাত্রলীগ ওয়েলস ইউকের পক্ষ থেকে কার্ডিফে আলোচনা সভা

"বাংলাদেশ ছাত্রলীগের গৌরব, ঐতিহ্য ও সংগ্রামের ৭৭ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রাক্তন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ওয়েলস ইউকের পক্ষ থেকে গত ৭ ই জানুয়ারি মঙ্গলবার ১২ ঘটিকায় বৃটেনের ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফ শহরে এক আলোচনা সভা ও ডিনারপার্টির আয়োজন করা হয়েছে।

ওয়েলস আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক

প্রাক্তন ছাত্রনেতা এম এ মালিক এর সভাপতিত্বে এবং ওয়েলস যুবলীগ সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা ভিপি সেলিম আহমদ এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ওয়েলস আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ওয়েলস ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতাকালীন সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর, বিশেষ অতিথি হিসেবে ওয়েলস আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক গোলাম মর্তুজা, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আলহাজ্ব লিয়াকত আলী, ওয়েলস যুবলীগের সাবেক সভাপতি জয়নাল আহমদ শিবুল, সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল ওয়াহিদ বাবুল,ওয়েলস যুবলীগের সিনিয়র সহ সভাপতি আবুল কালাম মুমিন, ওয়েলস যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মফিকুল ইসলাম, সাবেক ছাত্রনেতা সাজেল আহমেদ, ওয়েলস ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাম্মদ বদরুল হক মনসুর ও সাসাধারণ সম্পাদক শাহজাহান তালুকদার শাওন সহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও সাবেক ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ওয়েলস ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতাকালীন সভাপতি ও ওয়েলস আওয়ামী যুবলীগ এর প্রাক্তন সভাপতি মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথ রচনায় অনবদ্য অবদান রাখা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে সর্বোচ্চ আত্মোৎসর্গকারী ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে অবৈধ দখলদার ফ্যাসিস্ট ইউনূস সরকারের পক্ষ থেকে পাহাড়সম বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ছাত্রলীগের যে সকল নেতাকর্মীরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে সংগঠনের প্রতি গভীর আবেগ ও ভালোবাসা থেকে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচি পালন করেছে তাদেরকে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সুদীর্ঘ ৭৭ বছর বয়সের ছাত্রলীগের ইতিহাস ঐতিহ্য কোন দুর্বৃত্তদের কাছে জিম্মি হতে পারেনা, বলে উল্লেখ করে "বাংলাদেশ ছাত্রলীগ আমাদের শিকড়, আমাদের অহংকার, আমাদের আত্মপরিচয় ;

ওয়েলস আওয়ামী যুবলীগের সাবেক সভাপতি এম এ মালিক বলেন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ মহান মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষার বাংলাদেশ বিনির্মাণের চিন্তা-চেতনার বাতিঘরে প্রজ্জ্বলিত দীপশিখা। অবৈধ দখলদার ফ্যাসিস্ট ইউনূস ও তার নেতৃত্বে পরিচালিত দেশবিরোধী অপশক্তি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের উপর দমন-পীড়ন ও হামলা চালিয়ে তা নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু এই অশুভ দানবীয় শক্তি জানেনা যে, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ অসম সাহসিকতা, বীরত্ব ও অকুতোভয় রক্তের স্রোতধারার উত্তরাধিকার বহনকারী সংগঠন। দেশমাতৃকার প্রয়োজনে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। দেশপ্রেম ও লড়াই-সাংগ্রামে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ এক, অদ্বিতীয় ও অপ্রতিরোধ্য।

ওয়েলস যুবলীগ সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা ভিপি সেলিম আহমদ বলেন, ঐতিহ্যবাহী ছাত্রলীগের ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস, ছাত্রলীগের ইতিহাস বাংলা, বাঙালি, স্বাধীনতা এবং স্বাধিকার আন্দোলনে লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস; কলমের জোড়ে কখনো ইতিহাস মুছে ফেলা যায়না! জাতির ক্রান্তিলগ্নে সময়ের তাগিদে গড়ে উঠা সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ মানেই ১৯৫২ ভাষা আন্দোলন, ছাত্রলীগ মানেই ১৯৬২ শিক্ষা আন্দোলন, ছাত্রলীগ মানেই১৯ ৬৬ এর ৬ দফা আন্দোলন, ছাত্রলীগ মানেই ১৯৬৯ এর গনঅভ্যুত্থান,ছাত্রলীগ মানেই ১৯৭০ এর নির্বাচন,ছাত্রলীগ মানেই ১৯৭১ এর মহান স্বাধীনতা, ছাত্রলীগ মানেই ১৯৯০ এর গণআন্দোলন,ছাত্রলীগ মানেই মুক্তি'ছাত্রলীগ মানেই শক্তি' ছাত্রলীগ মানেই শিক্ষা'ছাত্রলীগ মানেই শান্তি', ছাত্রলীগ মানেই প্রগতি' এই সংগঠন কোটিকোটি মানুষের আবেগ অনুভূতি।

ইউকে ওয়েলস আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের উদ্দ্যোগে বৃটেনের কার্ডিফে বাংলাদেশের মহাণ বিজয় দিবস পালিত

"যথাযোগ্য মর্য্যাদায় ও ভাবগাম্ভীর্য্যের সাথে বৃটেনের কার্ডিফ শহরে গত ২৬ শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ১২ ঘটিকায় সন্ত্রাসবাদ জঙ্গিবাদ মুক্ত গনতান্ত্রিক মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গিকারে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ ওয়েলস শাখার উদ্যোগে বাংলাদেশের ৫৪ তম মহাণ বিজয় দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় সদস্য ওয়েলস আওয়ামী লীগের সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর এর সভাপতিত্বে এবং ওয়েলস আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক প্রাক্তন ছাত্রনেতা এম এ মালিক এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতা সহ মুক্তিযোদ্ধে অবদানকারী সবার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

আলোচনা সভায় ওয়েলস আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক গোলাম মর্তুজা, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আলহাজ্ব লিয়াকত আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক মল্লিক মোসাদ্দেক আহমেদ, দফতর সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার, ওয়েলস যুবলীগের সাবেক সভাপতি জয়নাল আহমদ শিবুল, সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল ওয়াহিদ বাবুল,ওয়েলস যুবলীগের সভাপতি ভিপি সেলিম আহমদ, সিনিয়র সহ সভাপতি আবুল কালাম মুমিন, আব্দুর রুউফ, সহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও সাবেক ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

সভার সভাপতির বক্তব্যে ওয়েলস আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোহাম্মদ মকিস মনসুর বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা সহ মুক্তিযোদ্ধে অবদানকারী সবার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো সহ মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে সমুন্নত রাখতে স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশবিরোধী অপশক্তির সকল অপকর্মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও দখলদার ইউনূস গংয়ের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করতে দৃপ্ত শপথের আহবান জানিয়েছেন।

ওয়েলস আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক এম এ মালিক সহ সকল বক্তারা ষড়যন্ত্র ও জঙ্গি-সন্ত্রাসের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতায় চেপে বসা অবৈধ সরকারকে হটিয়ে দেশ ও দেশের মানুষদের বাঁচাতে হবে বলে উল্লেখ করে বলেন ফ্যাসিস্ট ইউনূস সরকার বঙ্গবন্ধু কন্যার বিরুদ্ধে শত শত মিথ্যা হত্যা মামলা দিয়েছে। যাদের বাদী দেখিয়ে মামলা করা হয়েছে, তাদের অধিকাংশই মামলার বিষয়ে অবগত নয়। যে সকল ব্যক্তি নিহত হয়েছে বলে মামলা করা হয়েছে, তাদের অনেকেই জীবিত অবস্থায় ফিরে এসেছে। এ সকল মিথ্যা-বানোয়াট ও ভিত্তিহীন মামলায় সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার ব্যতীত এই ফ্যাসিস্ট সরকারের পূর্ব গৃহীত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যা করার অপতৎপরতা চালাচ্ছে। আবার, একই হত্যাকাণ্ডের জন্য শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের অনেক নেতৃবৃন্দ এবং সরকারের বেশ কিছু ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে গণহত্যার মামলা দেওয়া হলো। সংবিধান ও আইন অনুযায়ী একই বিষয়ে দুইবার এই ধরনের মামলা হতে পারেনা।

এদিকে বাংলাদেশের মহাণ বিজয় দিবস উপলক্ষে যুক্তরাজ্য আওয়ামী যুবলীগ ওয়েলস শাখার পক্ষ থেকে গণতন্ত্রের মাতৃভূমি নামে খ্যাত মাল্টিকালচারেল, মাল্টিন্যাশনালের বৃটেনের কার্ডিফের ইন্টারন্যাশনাল ম্যাদার ল্যাংগুয়েজ মনুমেন্ট তথা শহীদ মিনারে ফুলেল শ্রদ্ধা, সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা সহ পরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ওয়েলস যুবলীগের সভাপতি ভিপি সেলিম আহমদের সভাপতিত্বে ও ওয়েলস যুবলীগের সিনিয়র সহ সভাপতি আবুল কালাম মুমিন এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য ওয়েলস যুবলীগের প্রাক্তন সভাপতি ও ওয়েলস আওয়ামী লীগের সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর।

বিশেষ অতিথি হিসেবে ওয়েলস আওয়ামী লীগের শ্রম বিষয়ক সম্পাদক আলহাজ্ব আসাদ মিয়া, নিউপোট আওয়ামী যুবলীগ এর সভাপতি শাহ শাফি কাদির, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক ফোরাম ইউকে নিউপোট এর সভাপতি শেখ আব্দুর রুউফ তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক সিতাব আলী, সাবেক ছাত্রনেতা রাসেল আহমদ, ইমরান মিয়া, ওয়েলস ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাম্মদ বদরুল হক মনসুর ও সাধারন সম্পাদক শাহজাহান তালুকদার শাওন, সহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও সাবেক ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

প্রধান অতিথি যুক্তরাজ্য ওয়েলস যুবলীগের প্রাক্তন সভাপতি ও ওয়েলস আওয়ামী লীগের সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর সহ সকল বক্তারা বলেন বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একসূত্রে গাঁথা, একটি অন্যটির পরিপূরক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা করা যাবে না। যে মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি মহান বিজয় অর্জন করেছে সেটার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালির প্রাণের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমগ্র বাঙালি জাতির মুক্তির স্পিরিটকে ধারণ করেছিল এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবজ্জ্বল অর্জন চির আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সমগ্র জাতি যে চেতনার শক্তিতে বলীয়ান হয়েছিল স্বাধীনতার ৫৩ বছর পর মহান মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনা ও আদর্শ আজ সংকটের সম্মুখীন। বাংলাদেশের মানচিত্র ও জাতির পতাকা খামছে ধরেছে পুরনো শকুনেরা। অবৈধ ও অসাংবিধানিকভাবে দখলদার ফ্যাসিস্ট ইউনূসের নেতৃত্বে সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে দমিত করার অপচেষ্টার মধ্য দিয়ে বাঙালির সম্মিলিত শক্তি ও সামর্থ্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে। আজ বাংলাদেশে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ, সংবিধান দিবস এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত দিবস অর্থাৎ জাতীয় শোক দিবস রাষ্ট্রীয় আচার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যে রণধ্বনি বাঙালি মায়ের বীর সন্তানদের দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার জন্য জীবন বাজি রাখতে নির্ভীক করে তুলেছিল সেই 'জয় বাংলা'-কে জাতীয় স্লোগান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হাইকোর্টের রায়ও স্থগিত করা হয়েছে। এ সকল হীন ও ঘৃণিত পদক্ষেপ শুধু রাজনৈতিক বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে তা নয়, এটা সুস্পষ্টভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের ইতিহাসের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ থেকে করা হচ্ছে। আজকের সভা থেকে ও এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

চিত্রাঙ্গন ও পিটা প্রদর্শনসহ নানা আয়োজনে ব্রিটিশ বাংলাদেশ সোসাইটি ক্রয়ডনের মহান বিজয় দিবস পালিত

খালেদ মাসুদ রনিঃ ব্রিটিশ বাংলাদেশ সোসাইটি ক্রয়ডনের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস ও মরহুম আব্দুল খালেক তালুকদার স্মরণে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।গত রবিবার দুপুরে ক্রয়ডনের কুইন্স কমিউনিটি হলে চিত্রাঙ্গন ও পিটা প্রদর্শনসহ নানা আয়োজনে বিজয় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জাকির হোসেন। শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালনের পাশাপাশি সমবেত

কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়। আলোচনা সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব নেছার আলী লিলু, অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কাউন্সিলার মোহাম্মদ ইসলাম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাখেন ক্রয়ডন কাউন্সিলের ডেপুটি সিভিক মেয়র কাউন্সিলর রিচার্ড চ্যাটার্জি, সাবেক মেয়র ও কাউন্সিলর হুমায়ুন কবির , কাউন্সিলর মঞ্জু সাওল হামিদ, কাউন্সিলর রাওয়ানা ডাইভেস, কাউন্সিলর স্টুয়ার্ট কিং,কাউন্সিলর অপু দারমিন্দা। কমিউনিটি নেতা আব্দুল মোতালেব মালিক, আজিজ তালুকদার, ফয়সাল আহমদ ও অন্তর আলী। এসময় উপস্থিত ছিলেন সুজাউল হক, আব্দুস শহীদ, ইকরাম, সামাদ, ছমরু মিয়া,মামুন, ফারজানা বেগম,মিলু বেগম, মিসেস হুমায়ুন কবির,মিসেস কুটি মিয়া,আনোয়ারা আলী প্রমুখ।

বিজয় অনুষ্ঠানে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন ক্রয়ডন শাহজালাল জামে মসজিদের খতিব হাফেজ মাওলানা আহমদ। ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্রাঙ্গনে সহযোগিতায় ছিলেন জুবায়ের কবির, আছকা মিয়া, শাহনাজ লতিফ। পিঠা প্রতিযোগিতা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সহযোগিতা করেন সংগঠনের সদস্য রুনু মিয়া, জয়নাল উদ্দিন, মোহাম্মদ চৌধুরী, আব্দুল হাফেজ, গিয়াস উদ্দিন।

পুরস্কার বিতরণী শেষে উপস্থিতিদের মধ্যে সু-সাধু খাবার পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে সংগঠনের চেয়ারম্যান নেছার আলী লিলু সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সোনালী অতীত ক্লাব ইউকের গেট-টুগেদার সেলিব্রেশন পার্টি অনুষ্ঠিত

খালেদ মাসুদ রনিঃ সাবেক ফুটবলারদের সংগঠন সোনালী অতীত ক্লাব ইউকের নির্বাচন পরবর্তী গেট-টুগেদার সেলিব্রেশন পার্টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩০ ডিসেম্বর সোমবার রাতে কেনটিশ টাউন রোডের বেঙ্গল ল্যান্সার রেস্তোরাঁয় নির্বাচিত চেয়ারপার্সন কাউন্সিলর সুলুক আহমেদের সৌজন্যে এ গেট-টুগেদার সেলিব্রেশন পার্টির আয়োজন করেন কমিটির সদস্য শায়েস্তা মিয়া। গেট-টুগেদার পার্টিতে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে সোনালী অতীতের সদস্যরা অংশ গ্রহন করেন এবং অভিনন্দন জানান। গেট-টুগেদার পার্টিতে আলোচনা,গল্প-আড্ডার পাশাপাশি মজাদার খাবার পরিবেশন করা হয়।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি স্পীকার ও স্পিটাল ফিল্ডস এবং বাংলা টাউন ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুলুক আহমেদ গত ২২ তারিখ ভোট দিয়ে তাকে নির্বাচিত করায় সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সংগঠনের উন্নতির জন্য সকলের সহযোগীতা কামনা করেন। তিনি বলেন, আমি নির্বাচিত হওয়ার পূর্বেই মেনুফেস্টু দিয়েছি, সেই মোতাবেক সকলের সহযোগিতা নিয়ে সংগঠনের উন্নতির জন্য কাজ চালিয়ে যাব। বিদায়ী চেয়ারপার্সন জামাল উদ্দিনসহ উপস্থিতিতরা নবনির্বাচিত চেয়ারপার্সন কাউন্সিলর সুলুক আহমেদকে ফুল ও ক্রেস্ট দিয়ে অভিনন্দন জানান। এসময় বিদায়ী সভাপতি পাশে থেকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

নির্বাচিত সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবদীন মিয়ার উপস্থাপনায় এসময় বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর ফারুক এম আহমেদ, কাউন্সিলার বদরুল চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ, শেলিম উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদকঃ আব্দুল মহিদ, নির্বাহী কমিটির সদস্যরা জামাল উদ্দিন, শায়েস্তা মিয়া, শফিকুল ইসলাম, বদরুল চৌধুরী, ফওয়াদ এ খান, হাফিজুর রহমান (লাকু),সিরাজ আলী, হেলাল উজ্জামান, আবদুস সামাদ, তোফজুল ইসলাম, এইচআর খান (হ্যারি), এ.উ. আরোজ আলী, শামীম হোসেন (শাম) প্রমুখ।

উল্লখ্য, গত ২২ ডিসেম্বর যুক্তরাজ্যের সর্ববৃহৎ ক্রীড়া সংগঠন সোনালী অতীতের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন কাউন্সিলার সুলুক আহমেদ। নির্বাচন পরবর্তী এ গেট-টুগেদার পাঠি চলে মধ্য রাত পর্যন্ত। সোনালী অতীত ক্লাব ইউকে যুক্তরাজ্য এবং বাংলাদেশের খেলোয়ারদের মাঝে সেতুবন্ধনের পাশাপাশি খেলার মানউন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

লন্ডনে যুক্তরাজ্য বিএনপির উদ্যোগে বাংলাদেশ ও তারেক রহমান এর ভাবনা শীর্ষক আলোচনা অনুস্টিত

যুক্তরাজ্য বিএনপির আয়োজনে "আগামীর বাংলাদেশ ও তারেক রহমান এর ভাবনা" শীর্ষক আলোচনা ৩০ ডিসেম্বর সোমবার পূর্ব লন্ডনের একটি বেনকিউটিং হলে অনুষ্ঠিত হয়।

বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সভাপতি এম এ মালিকের সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খসরুজ্জামান খসরুর পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান, বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ, যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সহসভাপতি মুজিবুর রহমান মুজিব, গোলাম রাব্বানী, তাজুল ইসলাম, আবেদ রাজা, এম এ মুকিত, সুইডেন বিএনপির সাধারণ রেজাউল করিম শিশির, যুক্তরাজ্য বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ খান, মিসবাহুজ্জামান সোহেল, সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক শহিদুল ইসলাম মামুন, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নসরুল্লাহ খান জুনায়েদ, আইনজীবী ফোরামের সাবেক আহবায়ক ব্যারিস্টার তারেক বিন আজিজ, যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সহসাধারণ ফেরদৌস আলম, এডভোকেট খলিলুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম আহমেদ, কোষাধক্ষ সালেহ গজনবী, যুক্তরাজ্য যুবদলের সভাপতি রহিম উদ্দিন, মহিলা দলের আহবায়ক ফেরদৌস রহমান, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, আইনজীবী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার হামিদুল হক লিটন আফিন্দী, জাসাসের সাবেক সভাপতি এম এ সালাম, যুবদলের কেন্দ্রীয় সাবেক সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক এনামুল হক লিটন, যুক্তরাজ্য বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইমতিয়াজ এনাম তামিম, সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর রহমান, সহ প্রশিক্ষন বিষয়ক সম্পাদক সোহেল আহমেদ ।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তবে সালাহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, দদ সবাই বলছেন সংস্কার চাই কিন্তু কেউ কেউ বলছেন যে, নির্বাচন ছাড়া সংস্কার কিভাবে হবে। সংস্কার কি নির্বাচন ব্যতিরেকে? আর যদি নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়ে থাকে, তাহলে নির্বাচনটা করার দায়িত্ব সংবিধান অনুসারে নির্বাচন কমিশনের। সরকারের ও প্রশাসনের দায়িত্ব হচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করা । যারা এখন বলছেন নতুন করে কিংস পার্টি করার, আমরা সে ভাবে বলতে চাই না। সবার অধিকার আছে রাজনীতি করার, আমরা তাদের স্বাগত জানবো । কিন্তু নতুন রাজনৈতিক দল হতে হবে সরকারের সাহায্য ছাড়া। সরকারের মধ্যে থেকে রাজনীতি করবেন, সরকারের উপদেষ্টাও থাকবেন, আবার দল গঠন করে সেই দলের জন্য সময় ক্ষেপন করবেন এবং নির্বাচনের জন্য যতদিন আপনারা তৈরী না হবেন ততদিন পর্যন্ত কোন না কোন বাহানা সৃষ্টি করবেন জনগন কিন্তু সেটা বুঝে । কারন জনগন এখন সত্যি সত্যি সার্বভৌম। বাংলাদেশের কন্সটিটিউশনের আর্টিকেল ৭ অনুসারে কন্সটিটিউশন ইজ এ সাইনিং ল এবং বাংলাদেশের জনগন হচ্ছে সেই ধারা অনুসারে রাস্ট্রের মালিক। কিন্তু আরেকটা কথা থেকে যায়, মালিক এক জিনিষ আর ক্ষমতার উৎস আরেক জিনিষ। সকল ক্ষমতা উৎস যদি জনগন হয়, তাহলে সার্বভৌম হচ্ছে জনগন। আর রাষ্ট্র জনগন নিয়ে গঠিত। জনগনের প্রতিনিধি দিয়ে পার্লামেন্ট গঠিত হয় । সেই হিসেবে পার্লামেন্ট (হাউস অব পার্লামেন্ট) কে বলা হয় সার্বভৌম হাউস। এই পার্লামেন্টে আপনি যা কিছু বলতে পারবেন, আপনার বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না। কথাটা কিন্তু ব্যাকরণ ভাবে শুদ্ধ হলেও প্রকৃত অর্থে সেটা শুদ্ধ নয়। কারন জনগন যদি সার্বভৌম হয়, তাহলে জনগনের প্রতিনিধিত্ব যারা করে তারা সার্বভৌম হওয়ায় এক্ট করবে অন বিহাফ অফ পাবলিক, জনগনের। এখন তারা যে আইনটা করবে, আমরা বলতে পারি সার্বভৌম পার্লামেন্টের আইন করার ক্ষমতা। কিন্তু সে আইনটি সার্বভৌম নয়। কারন পার্লামেন্ট যদি এমন আইন করে যেটা জনগনের সার্বভৌম এবং কন্সটিটিউশনের এর মুল কাঠামোর বিরুদ্ধে যায়, তবে সেই আইনটি কিন্তু আইন নয়। সে জন্যই ১৫তম সংশোধনী বাতিল হয়েছে। সেটার ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের । সেজন্য সুপ্রিম কোর্ট ১৫তম সংশোধনীর ৬টা বিষয় বাতিল করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সম্পর্কিত যেটা ৫৮ (ক) এবং ৫৮ ২য় পরিচ্ছেদে অনুসারে যেটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ছিল, বাতিল করে যে বিল এনেছে ১৫তম সংশোধনীতে সেটা বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহালের রাস্তা উন্মুক্ত হয়েছে। পুনর্বহাল হয়নি, হবে যেটা ১৩তম সংশোধনীতে বাতিলের ইন জাস্টিস খাইরুল হক যে রায় দিয়েছিল সেটা যদি আবার রিভিউতে জনগনের পক্ষে আসে অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বৈধ ঘোষণা করা হয়। তখন পূর্ণাঙ্গ ভাবে আসবে। তখন জনগনের সার্বভৌম হয়ে, পার্লামেন্টের সার্বভৌম হয়ে, সংবিধানের রক্ষাকবচ হিসাবে বিএনপি পাতাধার হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে। সুতরাং জনগণ যদি বিএনপিকে আস্থায় নিতে চায় আর যদি কোন গোষ্ঠী জনগণের সেই আস্থাকে প্রতিপক্ষ মনে করে, তাহলে আমরা ধরে নেব বিএনপিকে যারা আজকে প্রতিপক্ষ মনে করে তবে তারা হচ্ছে বিএনপির প্রতিপক্ষ ।দদ

প্রধান অতিথির বক্তবে তিনি আরও বলেন, দদনিজেদেরকে তৈরি করার জন্য রাজনৈতিকভাবে আমাদেরকে নতুন প্রজন্মের অনেক নেতৃত্ব যারা উদীয়মান তারা অনেক সময় পাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য, সমাজ বিনির্মাণ করার জন্য, সুশাসনের জন্য এবং সেই রকম রাষ্ট্র বিনির্মাণ যথেষ্ট প্রজ্ঞা ও দক্ষতা প্রয়োজন। আমি আহ্বান জানাচ্ছি নতুন প্রজন্মকে সেই প্রজ্ঞা দক্ষতা অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য সময় নিন। আগামী দিনের রাষ্ট্র, আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মানে সেই তরুণ প্রজন্মকে, যারা গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন তাদের অপেক্ষায় থাকতে। একটি কথা আজকে জুলাই বিপ্লব খুব বেশি করে শোনা যায় যে, জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা, শহীদদের রক্তের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বৈষম্যহীন, আইনের শাসনের, সাম্যবৃত্তিক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে হবে। সেই প্রশ্ন তো কোনদিনই শুনিনি তবে কেন বারবার উচ্চারিত হচ্ছে বিপ্লব বিপ্লব বলে। বিপ্লবের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণ পরিবর্তন। সম্পূর্ণ পরিবর্তনকে বিপ্লব বলে, টোটাল চেঞ্জ অব এনি সোসাইটি, এনি ইকোনমিক সিস্টেম, এনি সোসিয়াল সিস্টেম কে বিপ্লব বলে। পরিপূর্ণভাবে বদলানোকে বিপ্লব বলে। বাংলাদেশে কি সেই রকমের বিপ্লব হয়েছে? বাংলাদেশে যেটা হয়েছে সেটা হল ডেমোক্রেটিক মাস আপ্রাইজিং। গণতান্ত্রিক গনঅভ্যুত্থানে সকল ছাত্র সমাজ, সকল রাজনৈতিক দল, সমস্ত সামাজিক গোষ্ঠী, শ্রেণী পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেছে। তাদের উদ্দেশ্য সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধার। সব অধিকার হরন হয়েছিল সেটা ফেরত সবার জন্য যে আপরাইজিং হয়েছিল সেটা হল গণঅভ্যুতান।

লন্ডনে বরই কান্দি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের মিলন মেলা ও সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে

কামরুল আই রাসেল, লন্ডনঃ সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার বরই কান্দি আদর্শ গ্রামের সংগঠন বরই কান্দি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের এক সভা ও মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার রাতে পুর্ব লন্ডনের একটি হলে অনুষ্ঠিত হয় এ সভা ও মিলন মেলা অনুষ্টানটি।

দক্ষিণ সুরমা সমাজ কল্যাণ সমিতি ইউ কে সভাপতি আকিকুর রহমান আকিকের সভাপতিত্বে এবং ইমরান হাসনাত জুমান ও মহসিন নওয়াজের পরিচালনায়

পবিত্র কোরআন থেকে তেলায়াত করেন আব্দুল আজিজ।

সভায় বরইকান্দি গ্রামের পক্ষ থেকে অতিথি হিসেবে উপস্তিত ছিলেন, খসরু আহমেদ, ছাব্বির আহমেদ ছুটন, মুরাদ আহমেদ, বাবুল হোসেন, মইন আহমেদ, মুমিনুর রশিদ, সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আকতার হোসেন, পুতুল আহমেদ, আলী আহমেদ, এনাম আহমেদ, মোহাম্মদ শাহজাহান আহমেদ, রুহুল আমিন, নজরুল ইসলাম নাজ, নুজুর আহমেদ, কাইয়ুম আহমেদ, জসিম উদ্দিন, মাহির আহমেদ, আসাদুজ্জামান সাফি, ইমরান আহমেদ, হাবিব ফখর, মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম, পারভেজ মিয়া, মুকিত মিয়া, আলীনুর সুভন, আলীনুর সম্রাট, সাজেদ আহমেদ, টিপু আহমেদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সর্ব সম্মতিক্রমে আকতার হোসেন কে সভাপতি, মহসিন নেওয়াজ কে সেক্রেটারি ও বাবর আহমেদ কে সাংগঠনিক সম্পাদক, রুহুল আমিন ও এনাম আহমেদ ও তানিম আহমেদ কে ট্রেজার করে সবার সংগঠনের ১০১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির বাকী সদস্য বৃন্দ হলেন সহ সভাপতি : পুতুল আহমেদ, আলী আহমেদ, মোজাহিদ আহমেদ, মোহাম্মদ শাহজাহান, ইমরান হাসনাত জুমান, নুজুর আহমেদ কে নিযুক্ত করা হয়।

জয়েন্ট সেক্রেটারী : নজরুল ইসলাম নাজ, জসিম উদ্দিন, আফজল হোসেন, কামরান আহমেদ।

সহ সাংগঠনিক : পাবেল আহমেদ, মিজানুর রহমান, লায়েক আহমেদ, সিদ্দিকুর রহমান, প্রচার সম্পাদক : জাবেদ হোসেন, আতিকুর রহমান, টিপু রহমান, তহিদুল রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক, আবির আহমেদ, সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক মইনুল ইসলাম (গাংগু) আন্তর্জাতিক সম্পাদক, মুকিত মিয়া সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক জুবের আহমেদ।

আইন সম্পাদক, জাবেদ আহমেদ (গাংগু) সহ আইন সম্পাদক মোহাম্মদ শাহ আলম, ধর্ম সম্পাদক আব্দুল আজিজ, সহ ধর্ম সম্পাদক তায়েফ আহমেদ।

শিক্ষা সাহিত্য সম্পাদক আসাদুজ্জামান সাফি, সহ শিক্ষা সম্পাদক টিপু আহমেদ।

দপ্তর সম্পাদক, সালেহ আহমেদ, (কামুশনা) সহ দপ্তর সম্পাদক রুহেল আহমেদ, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, জিয়া রহমান, সহ সমাজ কল্যাণ সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস নাহিন, ক্রীড়া সম্পাদক মাহির আহমেদ, সহ ক্রীড়া সম্পাদক তারেক আহমেদ, ত্রান সম্পাদক, মুজাক্কির আহমেদ, সহ ত্রান সম্পাদক তানিম হোসেন, তথ্য সম্পাদক, আলীনুর সম্রাট, সহ তথ্য সম্পাদক, রুকন আহমেদ, শিল্প বানিজ্য সম্পাদক, আলীনুর শোভন, সহ শিল্প বানিজ্য সম্পাদক, কাইয়ুম আহমেদ। পরিবেশ সম্পাদক ইমরান আহমেদ, সহ পরিবেশ সম্পাদক সাজেদ আহমেদ।

স্কুল বিষয়ক সম্পাদক পারভেজ আহমেদ। সহ স্কুল বিষয়ক সম্পাদক, সাকিব আহমেদ যুব উন্নয়ন সম্পাদক হাবিব ফখর।

সহ যুব উন্নয়ন সম্পাদক, সাকিফ আহমেদ, গবেষণা সম্পাদক: জিসান আহমেদ সহ গবেষণা সম্পাদক : নাঈম আহমেদ, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক : রাফি আহমেদ।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST
Sulemanpur, Sunamganj
www.shahjalalmadrasa.com
(UK Charity Reg: 1126912)

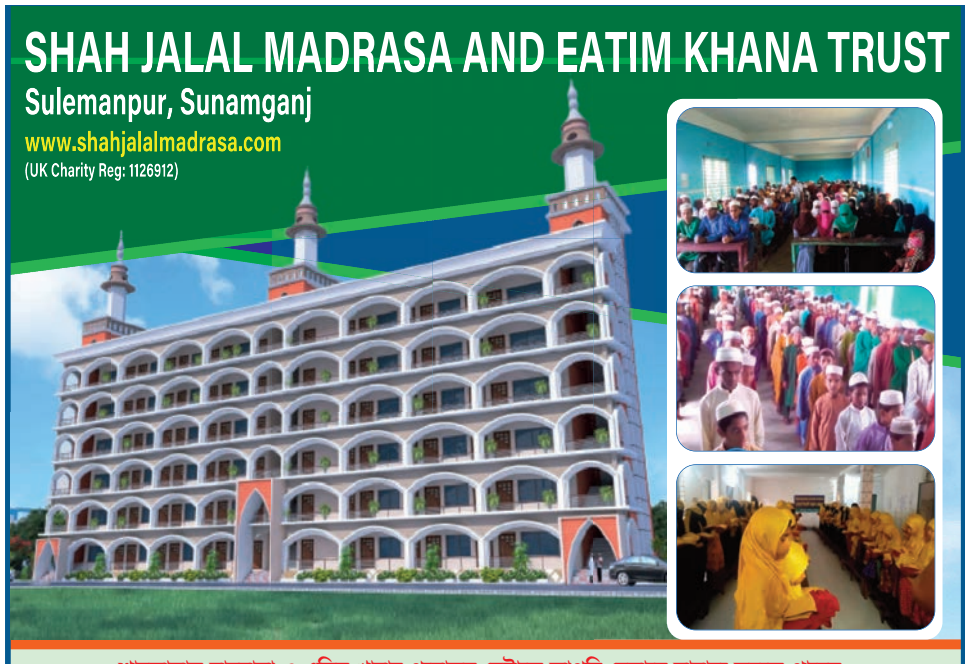

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.
May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205
You can make donations by PayPal by logging into our website

লন্ডনে ফেলানী দিবস পালিত সীমান্তে হত্যা ও বাংলাদেশে ভারতের আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে ঃ ইআরআই

লন্ডন, ৮ জানুয়ারি- ইন্ডিয়ান সীমান্তরক্ষী বাহিনী 'বিএসএফ' এর গুলিতে সীমান্তে কিশোরী ফেলানী খাতুন ও স্বর্ণাদাস সহ সকল সীমান্ত হত্যা বন্ধ, সব ঘটনার তদন্ত এবং বিচার চেয়ে লন্ডনে সন্মিলিতভাবে ইন্ডিয়ান হাইকমিশন ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেছে মানবাধিকার সংগঠন 'ইআরআই', 'স্ট্যান্ড ফর হিউম্যান রাইটস' ও 'অখন্ড বাংলাদেশ আন্দোলন'।

৭ জানুয়ারি ফেলানী দিবস উপলক্ষে গত ৬ জানুয়ারি, সোমবার, বিপুল সংখ্যক যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে উক্ত কর্মসূচি পালিত হয়। প্রতিবাদকারীরা সেখানে দুপুর ১২:৩০ থেকে বিকেল ৩:৩০ পর্যন্ত অবস্থান করেন। এসময় তাঁরা 'ইন্ডিয়ান আগ্রাসন-রুইন্ড আওয়ার ডোমিনিয়ন', 'ইন্ডিয়ান হেজমনি- রুইন্ড আওয়ার হারমোনি', 'ইন্ডিয়ান কন্সপিরেসি-রুইন্ড আওয়ার ডেমোক্রেসি', মোদি'স এক্টিভিটি-রুইন্ড আওয়ার হিউমিনিটি, 'দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা', 'ভারতীয় আগ্রাসন ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও', 'ঢাকায় এবার উঠলো ডাক, বিএসএফ নিপাত যাক', ইত্যাদি শ্লোগানে হাই কমিশন প্রাঙ্গন প্রকম্পিত করে তুলেন।

মানবাধিকার কর্মী নওশিন মুস্তারী মিয়া ও হাসনাত হাবীব এর যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে প্রধান বক্তা 'ইআরআই' এর উপদেষ্টা ও 'অখন্ড বাংলাদেশ আন্দোলন' এর আহবায়ক হাসনাত আরিয়ান খান বলেন, 'সীমান্তের কাঁটাতারে ঝুলে থাকা ফেলানীর লাশের সেই দৃশ্যের কথা আমরা ভুলতে পারি না। মাত্র ১৫ বছর বয়সী কিশোরী ফেলানী কুড়িগ্রামের অনন্তপুর সীমান্ত দিয়ে তার বাবার সঙ্গে ইন্ডিয়া থেকে বাংলাদেশে ফিরছিলেন। কাঁটাতার পার হওয়ার সময় তাকে গুলি করে হত্যা করে বিএসএফ। সারাবিশ্বে যা আলোড়ন তুলে। এ রকম আলোড়নের পরও সেই হত্যাকান্ডের বিচার হয়নি। উপরন্তু গত বছরের ১ সেপ্টেম্বর রাতে মায়ের সঙ্গে ত্রিপুরায় থাকা ভাইকে দেখতে যাওয়ার সময় মৌলভীবাজারের কুলাউড়া সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ ১৪ বছর বয়সী কিশোরী স্বর্ণা দাসকে গুলি করে হত্যা করে। সেই হত্যাকান্ডেরও বিচার হয়নি। বিএসএফের পাখির মতো গুলি করে মানুষ হত্যা বন্ধ হয়নি। শুধু কিশোরী ফেলানী বা স্বর্ণা নয়, ইন্ডিয়ান সীমান্তরক্ষী বাহিনী নিয়মিত বাংলাদেশের মানুষকে সীমান্তে গুলি করে হত্যা করছে। কোন হত্যাকান্ডেরই তদন্ত হয়নি, বিচার হয়নি। সীমান্ত হত্যার বিচার হয় না। এ রকম দুই দেশের সীমান্তে একটি দেশ কর্তৃক নিয়মিতভাবে অন্য দেশের নাগরিককে গুলি করে হত্যা করার ঘটনা বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া সীমান্ত ছাড়া বিশ্বের আর কোথাও দেখা যায় না। সীমান্ত হত্যা প্রসঙ্গে উঠলেই আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে গুলি চালানোর অজুহাত দাঁড় করায় বিএসএফ। বিএসএফের গুলিতে নিহত সব বাংলাদেশিকে অপরাধী মনে করে তারা। সবাইকে চোরাচালানকারী বা গরু পাচারকারী মনে করে। যেনো সাক্ষী-সাবুদ বিচার-আচার ছাড়াই বিএসএফ চাইলেই ভিনদেশি কোনো নাগরিককে অপরাধী হিসেবে সিল মেরে দিতে পারে এবং তারপর সেই কথিত অপরাধীকে বিনা বিচারে হত্যা করার অধিকার রাখে!' তিনি প্রশ্ন করেন, 'মাত্র ১৪ ও ১৫ বছর বয়সী কিশোরী স্বর্ণা ও ফেলানী কিভাবে গরু পাচারকারী হয়? গরুর জন্ম কি সীমান্তে হয়? তাছাড়া গরু পাচারকারী হলেই কি কোন মানুষকে বিনা বিচারে হত্যা করা যায়? বাবার হাত ধরে সীমান্ত পাড়ি দিতে চাওয়া নিরস্ত্র কিশোরী ফেলানী খাতুন কিংবা মায়ের হাত ধরে সীমান্ত পাড়ি দিতে চাওয়া কিশোরী স্বর্ণা দাস কী করে অস্ত্রধারী বিএসএফের জন্য হুমকি হতে পারে? আন্তর্জাতিক কোনো আইনেই নিরস্ত্র নাগরিককে গুলি করে মেরে ফেলার কোন বিধান না থাকা সত্বেও তারা কিভাবে নিরস্ত্র বাংলাদেশি নাগরিকদের গুলি করে মেরে ফেলে? ইন্ডিয়া সীমান্ত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বীকৃত সকল আন্তর্জাতিক ও দ্বিপক্ষীয় প্রটোকল অগ্রাহ্য করে কিভাবে সীমান্ত হত্যাকাণ্ড ঘটায়? এই সাহস তারা কোথায় পায়?' তিনি আরো বলেন,'মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চের তরফেই আমরা জানতে পারি, সীমান্ত হত্যার পেছনে যে গল্প ফাঁদা হয়, তা সঠিক নয়। এমনকি বিএসএফের আত্মরক্ষার অজুহাতগুলোও গ্রহণযোগ্য নয়। তারা কোনো নিয়মকানুন মানে না। তারা কোন প্রটোকলই মানে না। সীমান্তে ইন্ডিয়া যে আচরণ করে এ আচরণ আধিপত্যবাদী আচরণ, এ আচরণ আগ্রাসনমূলক আচরণ। এ আচরণ কিছুতেই গ্রহণযোগ্য না। ইন্ডিয়া ব্রিটিশদের সহায়তায় আমাদের অঞ্চলগুলো দখলে নিয়ে নতুন সীমানা বানিয়ে কাঁটাতার দিয়ে আমাদেরকে ঘিরে ফেলেছে। অথচ এ অঞ্চলগুলোতে বাঙালি ও কাছাকাছি নৃ-গোষ্ঠীর মানুষেরা বসবাস করেন। সীমান্তবর্তী বাসিন্দাদের মধ্যে রয়েছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ও আরো অনেক রকম যোগাযোগ। যেকারণে সীমান্তবর্তী বাসিন্দাদের এপার থেকে ওপারে যেতে হয়। দিল্লিতে বাঙালি ও কাছাকাছি নৃ-গোষ্ঠীর মানুষেরা বসবাস করেন না। কাজেই ইন্ডিয়া তার সীমানা আগের জায়গায় অর্থাৎ বিহারের কুশি নদীর তীর পর্যন্ত ফিরিয়ে নিলে বাংলাদেশের মানুষকে দিল্লি যেতে হবে না। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন তাদেরকে সংযত আচরণ করতে হবে। সীমান্তে গুলি করে মানুষ মারা বন্ধ করতে হবে। সীমান্তে বিএসএফের গুলি বন্ধে ইন্ডিয়ান কতৃপক্ষ ইতিবাচক মনোভাব দেখাতে হবে। নিজেদের অধিকার ও স্বার্থের ব্যাপারে বাংলাদেশকে দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে। প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক আদালতে যেতে হবে। বছরের পর বছর সীমান্তে হত্যাকাণ্ড ঘটছে। গত বছর ২০২৪ সালেও ২৩ জনকে হত্যা করা হয়েছে। মাসে প্রায় দুইজন করে বছরে ২৩/২৪ জন করে হত্যা করা হচ্ছে। ইন্ডিয়ার কতৃপক্ষ এই বিষয়ে নির্বিকার। তারমানে তারা বাংলাদেশের মানুষকে মানুষ মনে করে না। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি এই ক্ষেত্রে আরো কঠোর হওয়া উচিত। তারা চায়না ও পাকিস্তান সীমান্তে এই দু:সাহস করে না। কারণ তারা জানে চায়না ও পাকিস্তান সীমান্তে যদি একজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়, পাকিস্তান ও চায়না তাদের দশজনকে গুলি করে জবাব দিবে। যেকারণে তারা এই দু:সাহস করে না। আমরা সীমান্তে কোনরকম হত্যা চাই না। সকল সীমান্ত হত্যার সঠিক তদন্ত চাই, দায়ী ব্যাক্তিদের বিচার চাই এবং অবিলম্বে এই সীমান্ত হত্যা বন্ধের আহ্বান জানাই।'

বিশেষ বক্তা সাংবাদিক হাসান আল জাভেদ বলেন, 'পৃথিবীতে এমন কোন আন্তর্জাতিক সীমারেখা নাই যে যুদ্ধ ছাড়াই ১৫ বছরে ৬ শতাধিক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এটা শুধু ভারতীয় কিলার বাহিনী বিএসএফ দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। এর পেছনে একটাই কারণ ভারত সরকার বাংলাদেশকে আতঙ্ক ও চাপে রেখে তাদের অর্থনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক মিশন বাস্তবায়ন করা। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখে এটা ভারতকে ভাবতে হবে।'

'ইআরআই' এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোঃ রোকতা হাসান বলেন, 'ভারত দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশের বর্ডারে আমাদের সাধারণ জনগণকে, নিরীহ জনগণকে নির্মমভাবে হত্যা করছে। আমরা চাই ভারত সরকার এ ধরনের নির্মম হত্যাযজ্ঞ অতি দ্রুত বন্ধ করুক এবং দ্রুত ফেলানী হত্যার বিচার করুক। এছাড়া ভারত সরকার নানাভাবে উস্কানি দিয়ে বাংলাদেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে যাচ্ছে, ভারত সরকারকে বলছি, তারা যেনো উস্কানি দেওয়া বন্ধ করে এবং সাংবাদিক নামধারী ময়ূখ রঞ্জন ও রিপাবলিক টিভির হলুদ সাংবাদিকতা বন্ধ করে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তারা যেনো অপপ্রচার বন্ধ করে।'

'স্ট্যান্ড ফর হিউম্যান রাইটস' এর সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মিনহাজুল আবেদীন রাজা বলেন, '২০০০ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১,২০০ জন বাংলাদেশি প্রাণ হারিয়েছে সীমান্ত হত্যাকান্ডে। সীমান্ত হত্যাকাণ্ড বন্ধের প্রতিশ্রুতি বারবার দেওয়া হলেও কোনো বাস্তব পরিবর্তন আমরা দেখতে পাইনি। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে আমরা আহ্বান জানাই, দয়া করে সীমান্তে বাংলাদেশি নিরীহ নাগরিকদের হত্যাকাণ্ড বন্ধ করুন। বিএসএফের সহিংসতা বন্ধ করুন। যাতে করে কোনো বাংলাদেশিকে আর সীমান্তে প্রাণ হারাতে না হয়, আর কোনো পরিবারকে তাদের প্রিয়জনকে এভাবে হারানোর শোক বহন করতে না হয়।'

মানবাধিকার কর্মী আইনুদ্দিন বলেন, 'ভারত তার সীমান্ত রক্ষী দিয়ে শুধু বাংলাদেশীদের হত্যা করেই থেমে নেই। তারা নিজেদেরকে বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ বলে পরিচয় দিলেও তারা আসলে কোন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। তারা একদিকে যেমন সীমান্তে বাংলাদেশীদেরকে মারছে অন্যদিকে ভারতে বসবাসরত মাইনোরিটি গোষ্ঠী তথা মুসলিম, খ্রিস্টানদেরকে প্রতিনিয়ত হত্যা করছে। তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে।'

মানবাধিকার কর্মী তাহমিনা আক্তার বলেন, 'আমাদের মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র নিন্দা জানালেই এই সমস্যার সমাধান হবে না, "বাস্তবমুখী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধই হতে পারে এই সমস্যার সমাধান"; যাহা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের পাশাপাশি দেশবাসীকে এগিয়ে আসতে হবে।'

প্রতিবাদ সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'ইআরআই'র সেক্রেটারি জেনারেল ও 'অখন্ড বাংলাদেশ আন্দোলন' এর আহবায়ক কমিটির সদস্য নওশিন মুস্তারী মিয়া সাহেব, অখন্ড বাংলাদেশ আন্দোলনের আহবায়ক কমিটির সদস্য মোঃ মনিরুজ্জামান ও নজরুল ইসলাম খোকন, 'ইআরআই'এর ভাইস প্রেসিডেন্ট হাসনাত হাবীব, জয়েন্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ মহিবুল্লাহ, ক্যাম্পেইন সেক্রেটারি সায়েম আহমদ, জয়েন্ট সেক্রেটারি মুহাম্মদ হানিফ রব্বানী, ক্যাম্পেইন সেক্রেটারি আবু জেহাদ, জয়েন্ট সেক্রেটারি তানিম আহমেদ, মাইনোরিটি রাইট সেক্রেটারি সৌরভ চৌধুরী, ক্যাম্পেইন সেক্রেটারি শাহিন আহমেদ, মিডিয়া বিষয়ক সম্পাদক শাকিল আহমেদ সোহাগ, জয়েন্ট সেক্রেটারি আব্দুল আজিজ মিলাদ, ক্যাম্পেইন সেক্রেটারি সোহরাব উদ্দিন রোমান, ইনফরমেশন এন্ড টেকনোলজি সেক্রেটারি রনি আহমদ, পাবলিসিটি সেক্রেটারি মামুদুল কারীম চৌধুরী, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি রিপন আহমেদ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি শাহরিয়ার কালাম আজাদ, এক্সিকিউটিভ মেম্বার আব্দুল মান্নান, এক্সিকিউটিভ মেম্বার মাহমুদুল হক ইমরান, 'স্ট্যান্ড ফর হিউম্যান রাইটস' এর সিনিয়র সহসভাপতি বেলাল খান, সহসভাপতি শেরওয়ান আলী, সহসাধারণ সম্পাদক মো: মাহি, সাংগঠনিক সম্পাদক এমদাদুল হক, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক রাহাদুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, সহঅর্থ সম্পাদক সৈয়দ জুয়েল, সহসাংস্কৃতিক সম্পাদক মোঃ মিজানুর রহমান ও সিনিয়র সদস্য মোঃ রুমেল আলি প্রমুখ।

এসময় নিজ নিজ সংগঠনের পক্ষে আজিজুর রহমান, উজ্জল আলম চৌধুরী, ইফতেখার হোসাইন চৌধুরী সাকি, রাহাদুল ইসলাম, ইফুল ইসলাম, মোঃ ফজল আহমদ, আব্দুল আলিম, সৈয়দ জুয়েল,মোঃ মিজানুর রহমান, মো.রুমেল আলি, সৈয়দ আশরাফুল আলম পিন্টু, আশরাফুল আলম শামীম, আল আমিন মিয়া, রুমন আহমেদ,নাহিদ চৌধুরী, আমিন আকবর, জুনায়েদ আহমদ, আব্দুল আজীম, আরিফ হোসেন, আব্দুল কাইয়ুম লায়েক, নাজমুল আহমদ, মো. আব্দুল হক, আমিন কবির সোহাগ, লায়েক আহমদ, সাইফুর রহমান, আরিফ হোসেন, মাসুদুল হাসান, আবু জাফর আব্দুল্লাহ, মোর্শেদ আহমেদ খান, ওমর ফারুক, মির্জা সাইফুল, ওমর ইসলাম সানী, মোঃ ফাহাদুজ্জামান, চৌধুরী মোঃ আব্দুল মোমিন, আব্দুল কাদির নাজিম, খালিদ মিয়া, সাইফুর রহমান রাজু, মোঃ মশিউর রহমান, আরাফাত রহমান, শাকিল মিনহাজ, আলী উজ্জ্বল, ফয়সাল আহমদ, মির্জা এনামুল হক, ফয়েজ উল্লাহ, মোঃ গুলজার হোসেন, মোঃ নূরুল ইসলাম, ইকবাল হোসেন, আবিদুর রহমান, হাবিবুর রহমান, জামিল আহমদ, শাহীন মিয়া, নাঈম, মাজিদ মিয়া, মাসুদুল মজিদ চৌধুরী, মোঃ মারুফ আহমেদ, মোঃ সাইফুর রহমান, মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম কবির, মামুন মিয়া, ইমরান আহমদ, এমদাদুল হক, মোঃ শরীফ আহমদ, মোঃ সাইদুল ইসলাম, আব্দুল আলী, মোঃ আবুল, ফয়জুল হক, খন্দকার মোতাহের হোসাইন, রেদওয়ান আহমদ রোমেল, শাহনুর আলম রাহাত ও জুনেদ আহমদসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, কিশোরী ফেলানীকে ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি কুড়িগ্রামের অনন্তপুর-দিনহাটা সীমান্তে গুলি করে হত্যা করে বিএসএফ। এর পর থেকে ৭ জানুয়ারি ফেলানী দিবস হিসেবে পালন করে আসছে বিভিন্ন সংগঠন।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

প্রবাসী কর্মীদের সাহায্য করতে হবে

প্রবাসীদের আয় বাড়লেও প্রবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি খুব একটা গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে না.. ২০২৪ সালে রেকর্ড পরিমাণ প্রবাসী আয় বেড়েছে-এটা নিশ্চয়ই আনন্দের কথা। বিশেষ করে তীব্র ডলার-সংকটের সময়। ফেলে আসা বছরটিতে প্রবাসী আয় এসেছে ২ হাজার ৬৭০ কোটি ডলার। এর আগে ২০২১ সালে সর্বোচ্চ ২ হাজার ২০০ কোটি ডলার ছাড়িয়েছিল। কিন্তু এর সঙ্গে বিদেশে কর্মী পাঠানোর পরিসংখ্যান মেলালে হতাশ হতে হয় বৈকি।

প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বিদেশে শ্রমিক পাঠানো কমার কারণ বড় আকারের তিনটি শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে যাওয়া। বাজার তিনটি হলো মালয়েশিয়া, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। বর্তমানে সৌদি আরবে শ্রমিক পাঠানোর সংখ্যা বাড়তির দিকে। বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বলছে, ২০২১ সালে বিভিন্ন দেশে কাজ নিয়ে গেছেন ৬ লাখ ১৭ হাজার কর্মী। পরের বছর তা বেড়ে দাঁড়ায় ১১ লাখের বেশি। ২০২৩ সালে তা আরও ২ লাখ বেড়ে কর্মী সংখ্যা ১৩ লাখ ছাড়িয়ে যায়। যদিও গত বছর তা ৩ লাখ কমে দাঁড়ায় ১০ লাখে। এর মধ্যে ৯০ শতাংশ কর্মী গেছেন মাত্র ৫টি দেশে। এগুলো হচ্ছে সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, কাতার, সিঙ্গাপুর ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।

মালয়েশিয়ায় ২০২৩ সালে কাজ নিয়ে যান সাড়ে তিন লাখের বেশি কর্মী। কিন্তু গত জুন থেকে দেশটির শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে গেছে। গত বছর দেশটিতে সব মিলে কর্মী যেতে পেরেছেন এক লাখের কম। ওমানে ২০২৩ সালে কর্মী গিয়েছিলেন সোয়া লাখের বেশি। গত বছর সেখানে শ্রমবাজার বন্ধ থাকায় কর্মী গেছেন মাত্র ৩৫৮ জন। আমিরাতে ২০২৩ সালে কর্মী গিয়েছিলেন প্রায় এক লাখ। গত বছর দেশটিতে কর্মী গেছেন ৪৭ হাজার।

বিদেশে জনশক্তি প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কেলেঙ্কারির কারণে দীর্ঘদিন পর চালু হওয়া মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার চলতি বছর ফের বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি সেখানে যাওয়ার জন্য যাঁরা নিবন্ধিত হয়েছিলেন, তাঁদেরও সবাই যেতে পারেননি। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী সংক্ষিপ্ত সফরে ঢাকায় এলে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তাঁকে সমস্যাটি জানানো হয়। কিন্তু এরপর এ বিষয়ে কোনো অগ্রগতি হয়েছে বলে জানা নেই।

বাংলাদেশের কর্মীদের জন্য যেসব দেশের শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে গেছে, সেসব দেশ কিন্তু কর্মী নেওয়া পুরোপুরি বন্ধ করেনি। জনশক্তি প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর অনিয়ম-দুর্নীতির কারণেই সংশ্লিষ্ট দেশগুলো থেকে বাংলাদেশি কর্মীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। তবে চক্র গঠনের অভিযোগে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার সব দেশের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে প্রবাসী আয় বাড়ার অর্থ এই নয় যে ভবিষ্যতেও এটা অব্যাহত থাকবে। প্রতিবছরই আগে পাঠানো শ্রমিকদের একাংশ দেশে ফিরে আসেন। তাঁদের শূন্যস্থান পূরণ না হলে প্রবাসী আয়ও কমে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

দীর্ঘদিন ধরে বিদেশে শ্রমবাজার বহুমুখী করার আওয়াজ দেওয়া হলেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। নতুন বাজার খোঁজার তেমন উদ্যোগও লক্ষ করা যাচ্ছে না। যাঁদের কারণে শ্রমবাজার বন্ধ হয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়ানোর মাধ্যমে হারানো শ্রমবাজার পুনরুদ্ধার করতে হবে। আশা করি, অন্তর্বর্তী সরকার এ বিষয়ে কার্যকর ও টেকসই ব্যবস্থা নিতে কার্পণ্য করবে না।বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী শ্রমিকদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সরকার দূতাবাসের মাধ্যমে তালিকা করে বিদেশে আরো বেশি শ্রমিক পাঠাতে পারে। শ্রমিকদের স্বার্থ ঢক্কা করতে পারে। বেশি শ্রমিক পাঠাতে পারে। এই ব্যাপারে সরকারকে উদ্যোগি হতে হবে.

সংস্কারকে সূত্রবদ্ধ করতে হবে

মোহাম্মদ হোসেন

বর্তমান সময়ের বহুল আলোচিত শব্দ সংস্কার। আলোচনার শুরু হয়েছিল 'রাষ্ট্র সংস্কার' পদ দুটি দিয়ে। এ সংস্কারের জন্যই বিভিন্ন ভাগে 'সংস্কার কমিশন' গঠন করা হয়েছে। কমিশনের সুপারিশের আলোকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে যেসব সংযোজন-বিয়োজন করা সম্ভব হবে বলে অনুমান করা যায়, তার ফলাফল হিসাবে রাষ্ট্রের সংস্কার হবে মর্মে ধারণা করা হচ্ছে। সংস্কার শব্দটির কয়েকটি ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো জবভড়ৎসধঃরড়হ, জবভঁৎনরংযসবহঃ, জবহড়াধঃরড়হ ইত্যাদি। বর্তমানে যে সংস্কার নিয়ে ঘোরতর আলোচনা চলছে, তা জবভড়ৎসধঃরড়হ অর্থে। সংস্কার শব্দটি সাধারণ জীবনে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। রাষ্ট্রে সংস্কার শব্দের সঙ্গে রাজনৈতিক মতাদর্শের যোগসূত্র রয়েছে। বিপ্লব শব্দটি যেমনি একটি সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বহুল ব্যবহৃত হয়, তেমনি সংস্কার শব্দটি পুঁজিবাদী মতাদর্শকেন্দ্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার হাতিয়ার (ঞড়ড়ষং)। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো, সংস্কারের মাধ্যমে কাঠামোর ছোটখাটো দুর্বলতা বা ফুটোগুলোকে মেরামত বা জোড়াতালি দিয়ে ব্যবস্থাটিকে সচল রাখা। যেমন-ঘরবাড়ি অনেক দিনের পুরোনো হলে তার কিছু খুঁটি, বেড়া, চালের দু-চারটি টিন বদলিয়ে দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ওঠা বা ছিদ্রগুলো বন্ধ করা, যাতে ঘরে বর্ষার পানি না পড়ে। বিপ্লবীদের কাজ হলো, নতুনভাবে কাঠামো নির্মাণ করা। বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অংশীজন, অনুঘটক এবং শক্তিশালী অনুঘটকরা জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানকে বিপ্লব বলতে বেশি পছন্দ করেন। কেউ কেউ একে বিপ্লব বলতে চান না। তবে অপ্রাকৃত ভগ্নাংশের মতো একে অপ্রাকৃত বিপ্লব বলা যেতেই পারে। যা-ই হোক, বিপ্লব বা অভ্যুত্থান-পরবর্তী সরকারের কার্যক্রম মিশ্র বা উভচর প্রকৃতির। 'বৃক্ষ তোর নাম কি? ফলে পরিচয়'। বাংলাদেশের বর্তমান বিপ্লবীরা পুঁজিবাদী সংস্কার করতে চায়। সে সংস্কারের রূপরেখাটি কেমন হবে? কত প্রকার এবং কী কী সংস্কার করা হবে? এ বিষয়ে ধারণা লাভের জন্য আমরা ১০টি সংস্কার কমিশনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারি। কিন্তু জনগোষ্ঠীর মধ্যে আরও সংস্কার কমিশন করার দাবি দেখা যাচ্ছে। আরও যদি ১০টি কমিশন করা হয়, তাহলে কি সংস্কারের দাবি মিটবে? সংস্কারের জন্য যে ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত হয়েছে, রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য ওই ক্ষেত্রগুলোই কি যথেষ্ট? ক্ষেত্রগুলো যদি যথেষ্ট হয়ও, তাহলেও সংস্কারগুলো যে গভীরতায় প্রয়োজন, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কি ওই গভীরতায় সংস্কার করতে পারবে? সরকারের কি সে মাপের সক্ষমতা রয়েছে? এ প্রশ্নগুলোই প্রবলভাবে আলোচিত হচ্ছে।

গণ-অভ্যুত্থানের পরে সরকার গঠনে যে কাঠামোগত দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা কাটিয়ে ওঠাই এ সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ গাঠনিক দুর্বলতার কারণে সরকারের ক্ষমতা এবং অধিক্ষেত্র দু-ই সংকুচিত হয়েছে। সরকারকে এখন সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে গুটিশুটি মেরে থাকতে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো, সংবিধান সংশোধন করা। এ সরকারের বর্তমান দৃশ্যমান এখতিয়ারে সংবিধান সংশোধনের কোনো ব্যবস্থা আছে বলে মনে হয় না। উচ্চ আদালতে পঞ্চদশ সংশোধনীর কিছু অংশ বাতিল করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বহালের যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তা তো আর কোনো আদি এখতিয়ার সৃষ্টি করে না। এটি একটি যৎসামান্য জোড়াতালি। কাজেই অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এ সরকার সাংবিধানিক কাঠামোতে কোনো সংস্কার করতে পারবে না। কমিশন শুধু সুপারিশ করতে পারবে। পরবর্তী নির্বাচিত সরকার এসে যদি সে সুপারিশ বাস্তবায়ন করে, তাহলে সংবিধান সংশোধন হতে পারে, নচেৎ নয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতৈক্য হলে প্রয়োজনীয় কিছু সংস্কার অধ্যাদেশমূলক আইনের মাধ্যমে করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে রয়েছে কমিশনগুলোর অন্তর্নিহিত দুর্বলতা। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, 'জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন'। সম্প্রতি দেখা গেল, একটি মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা। কার্যক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক হতে পারে মূল বিষয় নিয়ে। কিন্তু বাগ্‌বিতণ্ডা হয়েছে মূল বিষয়বহির্ভূত ইস্যুতে। পদ-নাম পরিবর্তন নিয়েও কথাবার্তা চলছে। তাহলে কি জনপ্রশাসন সংস্কার মানে এ ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েই সংস্কার হবে এবং মৌলিক বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া হবে? যেমন বাংলাদেশে বর্তমান সিভিল সার্ভিসে ২৭/২৮টি ক্যাডার রয়েছে, যা পুরোটাই বিজ্ঞান ও গণিতের সূত্রবহির্ভূত। কেননা প্রতিটি সার্ভিসের কাজের ধরন, পরিধি, পরিবেশ এবং লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু এক মাপের জুতা সবার জন্য দেওয়ার যে অনিবার্য পরিণতি, জাতি তাই ভোগ করছে। এ পর্যন্ত বহুবার প্রশাসন সার্ভিস ও পুলিশ সার্ভিসে কোনো মৌলিক বিধি-বিধান তোয়াক্কা না করে বা তাদেরই বানানো ঠুনকো নিয়মকানুনের খোঁড়া যুক্তিতে পদের চেয়ে বেশিসংখ্যক লোক পদোন্নতির সুবিধাটি গ্রহণ করা হচ্ছে, যা দাপ্তরিক কাজের এবং ক্যাডার সার্ভিসের শৃঙ্খলা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে দিয়েছে। এ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সংস্কারের অপেক্ষা না করেই আবারও বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় পদোন্নতি দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। এ প্রক্রিয়ার ফলে অন্যদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হলেও তারা কোনো প্রতিকার পাচ্ছে না। একদিকে যুগ্ম সচিবদের বসার জায়গা নেই, অন্যদিকে কাজ করার জন্য সহকারী সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা নেই। এসব অসুবিধা দেখারও কেউ নেই। ফলাফল নৈরাজ্য বা 'যেমন খুশি তেমন সাজো' খেলা। এ ব্যবস্থার প্রতিকারে কমিশন একটু মুখ খুলেছিল মাত্র, কিন্তু প্রশাসন ক্যাডাররা ইতোমধ্যেই রে-রে করে উঠছে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্যাডার ভিন্নভাবে গঠিত হবে মর্মে আলোচনা ওঠায় তারাও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। একটি বিধান করা প্রয়োজন, একজন সরকারি কর্মচারী জীবনে সর্বোচ্চ ২৫ বছর সরকারি চাকরি করতে পারবেন। কোনো ব্যক্তি কোনো চাকরির জন্য বিশেষত ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পরে যেমন অফিস সহায়ক পদের জন্য ৩ বছর পর্যন্ত এবং সাধারণ ক্ষেত্রে নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের পরে ৩ বছর পর্যন্ত ওই যোগ্যতার চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবেন। বহু ক্ষেত্রে নিয়োগবিধিতে নির্ধারিত পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জনের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধিসহ অন্যান্য যোগ্যতা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বর্তমানে উপসচিব ও যুগ্মসচিব পদের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতির কথা আলোচনা হচ্ছে; যা সম্পর্কে গত ৩০ বছর আলোচনা শুনছি; কিন্তু কার্যকর হয়নি। প্রাশসন ক্যাডার এ বিষয়েও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে।

ব্রিটিশ ভারতে যখন সিভিল সার্ভিস চালু করা হয়, তখন ২১ বছরের ছোকরারা ম্যাজিস্ট্রেট বা শাসক হিসাবে এ দেশের বৃদ্ধদের শাসন করত। পুরোনো জেলাগুলোর ঐড়হড়ৎ ইড়ধৎফ দেখলে জানা যাবে শাসকদের নাম। সেই ধারাবাহিকতাই এখনো চালু আছে এবং বিস্তৃত হয়েছে। যত ধারায় সম্ভব, তার বিকৃতিও ঘটেছে। সরকারি স্কুল-কলেজ পড়ালেখার জায়গায় এখন রাজনীতি স্থান করে নিয়েছে। সেখানে মূল কাজ হলো, ওস্তাদি প্রশ্নের মাধ্যমে কঠিন পরীক্ষা নেওয়া। পড়তে চাও, বাসায় বা কোচিংয়ে পড়ে এসো। পরীক্ষা দাও, সার্টিফিকেট নাও। এ লেখার সময় জানামতে, আমার গ্রামের বাড়ির উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে টিএইচএসহ দুজন এমবিবিএস ডাক্তার আছে এবং অন্য আরও অনেক উপজেলার একই অবস্থা। উপজেলার নারী-শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধাসহ প্রায় ২ লাখ বাসিন্দার চিকিৎসা কীভাবে হবে, তার কোনো পরিকল্পনা কি স্বাস্থ্য ক্যাডারের আছে? এভাবে সব ক্যাডারই মনে করে, ক্যাডারে চাকরি পাওয়া, চাকরিতে সব সুযোগ-সুবিধা পাওয়া, বেতন পাওয়া, বছর বছর বেতন বৃদ্ধি, পদোন্নতি পাওয়া, বেতন স্কেল পাওয়া, বিদেশে লেখাপড়া করতে যাওয়া, এসবই তাদের জন্মগত অধিকার! দেশের মানুষের দায়িত্ব হলো খেয়ে না খেয়ে তাদের পুষে রাখা! দেশের প্রতি, দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি তাদের কোনো দায়িত্ব নেই যেন! ভাবখানা এমন, তারা যেন দেশের মানুষকে দয়া করছেন!

ইউনিয়ন পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ সচিবালয় পর্যন্ত সব অফিসকে একটি রেন্ট সিকিং কারখানায় পরিণত করেছে এ সরকারি কর্মচারী জাদুকররা। - ১২ পাতায়

হবিগঞ্জে দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, গুলি : আহত অর্ধশত

হবিগঞ্জ সংবাদদাতা : হবিগঞ্জে মাছ ধরা নিয়ে দু'গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে গুলিবিদ্ধসহ আহত হয়েছেন অর্ধশত। এর মধ্যে গুরুতর আহত অবস্থায় বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করে জেলা সদর আধুনিক হাসপাতাল ও সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

সোমবার (৬ জানুয়ারী) সন্ধ্যা ৬ টায় অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে রিচি গ্রামের লোকজন আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করলে গুলিবিদ্ধ হয় প্রতিপক্ষের লোকজন। প্রায় দুই ঘন্টা ব্যাপী চলা এ সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধসহ অর্ধশতাধিক লোকজন আহত হন।

আহতদের উদ্ধার করে হবিগঞ্জ জেলা সদর আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আহতদের মধ্যে জয়নগর গ্রামের জলিল মিয়া, বাছির মিয়া, নাজমুল ও

এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানান, সদর উপজেলার জয়নগর গ্রামের পার্শ্ববর্তী একটি বিল লিজ নেয় রিচি গ্রামের জসিম-ওয়াসিমসহ তার লোকজন। সোমবার সন্ধ্যায় মাছ ধরার জন্য লিজকৃত ওই বিলের বাঁধ কেটে পানি ছেড়ে দেয় জসিমের লোকজন। কিন্তু এতে বাঁধা দেয় জয়নগর গ্রামের মানিক মিয়ার ছেলে নাজমুল মিয়া। এ নিয়ে তাদের মধ্যে বাক-বিতন্ডা হয়। এক পর্যায়ে দু' গ্রামের লোকজন দেশীয় জব্বার আলীকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন চিকিৎসকরা।

হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর কবির জানান, বিলে মাছ ধরা নিয়ে দু'পক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। পুনরায় সংঘর্ষ এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

জগন্নাথপুরে হাওরের মাঠে মাঠে বোরো ধান রোপনের ধুম

জগন্নাথপুর সংবাদদাতা : জগন্নাথপুরে বোরো ধানের চারা রোপনের ধুম পড়েছে। ঘন কুয়াশা ও কনকনে শীত উপেক্ষা করে ফসলের মাঠে রোপণ কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকরা।

সরেজমিন দেখা গেছে, জেলার অন্যতম হাওর জগন্নাথপুরের সর্ববৃহৎ নলুয়া হাওরজুড়ে বোরো আবাদে মাঠে কাজ করছেন কৃষক ও শ্রমিকরা। কেউ কেউ বীজতলা থেকে চারা উত্তোলন করে জমিতে রোপণ করছেন। আবার কেউ কেউ জমিতে ট্রাক্টর দিয়ে হালচাষ করছেন।

নলুয়া হাওরের ভুরাখালি গ্রামের কৃষক সুলতান মিয়া জানান, বোরো চাষাবাদের উপযুক্ত সময় এখন। ঘন কুয়াশা প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত কাদাপানির মধ্যে ক্ষেতে কাজ করতে হয়। কারণ বোরো আমাদের এক ফসলী ফসল। এ ফসল থেকে সারা বছরের খাদ্য যোগান হয়। দাসনাগাঁও গ্রামের আরেক কৃষক নান্টু দাস জানান, পৌষ থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত রোরো চাষাবাদে আমরা কৃষক পরিবারের লোকজন হাওরে ব্যস্ত থাকি। এসময় আবাদের জন্য জমির মাঠ প্রস্তুতকরণ এছাড়াও বীজতলা থেকে চারা তুলে রোপণ করতে হয়। এবার হাওরে পানি প্রয়োজন মতো থাকায় কৃষকদের সুবিধা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, নলুয়া হাওরসহ উপজেলা ছোট-বড় ১৫টি হাওরে চারা রোপণ চলছে। হাওরের মাঠগুলো বর্তমানে কৃষকের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠেছে। ক্ষেতে ক্ষেতে চলছে চারা রোপণের উৎসব। উপজেলা কৃষি অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, জগন্নাথপুর উপজেলায় এ বছর ২০ হাজার ৪শ' ২৫ হেক্টর জমিতে বোরো ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কাওসার আহমদ বলেন, এ বছর ৯৪৫ হেক্টর বীজতলা তৈরী করা হয়েছে। এরমধ্যে ২৩০ হেক্টর চারা উত্তোলন করা হয়েছে। প্রতিদিনেই রোপণের কাজ চলছে। হাওরে পানি সংকট নেই। তবে বৃষ্টি হলে বোরোর পাশাপাশি অন্যান্য কৃষি ফসলের জন্য খুবই উপকৃত হবে।

'পর্যটন জেলা' ঘোষণাতেই সীমাবদ্ধ মৌলভীবাজারের পর্যটন

মৌলভীবাজার সংবাদদাতা : মৌলভীবাজার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এক জেলা। যেখানে রয়েছে সারি সারি চা-বাগান, পাহাড়, হাওর আর দৃষ্টিনন্দন পর্যটনকেন্দ্রের সমাহার। চায়ের রাজধানী হিসেবে খ্যাত শ্রীমঙ্গল ছাড়াও এই জেলায় রয়েছে মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, মাধবপুর লেক, হামহাম জলপ্রপাত, হাকালুকি হাওর, বাইক্কা বিলসহ অসংখ্য আকর্ষণীয় স্থান। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা পূর্ণরূপে কাজে লাগানো যায়নি এবং জেলার পর্যটন খাতে আশানুরূপ উন্নয়ন হয়নি। ফলে পর্যটন সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ এই জেলা দিন দিন হারাচ্ছে তার সৌন্দর্য।

এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, মৌলভীবাজার জেলার পর্যটন কেন্দ্রগুলো শীত মৌসুমে পর্যটকদের ভিড়ে মুখরিত থাকে। গত ডিসেম্বর মাসের শেষ দু সপ্তাহে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে বিদেশি পর্যটকসহ প্রায় ১৮ হাজার পর্যটক প্রবেশ করেছেন। যেখানে রাজস্ব আয় হয়েছে প্রায় ১৮ লাখ টাকা।

অন্য এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, লাউয়াছড়া উদ্যানে প্রতিবছর গড়ে দুই লাখ দর্শনার্থী ভ্রমণ করলেও, গত অর্থবছরের সাত মাসে ভ্রমণকারীর সংখ্যা ছিল ৬৮,৩৮০ জন, যা ২০২৩ সালের তুলনায় প্রায় ৩৮ শতাংশ কম। এতে করে নিশ্চিত করে বলা যায় মৌলভীবাজারে পর্যটকের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। যা স্থানীয় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

২০০৮ সালে মৌলভীবাজারকে পর্যটন জেলা ঘোষণা করা হলেও দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময়ে এই খাতের উন্নয়নে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। জেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় পর্যটন সংশ্লিষ্টদের উদ্যোগ সীমাবদ্ধ থেকে গেছে গুটিকয়েক পর্যটনকেন্দ্রের সংরক্ষণে। ফলে এখানকার পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি।

শ্রীমঙ্গলের পর্যটন কেন্দ্রিক ব্যবসায়ীরা জানান, দেশের ভেতরেই অন্যান্য গন্তব্যের তুলনায় মৌলভীবাজারের পর্যটক সংখ্যা কমছে। এর কারণ হিসেবে তারা পর্যটনকেন্দ্রগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ না থাকা, সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার দুরবস্থা, এবং পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবকে দায়ী করেন।

পর্যটন সেবা সংস্থা মৌলভীবাজার-এর অ্যাডহক কমিটির যুগ্ম আহবায়ক সেলিম আহমেদ দৈনিক জালালাবাদকে বলেন, মৌলভীবাজারের পর্যটন খাতের যদি কোনো উন্নয়ন হয়ে থাকে তবে তা ব্যক্তি উদ্যোগে। সরকারি উদ্যোগে পর্যটনের দৃশ্যায়িত কোনো উন্নয়ন দেখা যায়নি। তিনি বলেন, পর্যটনের সবচেয়ে বড় খাত আবাসন। সরকারি সহযোগিতা না থাকায় রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে নানান সমস্যায় ভুগছেন হোটেল রিসোর্ট ব্যবসায়ীরা।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে সেলিম বলেন, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যটনের উন্নয়নে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই।অপরদিকে, পর্যটকদের জন্য নেই পর্যাপ্ত ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার।

পরিচ্ছন্নতা এবং নিরাপত্তার ঘাটতিও একটি বড় সমস্যা। মৌলভীবাজারে বেড়াতে আসা পর্যটকদের অধিকাংশের মতে, "এখানকার হোটেল-রিসোর্টের ভাড়া বেশি। সেই তুলনায় সেবার মান ততটা ভালো নয়। নতুন কোনো আকর্ষণীয় জায়গা কিংবা সুযোগ-সুবিধা না থাকায় অনেকেই একবার আসার পর দ্বিতীয়বার আসতে চান না।"

২০১৭ সালে জেলা প্রশাসন থেকে পর্যটন শিল্পের বিকাশে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলেও তা আজও বাস্তবায়ন হয়নি। একইভাবে ২০২২ সালে পর্যটন উন্নয়ন কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোরও কার্যকর কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি।জেলার কিছু রিসোর্ট মালিক জানান, পর্যটক কম আসায় তারা প্রতিনিয়ত লোকসানের মুখে পড়ছেন। গত কয়েক বছরে শ্রীমঙ্গলে বেশ কয়েকটি রিসোর্ট যেমন হিলভিউ গেস্টহাউজ ও লাউয়াছড়া ইকো কটেজ বন্ধ হয়ে গেছে।

পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পর্যটনকেন্দ্রগুলোকে নতুনভাবে সাজানো, পর্যাপ্ত নিরাপত্তা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা, পর্যটকদের জন্য উন্নত সেবা নিশ্চিত করা, ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপন এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পর্যটন কেন্দ্রগুলোর প্রচার-প্রসারে সংশ্লিষ্টদের কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করছেন।

পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের মতে, এসব উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা গেলে মৌলভীবাজারের পর্যটন শিল্পে নতুন মাত্রা যোগ হবে। এর ফলে চাকরি ও কর্মসংস্থান বাড়বে, ব্যবসা-বাণিজ্য চাঙা হবে, এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক মো. ইসরাইল হোসেন দৈনিক জালালাবাদকে বলেন, আমরা পর্যটনকেন্দ্রগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে নানা কাজ হাতে নিয়েছি। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় একজন এডিসিকেও দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তবে এই কাজে সরকারি-বেসরকারি উভয় মহলের সহযোগিতা প্রয়োজন বলে মনে করেন জেলার সর্বোচ্চ এই কর্মকর্তা।

মৌলভীবাজারের পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা সত্যিই বিশাল। তবে এটি কাজে লাগাতে হলে সঠিক পরিকল্পনা এবং সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই জেলার পর্যটন খাতের উন্নয়ন হলে তা শুধু স্থানীয় অর্থনীতিকেই চাঙা করবে না বরং জাতীয় পর্যায়েও পর্যটনের একটি অনন্য উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে।

সমালোচনা পিছু ছাড়ছেনা টিউলিপের

পরিচিত একজন ডেভেলপারের মালিকানাধীন।

জবাবে উপহার হিসাবে ফ্ল্যাট পাওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন টিউলিপ সিদ্দিক। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, ফ্ল্যাটটি তার বাবা-মা তাকে কিনে দিয়েছেন। একই সঙ্গে দ্য মেইল অন সানডে পত্রিকার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকিও দিয়েছেন টিউলিপ।

তবে দেশটির লেবার পার্টির একাধিক সূত্র লন্ডনের কিংস ক্রস এলাকার ফ্ল্যাটটি আসলে একজন ডেভেলপার টিউলিপ সিদ্দিককে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দিয়েছিলেন বলে নিশ্চিত করেছে।

৪২ বছর বয়সী টিউলিপ যুক্তরাজ্যের আর্থিক খাতের দুর্নীতি বন্ধের দায়িত্বে রয়েছেন। বাংলাদেশে তিনি ও তার পরিবারের চার সদস্যের বিরুদ্ধে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ৩ দশমিক ৯ বিলিয়ন পাউন্ড আত্মসাতের অভিযোগের তদন্ত চলছে। শনিবার রাতে ব্রিটেনের টরি এমপিরা দাবি জানিয়ে বলেন, টিউলিপ সিদ্দিক যদি তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে না পারেন, তাহলে তার অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত।

লন্ডনের হ্যারো ইস্টের টরি এমপি বব ব্ল্যাকম্যান বলেন, টিউলিপ সিদ্দিককে তার সম্পত্তির বিষয়ে অবস্থান স্পষ্ট এবং ব্যাখ্যা করতে হবে, আসলে তিনি কী বলেছিলেন এবং কেন। যদি তিনি তা না করেন, তাহলে মন্ত্রী হিসেবে তার অবস্থান অগ্রহণযোগ্য হবে।

ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের ছায়ামন্ত্রী ম্যাট ভিকার্স বলেন, 'সরকারের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ অগ্রহণযোগ্য। কিন্তু সেই সদস্য যখন স্টারমারের দুর্নীতি-বিরোধী মন্ত্রী তখন তা আরও বেশি প্রশ্নবিদ্ধ।'

আর হান্টিংডনের টরি এমপি বেন ওবেস-জেকটি বলেন, টিউলিপ সিদ্দিক সম্পর্কে নতুন এই তথ্য বেশ উদ্বেগজনক। এখন দেখা যাচ্ছে ফ্ল্যাটটি উপহার হিসেবে পাওয়া এবং আগের দাবি অনুযায়ী না কেনার বিষয়ে টিউলিপ সিদ্দিকের কাছে আরও কিছু প্রশ্নের জবাব আছে।

লেবার দলীয় একাধিক সূত্র শনিবার রাতে দ্য মেইল অন সানডেকে বলেছে, ২০২২ সালে আমরা যখন প্রথম তদন্ত করি সেই সময় টিউলিপ সিদ্দিককে তার পরিবার বলেছিল, একটি বাড়ি বিক্রির অর্থে ফ্ল্যাটটি কেনা হয়েছিল। কিন্তু গত সপ্তাহে এই ফ্ল্যাট কেনার বিষয়ে তার পরিবারের স্মৃতিচারণ পাল্টে গেছে। অর্থাৎ আগের দাবির সঙ্গে তাদের বর্তমান দাবির কোনো মিল নেই।

দেশটির ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির একজন রাজনীতিক শনিবার ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে বলেছেন, জীবনের চ্যালেঞ্জিং সময়ে এক ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা করেছিলেন টিউলিপ সিদ্দিকের বাবা-মা। তার বা-মায়ের আর্থিক সহায়তার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সেই ব্যক্তি তাকে একটি সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তর করেছিলেন।

ফিন্যান্সিয়াল টাইমসে প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পরপর লেবার দলীয় সূত্র মেইল অন সানডের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানায়, তারা তিন বছর আগে আমাদেরকে 'ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্ত' করেনি।

লন্ডনের ভূমি রেজিস্ট্রি রেকর্ডে দেখা যায়, ২০০৪ সালের নভেম্বরে তৃতীয় তলার ফ্ল্যাটটির একক মালিক হন টিউলিপ সিদ্দিক। আর তখন তিনি কেবল লন্ডনের কিংস কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর শেষ করেছিলেন এবং তার কোনো উপার্জন ছিল না। ফ্ল্যাটটির কোনো মর্টগেজও ছিল না এবং এর কোনো দামও উল্লেখ ছিল না। এর ফলে ফ্ল্যাটটি যে কেনা হয়নি এবং তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল, সেটির প্রমাণ মিলেছে।

মেইল অন সানডে বলেছে, ফ্ল্যাটটির আগের মালিক ৭০ বছর বয়সী বাংলাদেশি আব্দুল মোতালিফ ২০০১ সালে সেটি এক লাখ ৯৫ হাজার পাউন্ডে কিনেছিলেন বলে জানিয়েছেন। ২০২২ সালের এপ্রিলে মেইল অন সানডের পক্ষ থেকে টিউলিপ সিদ্দিকের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ফ্ল্যাটটি তাকে উপহার হিসাবে দেওয়া হয়েছিল কি না?

তখন লেবার পার্টি এক ই-মেইলে বলেছিল, ২০ বছর আগে টিউলিপের বাবা-মা যখন আলাদা হয়েছিলেন, তখন তাদের পারিবারিক বাড়ি বিক্রি করে কিংস ক্রস এলাকার ফ্ল্যাটটি কিনেছিলেন। ফ্ল্যাট কেনার এই অর্থ অন্য কোনো উৎস থেকে এসেছে, এমন দাবি একেবারে ভুল এবং মানহানিকর।

পরে টিউলিপ সিদ্দিকের পরিবারের বিষয়ে অনুসন্ধান করে মেইল অন সানডে। অনুসন্ধানে ২০২২ সালে অথবা তার আগে টিউলিপ সিদ্দিকের পরিবারের বাড়ি বিক্রি করার কোনো প্রমাণ পায়নি ব্রিটিশ এই সংবাদমাধ্যম। পরে গত জুলাইয়ে টিউলিপ সিদ্দিক ও লেবার পার্টির কাছে এই বিষয়ে জানতে আবারও প্রশ্ন পাঠিয়েছিল মেইল অন সানডে। প্রশ্নের জবাব না দিলেও তিনি সংবাদমাধ্যমটির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেন।

টিউলিপ সিদ্দিকের আত্মসমর্পণ : ব্রিটিশ সিটি মন্ত্রী ও আর্থিক খাতে দুর্নীতি মোকাবিলার দায়িত্বে থাকা এমপি টিউলিপ সিদ্দিক তার নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর নীতিশাস্ত্র উপদেষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। লন্ডনে সম্পত্তি ব্যবহারকে ঘিরে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে।

সোমবার ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীট টিউলিপের আত্মসমর্পনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এ খবর দিয়েছে দ্য টেলিগ্রাফ।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্র বলছে, লন্ডনে টিউলিপ সিদ্দিকের সম্পত্তি ব্যবহারকে ঘিরে অভিযোগের ভিত্তিতে তিনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রীদের স্বার্থ সম্পর্কিত স্বাধীন উপদেষ্টার কাছে রেফার করেছেন।

টিউলিপের চীনে যাওয়া জন্য ট্রেজারি প্রতিনিধি দলে যোগ দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু নীতিশাস্ত্র উপদেষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করার কারণে তাকে ব্রিটেনেই থাকতে হচ্ছে। অভিযোগের বিষয়ে স্বাধীন উপদেষ্টাকে সহায়তা করার জন্য তাকে প্রয়োজন হবে। প্রধানমন্ত্রীকে মন্ত্রিত্বমূলক কোড কার্যকর করার পরামর্শ দেন এমন একজন স্যার লরি ম্যাগনাস এখন লন্ডনে টিউলিপের বিরুদ্ধে দু'টি ফ্ল্যাট ব্যবহারের দাবিগুলো খতিয়ে দেখবেন।

টিউলিপের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো নিয়ে তিনি বলেছেন, 'আমি পরিষ্কার, আমি কোনো ভুল করিনি'। এ নিয়ে স্যার লরি ম্যাগনাসকে একটি চিঠিও লিখেছেন টিউলিপ। সেখানে তিনি লিখেছেন, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে আমি গণমাধ্যমের খবরের বিষয় হয়েছি। আমার আর্থিক বিষয় এবং আমার পরিবারের সঙ্গে আগের সরকারের সম্পর্কের তথ্যগুলোর বেশিরভাগই ভুল। আমি পরিষ্কার যে, আমি কিছু ভুল করিনি। যাইহোক, সন্দেহ এড়ানোর জন্য আমি চাই আপনি স্বাধীনভাবে এই বিষয়গুলো তদন্ত করুন।'

এদিকে টিউলিপ সিদ্দিক ও তার পরিবার সেন্ট্রাল লন্ডনে অ্যাপার্টমেন্টটি কীভাবে অধিগ্রহণ করেছেন, তা খতিয়ে দেখার জন্য টোরি এমপিরা স্যার লরিকে আহ্বান জানিয়েছেন। একইসঙ্গে টিউলিপের পদত্যাগও দাবি করেছেন তারা।

এতসব সমালোচনার পর এবার বৃটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে জামায়াত নেতা মীর কাসেম আলীর ছেলে মীর আহমেদ বিন কাসেমের(ব্যারিস্টার আরমান নামে পরিচিত) স্ত্রীকে হুমকি দেয়ার অভিযোগ উঠেছে। বৃটিশ গণমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ব্যারিস্টার আরমান জানিয়েছেন, ২০১৭ সালে তাকে নিয়ে টিউলিপকে প্রশ্ন করেন বৃটিশ এক সাংবাদিক। এর জেরে আরমানের বাসায় অভিযান চালান বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। তারা তার স্ত্রীকে 'মুখ বন্ধ' রাখার হুমকি দিয়েছিলেন।

গণমাধ্যমটিকে ব্যারিস্টার আরমান বলেন, চ্যানেল-৪ নিউজের এক সাংবাদিক টিউলিপকে প্রশ্ন করার ফুটেজটি সম্প্রচারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আরমানের স্ত্রীকে 'মুখ বন্ধ' রাখার হুমকি দিয়েছেন। তারা বলেছেন, গণমাধ্যমে যেন এ বিষয়ে কোনো আলাপ না ওঠে। টিউলিপকে এভাবে প্রশ্নের মুখোমুখি করার বিষয়কে ভালোভাবে নেয়নি শেখ পরিবার। আরমান বলেন, এই কারণেই তারা প্রশাসন দিয়ে আমার পরিবারকে নতজানু করার চেষ্টা করেছে।

ফিন্যান্সিয়াল টাইমস বলছে, ২০১৬ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত হাসিনার গোপন কারাগারে বন্দী ছিলেন মীর আহমেদ বিন কাসেম। বিনা বিচারে দীর্ঘ আট বছর তাকে ওই গোপন বন্দীশালায় আটক রাখা হয়। হাসিনার পতনের পর গত ৬ আগস্ট সেই অন্ধকার কারাগার থেকে মুক্তি পান তিনি ।

ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৭ সালের ২৫ নভেম্বর সকালে লন্ডনে টিউলিপের সঙ্গে যোগাযোগ করেন চ্যানেল-৪ নিউজের সাংবাদিক। সেসময় সাংবাদিক টিউলিপকে বলেন, একটি ফোনকলের মাধ্যমে আপনি বাংলাদেশি নাগরিকত্বপ্রাপ্ত ব্যারিস্টার আরমানের জন্য বিশাল পরিবর্তন আনতে পারেন। তখন টিউলিপ সাংবাদিককে বলেন, আপনি যা বলছেন তা সাবধানে বলুন। কেননা আমি একজন বৃটিশ এমপি। সাংবাদিকের সঙ্গে টিউলিপের আলাপের এই অংশটি ২৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় প্রচার করে ওই গণমাধ্যমটি।

সংস্কারকে সূত্রবদ্ধ করতে হবে

এর মধ্য দু-চারজন ব্যতিক্রম মানুষ থাকলেও গোষ্ঠীগত কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে তারা শুধু তাদের নিজেদের ভাগ বিসর্জন দিতে পারে, কিন্তু জনস্বার্থ রক্ষার সামর্থ্য তাদের নেই। এদেশের চিরদুঃখী এবং অনবরত কলহে লিপ্ত জনগণ তাদের পরিচালক হিসাবে এ কায়েমি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীকে পোষণ-তোষণ করে যাবে, এটাই নিয়তি! এর বড় কোনো পরিবর্তন বা সংস্কার করার সাধ্য কারও নেই! বড় সংস্কারে জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, জনগণকে না খেয়ে থাকার ঝুঁকি নিতে হবে, জনগণকে শিক্ষার সনদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে, অসুস্থ হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে বা অসুস্থ অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় মরে যেতে হবে, ভাই-ভাই বা পাড়া-প্রতিবেশীকে ভূমিবিরোধসহ সব ধরনের ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত হতে হবে; মামলা-মোকদ্দমা করা বন্ধ করে দিতে হবে; এরকম আরও শ'খানেক কাজ করতে বা কাজ থেকে বিরত থাকতে পারলেই তখন সংস্কার করা সম্ভব হবে। বহুতন্ত্রে বারবার বলা হয়েছে, সরকারকে সীমিত করতে হবে; সরকারকে ছোট করতে হবে। অথচ বিদেশি প্ররোচনায় ও ঋণে দিনকে দিন সরকারকে বড় করা হয়েছে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল এবং সরকারি কর্মচারীর দুষ্টচক্র কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সরকারকে বড় করে একপাল শ্বেতহস্তী লালন-পালন করেছে। করের টাকা প্রায় সব যায় এদের বেতন-ভাতা দিতে। ঋণের টাকায় উন্নয়ন কাজের অর্ধেক রাজনৈতিক গোষ্ঠী, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং সরকারি কর্মচারীরা যৌথ প্রযোজনায় চুরি করে। এরা হলো মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ মাত্র। বাকি ৯০ শতাংশ জনগোষ্ঠী এদের উচ্ছিষ্টভোগী মাত্র। কাজেই জনমানসের উন্নয়ন না হলে, জনমানসের সংস্কার না হলে কোনো সংস্কার করা যাবে বলে মনে হয় না। আর জোর করে আদেশের মাধ্যমে সংস্কার করা হলেও তা কার্যকর ফল দেবে বলে মনে হয় না, টেকসইও হবে না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বর্তমান সংস্কার উদ্যোগে পুরোনো ধাঁধাচক্রে আটকে গেছে রাষ্ট্র। 'ডিম আগে না মুরগি আগে'। 'জনমানস পরিবর্তনের মাধ্যমে সংস্কার, না রাষ্ট্রক্ষমতার আদেশের মাধ্যমে সংস্কার'। 'নির্বাচন আগে, না সংস্কার আগে' ইত্যাদি। সংস্কারের ফলাফল কী হবে? ভাবতে গিয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি সৈয়দ মকসুদ আলী সাহেবের লেখার একটি প্রবচনের কথা মনে পড়ে গেল 'খোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি খোড়'। কাজেই সব দেখেশুনে মাথা চক্কর দেয়; যা হোক, এ চক্করের মধ্যে সংস্কারের কয়েকটি সূত্রের কথা উল্লেখ করতে চাই।

১. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পৌনে ষোলআনা বা ৯৮ শতাংশ ভোগ করে রাজনৈতিক দল, বিশেষত সরকারি দল ও সরকারি কর্মচারীরা। তাদের দ্রুত জনগণের কাতারে নামিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। সেহেতু কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি জীবনে দুবার এবং সর্বোচ্চ ৮ বছরের বেশি নির্বাচিত হতে পারবে না এবং সরকারি পদে (মন্ত্রী-সন্ত্রী ইত্যাদি) জীবনে ৮ বছরের বেশি সময়ের জন্য আসীন হতে পারবে না। এরা যেহেতু দ্রুত সমাজের সাধারণের কাতারে নেমে আসবে, সেহেতু সমাজের সাধারণ কাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশ উন্নত করতে ব্রতী হতে পারে। সাধারণভাবে মানুষ নিজের কবরটাও তো ভালো দেখতে চায়।

২. সরকারি চাকরিতে প্রবেশে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা বা ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর অর্জনের ৩ বছর পরে ওই চাকরির জন্য (যেমন অফিস সহায়ক পদের জন্য) আবেদন করতে পারবে না। অর্থাৎ অফিস সহায়ক বা অফিস সহকারীর পদের জন্য ২১ বছরের বেশি বয়সিরা আবেদন করতে পারবে না। এভাবে অন্যান্য পদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা নির্ধারণ করতে হবে। সর্বোচ্চ ২৫ বছর চাকরি পূর্ণ হলে অবসর যাবে। কোন ব্যক্তি জীবনে ২৫ বছরের বেশি সরকারি নির্বাহী বিভাগে চাকরি করতে পারবে না। অবসরের জন্য একটি স্কিমের মাধ্যমে আনুতোষিক পাবে, কিন্তু পেনশন প্রথা বন্ধ করতে হবে।

৩. বিচারব্যবস্থার বড় সমস্যা বিচারের দীর্ঘসূত্রতা। একই সম্পত্তি নিয়ে দেওয়ানি মামলা তিন প্রজন্ম পর্যন্ত চলে। বিচারব্যবস্থা কীভাবে গণমুখী ও জবাবদিহিতামূলক হবে, তা খুঁজে দেখতে হবে। নিু আদালতে বিচারক নিয়োগের ন্যূনতম বয়স ৪০ বছর হতে হবে। সমাজে বা রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে যারা সুনাম অর্জন করেছে, তাদের মধ্য থেকে বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু আইনে স্নাতক পাশ একটি রাষ্ট্রের বিচারক নিয়োগের যোগ্যতা হতে পারে না। বিচারক হওয়ার জন্য সামাজিক সুনাম ও অভিজ্ঞতার পরিপক্বতাও প্রয়োজন।

৪. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভূমিব্যবস্থাপনা বিভাগ, রাজস্ব আদায় বিভাগ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভাগ, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এবং শিক্ষা বিভাগের প্রতিটির কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করে সমাজ এবং জনগণের প্রয়োজনমাফিক পৃথক পৃথক এবং স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আয়োজন করতে হবে। তাদের চাকরি নিয়ন্ত্রণের বিধি-বিধান, অপরাধের শাস্তির বিধি-বিধানও স্বতন্ত্র করতে হবে।

৫. এ মুহূর্তে সবার আগে দরকার আগামী ছয় মাসের মধ্যে একই দিনে ২ বছর মেয়াদের জন্য ৫৫০ জনের সাংবিধানিক পরিষদ এবং রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা। অতঃপর ৩ বছর মেয়াদের জন্য একটি স্থানীয় সরকার নির্বাচন করা। অন্যথায় কোনো সংস্কার করা সম্ভব হবে না।

সব কথা একটি নিবন্ধে লিখে শেষ করা যাবে না। যা-ই হোক, আমার লেখা মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য, কোনো গোষ্ঠী বা ব্যবস্থাকে বিব্রত করার জন্য নয়। আমরা সবাই এ দেশের সন্তান। কাজেই দেশের সমাজ কাঠামো উন্নত হলে সবাই সুখী হবে। সামগ্রিক সুখ বা মোট সুখ পরিমাণ ও গুণে বৃদ্ধি পাবে। কাজেই আমাদের সংস্কারের লক্ষ্য হওয়া উচিত সমাজ কাঠামোকে উন্নত করা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর পরিবর্তে বৃহৎ সামাজিক পরিবেশ এবং পরিমণ্ডলের ক্ষমতা ও সম্মান বৃদ্ধি করা। সবাই মিলে যেন এ লক্ষ্যেই কাজ করি।

নবীগঞ্জে 'বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দাস গ্রন্থাগার'-এর উদ্যোগে কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

মতিয়ার চৌধুরীঃ হবিগেঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার মুক্তাহার গ্রামে 'বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দাস গ্রন্থাগারের উদ্যোগে কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) 'বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দাস গ্রন্থাগার'-মিলনায়তনে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংক পিএলসি সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের এজিএম শুভাশীষ চক্রবর্তী। গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি রত্নদীপ দাস রাজুর সভাপতিত্বে ও গ্রন্থাগার-এর পাঠক ফোরামের সভাপতি দেবাশীষ দাশ রতনের সঞ্চালনায় সম্বর্ধনা সভার শুরুতে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী, খ্যতিমান শিক্ষক ও বরেণ্য ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্র চন্দ্র দাস - স্মরনে একমিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিনারপুর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ তনুজ রায়, ইউসিবি ব্যাংক নবীগঞ্জ শাখার ম্যানেজার মোহিত ভট্টাচার্য্য, নবীগঞ্জ গণপাঠাগারের গ্রন্থাগারিক সুভাষ চন্দ্র দাশ, নবীগঞ্জ উপজেলা স্কুলের অধ্যক্ষ কাঞ্চন বণিক, আনন্দ নিকেতনের সাবেক সভাপতি প্রণব দেব, হোমল্যান্ড আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক আসাদ ইকবাল সুমন, নবীগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাবেক সহসভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক ও গীতিকার মুজিবুর রহমান। সম্বর্ধনা অনুষ্টানে অন্যান্যদের আলোচনায় অংশ নেন কুটিশ্বর দাশ স্মৃতি সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সুকান্ত দাশ, পল্লী চিকিৎসক রিন্টু দাশ, কাজল দাশ, পার্থ দাশ, গ্রন্থাগার কর্মী প্রান্ত দাশ, দীপ দাশ, শাওন দাশ প্রমুখ।

আলোচনা অনুষ্টানে বক্তারা বলেন আলোকিত মানুষ তৈরিতে গ্রন্থাগারের বিকল্প নেই। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমন সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার শুধু পাঠকের পাঠের চাহিদাই পূরণ করবে না, বইয়ের প্রতি পাঠককে মানসিকভাবে উজ্জীবিত করবে। আলোকিত মানুষ তৈরিতে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অপরিসীম। সবার উচিত এমন সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারে এসে নিজেদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করা। আজকের শিক্ষার্থীরা আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। তাই আজকের সম্বর্ধিত শিক্ষার্থীরা এর মাধ্যমে আরো অনুপাণিত হবে সেই সাথে নিজেদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে উচ্চ শিক্ষায় আরো মনযোগী হবে।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এলাকার এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৪ জন ও এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৭ জন মোট ৩১জন শিক্ষার্থীর হাতে অতিথিবৃন্দ সম্মাননা স্মারক ও উপহার সামগ্রী তুলে দেন।

গঠন হচ্ছে জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তর গঠন হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম। সোমবার (৬ জানুয়ারি) বিকেলে রেল ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান।

তথ্য উপদেষ্টা বলেন, ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যক্রম শুরু হবে। যার মাধ্যমে শহীদ পরিবার ও আহতদের সহায়তা করা হবে। এখন পর্যন্ত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসেবে ৮২৬ শহীদ ও আহত প্রায় ১১ হাজার। আগামী সপ্তাহে গেজেট প্রকাশ হবে। শহীদ পরিবার ও আহতদের ৬৩৭ কোটি ৮০ লাখ টাকা অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে পর্যায়ক্রমে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রতি শহীদ পরিবার ৩০ লাখ ও আহতরা ৫/৩/২ লাখ টাকা করে পাবেন। জানুয়ারি মাসে ২৩২ কোটি ৬০ লাখ টাকা দেওয়া হবে, যা আগামী সপ্তাহ থেকেই দেওয়া শুরু হবে।

তিনি বলেন, শহীদ পরিবারকে এ মাসে ১০ লাখ টাকা করে ৫ বছরের জন্য সঞ্চয়পত্র হিসেবে দেওয়া হবে। আগামী অর্থবছরের শুরুতে জুলাই মাসে বাকি ২০ লাখ টাকা দেওয়া হবে। এ ছাড়া মাসিক ভাতা আগামী অর্থ বছরের জুলাই থেকে দেওয়া হবে। পাবেন শহীদ পরিবার ও গুরুতর আহতরা। ২০০ জন গুরুতর আহত এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

তিনি আরও বলেন, স্বচ্ছতার সঙ্গে শহীদদের তালিকা করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়ারা ৩১ জানুয়ারির মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

তথ্য উপদেষ্টা বলেন, জুলাই ফাউন্ডেশন বেসরকারিভাবে পরিচালিত হবে। আর অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার ও আহতরা সরকারিভাবে যেকোনো সরকারের সময়েই যেন সুবিধা পান সেজন্য জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তর গঠন করা হচ্ছে। পরবর্তীতেও তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির সুযোগ থাকবে।

পদ্মাসেতু থেকে ৮৩৮.৫৬ কোটি টাকা টোল আদায়

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বিবিএ) ২০২৪ সালে পদ্মাসেতু থেকে সর্বোচ্চ ৮৩৮.৫৬ কোটি টাকা আয় করেছে। পদ্মা বহুমুখী সেতুর নির্বাহী প্রকৌশলী আবু সাদ নিলয় জানান, ৬৭ লাখ ৩৬ হাজার ৪৭৮টি যানবাহন থেকে এই টোল আদায় করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ২০২২ সালের ২৫ জুন যান চলাচলের জন্য ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতুটি খোলার পর থেকে বিবিএ ১ কোটি ৫৮ লাখ ৮ হাজার ৯৬৮টি যানবাহন থেকে মোট ২ হাজার ৬১ কোটি ৯৭ লাখ টাকা আয় করেছে।

বিবিএ এখন পর্যন্ত মেগা প্রকল্প নির্মাণের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ পরিশোধের জন্য ১০ কিস্তিতে ১ হাজার ৫৭৭ কোটি ১৬ লাখ টাকা অর্থ বিভাগকে পরিশোধ করেছে।

সেতু বিভাগ ২০২৩ সালের ৫ এপ্রিল রাজস্ব থেকে পদ্মাসেতু নির্মাণের জন্য নেয়া ঋণ পরিশোধ করা শুরু করে।

পদ্মা বহুমুখী সেতুর নির্বাহী প্রকৌশলী আবু সাদ নিলয় বলেন, আমরা সাধারণত সরকারকে প্রতি অর্থবছরে চারটি কিস্তি প্রদান করি এবং প্রতি কিস্তিতে ১৫৭ কোটি ৭১ কোটি টাকা দেয়া হয়।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুসারে, ২০২৪ সালের ১৪ জুন একদিনে সর্বোচ্চ টোল আদায় হয়েছিল ৪ কোটি ৮০ লাখ, যখন রেকর্ড সংখ্যক ৪৪ হাজার ৩৩টি যানবাহন সেতুটি অতিক্রম করেছিল।

বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য বহুপাক্ষিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন থেকে সরে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে সরকার নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে পদ্মাসেতু নির্মাণ করেছে। এই অর্থের মধ্যে সরকার ৩০০ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে এবং বাকি ২৯ হাজার ৮৯৩ কোটি টাকা এক শতাংশ সুদে ঋণ হিসেবে দেয়া হয়েছে বিবিএকে।

২০১৯ সালের ২৯ আগস্ট অর্থ বিভাগের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে, বিবিএ ৩৫ বছরের মধ্যে ১৪০টি কিস্তিতে এই ঋণ পরিশোধ করবে। পরিশোধের সময়সূচী অনুযায়ী, প্রতি অর্থবছরে সর্বনিম্ন ৬৩৪ কোটি টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১ হাজার ৪৭৫ কোটি টাকা দিতে হবে।

ভারতে গিয়ে হাসিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় তদন্ত কমিশন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ভারত সরকার যদি শেখ হাসিনাকে ফেরত না পাঠায় তবে দেশটির অনুমতি পেলে সেখানে গিয়ে শেখ হাসিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে পিলখানায় সংঘটিত বিডিআর হত্যাকান্ডের ঘটনা তদন্তে গঠিত 'জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশন'। কমিশন চায় সব পক্ষ যেন ন্যায়বিচার পায় এবং প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করা যায়। এটি কোনো বিদ্রোহ নয়, এটি কর্মকর্তাদের হত্যার ষড়যন্ত্র ছিল। গত সোমবার রাজধানীর রাওয়া ক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ কথা জানিয়েছেন কমিশনের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আ ল ম ফজলুর রহমান।

তিনি বলেন, আমরা দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়টিকে আগামী দুমাসের মধ্যেই শেষ করে ফেলতে চাই। একটি মাস রাখব, আমরা যাদেরকে সন্দেহ করি, বিশেষ করে ভারতে অবস্থান করা শেখ হাসিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এ ব্যাপারে ভারতীয় হাইকমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে শেখ হাসিনা এসে কথা বলবেন, কিংবা আমাদের টিম সেখানে গিয়ে তার সাক্ষাৎকার নেবে।

বিডিআর হত্যাকান্ডের শহীদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় উপলক্ষে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে তিনি আরো বলেন, দেশি-বিদেশিরা মিলে বিডিআর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, এ কথা শুধু বললেই হবে না। ভারত জড়িত, বললেই হবে না। এর সপক্ষে প্রমাণ হাজির করতে হবে। এ সময় ছোট-বড় সব প্রমাণ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে বলেও জানান তিনি। বিডিআর হত্যাকান্ড জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশন নিরপেক্ষ থাকবে, নিরপেক্ষ থেকেই সবার সহযোগিতা নিয়ে তদন্তকাজ চালানো হবে। বিগত ১৬ বছরে বিডিআর হত্যাকান্ডের বহু প্রমাণ নষ্ট হয়ে গেছে। এখন যা হওয়ার তা খোলামেলাভাবে হবে। বিডিআর হত্যাকান্ডের শিকার প্রতিটি শহীদ পরিবারের কাছে আমাদের সহযোগিতার আবেদন থাকবে। এ ঘটনায় যেসব কর্মকর্তা বেঁচে ফিরেছেন, নিগৃহীত হয়েছেন, চাকরিচ্যুত হয়েছেন, তাদের সঙ্গেও আমরা বসব, কথা বলব। ঘটনার ১৬ বছরের মাথায় এই কমিশন গঠন করা হলো। ইতোমধ্যে অনেক প্রমাণ নষ্ট হয়ে গেছে। তবু আমরা কোনো জিনিস গোপন রেখে কিছু করতে চাই না। যা হবে, খোলাখুলি হবে। গণমাধ্যমের মাধ্যমে সব বিষয় আমরা জাতিকে জানাব।

মতবিনিময় সভায় কমিশনপ্রধান বলেন, পদুয়ারৌমারী যুদ্ধে আমি ছিলাম কমান্ডার। সেই যুদ্ধে ভারত পরাজিত হয়েছে। এরপর সাড়ে চার বছর চাকরি থাকা সত্ত্বেও আমাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। কোন সরকার আমাকে চাকরিচ্যুত করেছিল, সেটি বলতে চাই না, আপনারা জানেন। কেন চাকরিচ্যুত করা হয়েছিল, সেটি আমরা জানার চেষ্টা করব। পদুয়ারৌমারী যুদ্ধে ভারতকে পরাজিত করায় যে সরকার আমাকে চাকরিচ্যুত করেছিল, সেটি কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার নয়। আওয়ামী লীগ সরকার আমাকে পদচ্যুত করে বিডিআরের মহাপরিচালক থেকে ১১ ডিভিশনের জিওসি করেছিল। সরকার পরিবর্তনের পর আমাকে চাকরিচ্যুত করা হয়। কাজেই তদন্তের বাইরে কেউ থাকবে না।

ফজলুর রহমান বলেন, সেদিন যত ষড়যন্ত্রই হোক, মনে করুন এর সঙ্গে তৎকালীন সরকার জড়িত, ভারত জড়িত, ওখানকার কিছু ষড়যন্ত্রকারী জড়িত, বাংলাদেশের কিছু রাজনীতিবিদ জড়িত সবই আমি বুঝলাম। কিন্তু সেদিন সেখানে সেনাবাহিনী গেলে কি হত্যাকান্ড হতো? হতো না। পলাশীর পুনরাবৃত্তি হয়েছে সেখানে। পলাশীর মাঠে যেভাবে সৈন্যরা দাঁড়িয়ে ছিল আর লর্ড ক্লাইভের বাহিনী স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছে, তার চেয়েও জঘন্য ও হৃদয়বিদারক ঘটনা ২০০৯ সালে বাংলাদেশে ঘটেছে। সেনাবাহিনী দাঁড়িয়ে ছিল আর দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা মিলে এই হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে।

সাবেক এই সেনা কর্মকর্তা আরো বলেন, আমি মনে করি না এটি বিডিআর বিদ্রোহ ছিল বা কোনো দাবির জন্য সৈনিকরা নির্মমভাবে সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করতে পারে। আমরা জানার চেষ্টা করছি, ওই সময়ে কার কখন বিডিআরে পদায়ন করা হয়েছিল। একজন কর্মকর্তা সাত দিন, ১০ দিন, ১৫ দিন বা এক মাস আগে গিয়ে কী এমন করতে পারে যে তাকে মেরে ফেলতে হবে। এটি কোনো বিদ্রোহ নয়, এটি কর্মকর্তাদের হত্যার ষড়যন্ত্র ছিল। এই হত্যাকান্ডের মাধ্যমে বিডিআরকে দুর্বল করা হয়েছে, তার নাম বদল করা হয়েছে। সেনাবাহিনী ও দেশকে দুর্বল করা হয়েছে। আমরা এমন সুপারিশ করতে চাই, যেন বাংলাদেশে কোনো দিন ২৫ ফেব্রুয়ারির মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

কমিশনপ্রধান আরো বলেন, বিজিবি সদর দফতরে আমরা কাজ শুরু করেছি। আমাদের কোনো নিরাপত্তা বা যানবাহন দেয়া হয়নি। তবে আমি আশ্বস্ত করতে চাই, এগুলো দেয়া না হলেও এই তদন্ত আমরা শেষ করে ছাড়ব। তদন্ত কমিশন বক্তব্যগুলো মূল্যায়ন করবে। সেখানে উঠিয়ে আনার চেষ্টা করব, কোথায় কাকে অথবা কোন দেশকে সাহায্য করা হয়েছে। আশা করি অল্প সময়ে আমরা জাতির সামনে এই তদন্ত প্রতিবেদন তুলে ধরতে পারব।

বিডিআর হত্যাকান্ডের দিনটিকে যেন সেনাহত্যা দিবস উপলক্ষে পালন করা হয়, সেই সুপরাশি করা হবে জানিয়ে কমিশনপ্রধান বলেন, হায়দার হোসেনের গান 'কতটুকু অশ্রু গড়ালে হৃদয় জলে সিক্ত?' গানটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীত হিসেবে ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি যেন বিডিআরের সব জায়গায় গাওয়া হয়, সেই সুপারিশও করা হবে। কোনো বিষয়কেই আমরা দৃষ্টির বাইরে রাখব না।

পিলখানা হত্যাকান্ড নিহত লে. কর্নেল লুৎফর রহমানের মেয়ে ফাবিয়া বুশরা বলেন, আর্মি অফিসার নামেই সবাইকে মেরে ফেলা হয়েছে। ১৬ বছর আগে ইসরাইলি বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে বিডিআর হত্যাকাণ্ড। নৃশংস বলতে যা বোঝানো হয়, তার কতটা বুঝতে পারবে কমিশন। আবেগ দিয়ে বিজনেস নয়, বিডিআর হত্যাকাণ্ড ন্যাশনাল নয়; বরং এটি একটি আন্তর্জাতিক ঘটনা। ১৬ বছর আগে ২০০৯ সালে ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল তৎকালীন বিডিআর সদর দফতর। দুই দিনে পিলখানায় নিহত হন ৫৭ সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জন। ভয়ঙ্কর নির্যাতনের শিকার হয়ে বেঁচে ফেরেন ৫৫ জন। এখনো বয়ে বেড়ানো দগদগে ক্ষত ক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ হয়ে চোখে-মুখে ফুটে ওঠে তাদের স্মৃতিচারণে। এত বছর পর ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে গঠন করা হয়েছে সাত সদস্যের স্বাধীন তদন্ত কমিশন। কমিশনের সঙ্গে শহীদ পরিবারের সদস্যদের মতবিনিময় সভায় উঠে আসে সেই সময়ের ভয়াবহ ও নির্মমতার কথা। সঠিক বিচার না হওয়ায় আক্ষেপ জানান স্বজন হারানো পরিবারের সদস্যরা। বিডিআর হত্যাকাণ্ডকে সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত দাবি করে শহীদ পরিবারের সন্তানরা জানান, সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে উন্মোচিত হোক প্রকৃত ঘটনা। বিচার হোক দোষীদের। এমন ভয়াবহ ঘটনা যেন আর কখনো এ দেশে না হয়।

শেখ হাসিনাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক, বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি)। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও জোরপূর্বক গুমের অভিযোগে দুটি মামলায় এই পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

প্রসিকিউশন এই ১১ জনকে গ্রেপ্তারের জন্য দুটি আবেদন করলে গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এই আদেশ দেন। ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেখ হাসিনাসহ অন্য আসামিদের গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।

লাইভ সাক্ষাৎকারে যা বললেন মেজর ডালিম

পোস্ট ডেস্ক : শরিফুল হক ডালিম। যিনি মেজর ডালিম নামেই বেশি পরিচিত। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন সাবেক কর্মকর্তা। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

রোববার দিবাগত রাতে প্রবাসী সাংবাদিক ইলিয়াস হোসেনের ইউটিউব চ্যানেলে লাইভ টকশোতে কথা বলেছেন দীর্ঘদিন আড়ালে থাকা মেজর শরিফুল হক ডালিম। 'বিশেষ লাইভে যুক্ত আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর ডালিম (বীর বিক্রম)' শিরোনামে লাইভে যুক্ত হন সাবেক এই সামরিক কর্মকর্তা।

টকশোতে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের নেপথ্যের ইতিহাস তুলে ধরেন বিদেশে নির্বাসিত আলোচিত এই সাবেক সামরিক কর্মকর্তা। তার চুম্বক অংশ তুলে ধরা হলো-

শুরুতে মেজর ডালিম বলেন, 'দেশবাসীকে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের ছাত্র-জনতাকে, ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে যারা আংশিক বিজয় অর্জন করেছেন তাদের আমি অভিনন্দন জানাই। সঙ্গে লাল ছালাম। বিপ্লব সমাজ বা যেকোনো রাষ্ট্রে একটি চলমান প্রক্রিয়া। সেই অর্থে তাদের বিজয় এখনও পুরোপুরিভাবে অর্জিত হয়নি। তার জন্য আরও সময় প্রয়োজন'।

২৪'এর গণঅভ্যুত্থানের নেপথ্যের নায়ক ছাত্র-জনতাকে পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, 'পুরোপুরি অর্জন করার পর তাদের এমন একটি অবস্থানে থাকতে হবে, যেখান থেকে তারা নীতি নির্ধারণ করতে পারবে। তাদের ইচ্ছা, চাহিদা ও প্রত্যাশার সঙ্গে জনগণের চাহিদার মিল রয়েছে। সেটা বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব কিন্তু তাদের।'

মেজর ডালিম বলেন, 'সম্প্রসারণবাদী-হিন্দুত্ববাদী ভারত যার কবজায় আমরা প্রায় চলে গিয়েছি। সেই অবস্থান থেকে ৭১'এর মতো আরেকটা স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। তা না হলে বিপ্লব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।'

তিনি বলেন, '১৯৭১ সালের মুক্তি সংগ্রামের আগে শেখ মুজিবের চরিত্র ছিল এক। তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের সংগ্রামে অবদান রেখেছেন। পাকিস্তান আর্মি যখন ২৫ ও ২৬ মার্চ রাতে নিরীহ বাঙালিদের ওপর গণহত্যা চালায়। যাতে লক্ষ লক্ষ, হাজার হাজার শিশু-নারী-পুরুষ প্রাণ হারালো কোনো কারণ ছাড়া। তারপর সেই অবস্থায় তথাকথিত নেতাদের কাউকে খুঁজে পাওয়া গেলো না। তারা তখন তাদের নিজেদের জীবন বাঁচিয়ে যার যার মতো জায়গায় চলে গেলেন। মুজিব স্বয়ং পাকিস্তান আর্মির কাছে ধরা দিলেন। তাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে পরিবারের ভরণপোষণ পাকিস্তানের হাতে তুলে দিয়ে পালিয়ে গেলেন।'

ডালিম বলেন, 'তখন দিকহারা-দিশেহারা মানুষ বুঝতে পারছিলো না তারা কী করবে। কোথায় যাবে, কীভাবে প্রাণ বাঁচাবে। সেই সময়ে চট্টগ্রাম থেকে ভেসে আসলো মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ডাক। আমি তখন পাকিস্তান আর্মিতে। সেই ডাকে দেশের মানুষ একটা আলো রশ্মি দেখলো। আমাদেরকে এইভাবে মরণের হাত থেকে বাঁচার জন্য যুদ্ধ করতে হবে। এরপর মুক্তিযুদ্ধের ডাকে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ গড়ে তুললো। আমরা আর বসে থাকলাম না। যাদের সাহস ছিল, দেশ প্রেম ছিল তারা সেই সংগ্রামে যোগ দিল।'

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যের কারণ জানতে চাইলে বিস্তারিত তুলে ধরেন মেজর ডালিম। তিনি বলেন, 'খুবই স্পর্শকাতর প্রশ্ন। নিজের বাদ্য নিজে বাজানো যায় না। প্রথম কথা, ১৫ই আগস্ট কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা না। এটার সূত্রপাত হয় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায়। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধটা কাদের ইন্টারেস্টে হচ্ছে? এটা কি আমাদের ইন্টারেস্টের জন্য হচ্ছে যে, আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করবো? নাকি অন্য কোনো উদ্দেশ্য কাজ করছে।'

এই বীর বিক্রম বলেন, 'যখন সাত দফাতে চুক্তি করে নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিনকে পারমিশন দেয়া হলো একটা প্রভিশনাল গভমেন্ট গঠন করার। সাতটা ক্লজ পড়ে সাইন করার পর নজরুল ইসলাম ফিট হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। এটা যে একটা দাসখত আমরা ক্রমান্বয়ে ভারতের একটা করদরাজ্য-অঙ্গরাজ্যে পরিণত হবো।'

মেজর ডালিম বলেন, 'শেখ মুজিবকে যখন ছাড়া হলো, তখন তো তিনি কিছুই জানতেন না। দেশ স্বাধীন হয়েছে, নাকি মুক্তিফৌজ বলে কিছু ছিল। হাজার হাজার মানুষ দেশ ছেড়েছে, প্রাণ হারিয়েছে সেসব কিছুই জানতেন না। তাকে যখন ছেড়ে দেয়া হলো ইন্দিরাগান্ধীকে ফোন করে মুজিব বললেন-আমি দেশে ফিরে যাচ্ছি। যাওয়ার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। তখন গান্ধী বললেন, আপনি না ফোন করলে আমিই আপনাকে ফোন করতাম। আপনি নয়াদিল্লি হয়ে ঢাকায় যাবেন। মুজিব সেটাই করলেন, লন্ডন হয়ে নয়াদিল্লি গেলেন।'

দেশে ফিরলেন মুজিব। তার ক্ষমতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'মুজিবকে দিয়ে রক্ষীবাহিনী তৈরি করলো ভারত। বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীকে দুর্বল করে নামে মাত্র সেনাবাহিনী রাখবে। মুজিব কায়েম করলেন একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক, একনায়কতান্ত্রিক বাকশাল। তিনি চিন্তা করলেন নিজেকে আজীবন রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা দেবেন। এই বাকশালের সদস্য সবাই। সেই বাকশাল করার পর মুজিবের শক্তি বেড়ে গেলো। তার নিষ্ঠুরতা এমন অসহনীয় পর্যায়ে চলে গেলো যে মানুষ একদিন মুজিবের জন্য দোয়া করেছিল-এই মুজিব আমাদের চোখের মনি। আমাদের বাঁচাবে সেই মুজিবের জন্য মানুষ আল্লাহর কাছে দোয়া চাচ্ছিলো আমাদের মুজিবের হাত থেকে বাঁচাও, আমরা মরে যাচ্ছি।'

টকশোতে মেজর ডালিম বলেন, 'মুজিব তো মারা যায়নি, মুজিব একটি সেনা অভ্যুত্থানে নিহত হয়েছেন। সেনা অভ্যুত্থান তো আর খালি হাতে মার্বেল খেলা না। ওখানে দুই পক্ষ থেকেই গোলাগুলি হয় এবং হতাহত হয় দুইপক্ষেই। যেমন মুজিবের পক্ষের কিছু লোক মারা গেলো, সেভাবে সেনাঅভ্যুত্থানকারী বিপ্লবীদের পক্ষ থেকেও কিছু লোক প্রাণ হারায়। এটাই বাস্তবতা। কিন্তু বিপ্লবীরা বিজয়ী হয়ে গেল, তারা ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নিলো।'

তিনি বলেন, 'মুজিবের মৃত্যু ও বাকশাল পতনের খবর জানার পর শহর, বন্দর ও গ্রামের লাখ লাখ মানুষ আনন্দ মিছিল বের করলো। যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা বা দলগুলো আন্ডারগ্রাউন্ড ছিল তারাও জনসমর্থন নিয়ে রাস্তায় চলে আসে। এভাবেই জনস্বীকৃতি পেয়েছিল ১৫ই আগস্টের বৈপ্লবিক সামরিক অভ্যুত্থান।'

জাতীয় সঙ্গীত ইস্যুতে মেজর ডালিম বলেন, 'বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের না হয়ে কাজী নজরুল ইসলাম বা অন্যান্য স্বনামধন্য দেশীয় কবিদের গান হতে পারত'। ভিনদেশী একজন কবির গানকে জাতীয় সঙ্গীত বানানোকে পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল বলে মন্তব্য করেন তিনি।

শেখ মুজিবের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে মেজর ডালিম বলেন, 'আমার বইতে পরিস্কার লেখা আছে মুজিব পরিবারের সাথে আমার কী সম্পর্ক ছিল। সেটা ব্যক্তিগত বা পারিবারিকভাবে। আমরা কিন্তু তার সঙ্গে বিট্রে করিনি। আমাদের যখন চাকরি থেকে বের করে দিলেন, আমরা মেনে নিলাম। তিনি নিজে রাখলেন আমাকে আর নুরকে।

শেখ মুজিবকে জাতির পিতা প্রসঙ্গে মেজর ডালিম বলেন, 'আমি একজন মুসলমান হিসাবে কাউকে জাতির পিতা, জাতির মাতা, জাতির ভাতিজা এগুলো আমি মানি না। এগুলো সঠিক বয়ান নয়।'

এ সময় মেজর ডালিমের স্ত্রীর অপহরণ প্রসঙ্গে ইলিয়াসের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'এটা একটা মজার ঘটনা। আমার বইতে লেখা আছে যদিও। আমার এক খালাতো বোন। তার নাম পারভিনা। তার বিয়ে ঠিক করেছিলাম আমি আর

নিম্নি কর্নেল অলিউল্লার সঙ্গে। যে আমাদের চেয়ে জুনিয়র। বিয়ে ও অনুষ্ঠান হবে লেডিস ক্লাবে। দু'পক্ষই আমাদের পরিচিত। তখন আমরা কী করলাম, সমস্ত এরেঞ্জমেন্টের দায়িত্ব আমাদের উপর এলো। এতো মানুষের সঙ্গে যে পরিচিত, তো কাকে রাখি আর কাকে বাদ দিই। দুই তরফে দুই থেকে তিন হাজারের মতো লোক ইনভাইট করা হলো। চলছে বিয়ের আসর। তখন আমার একমাত্র শালা যার নাম বাপ্পি। সে ম্যাগগিল ইউনিভার্সিটিতে পড়ত। ছুটিতে আসছে দেশে। হি ওয়াজ অলসো প্রেজেন্ট ইন দি সিরিমনি। আমি আর নিম্নি তো দুই পক্ষের হোস্ট বলা যায়। সবার দেখাশোনা করছি। বাপ্পি বসে আছে ছেলেদের যেখানে বসার জায়গা সেখানে। তখন লম্বা চুলের একটা ফ্যাশান ছিল আরকি। সে অন্যান্য গেস্টদের সঙ্গে বসে ছিল। তার পেছনের রো তে গাজী গোলাম মোস্তফা, হিজ ওয়াইফ ওয়াজ অলসো ইনভাইটেড ইন দ্য ফাংশন ফ্রম দি আদার সাইড। নট ফ্রম আওয়ার সাইড। মানে ছেলে পক্ষের। গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলেরা ও সাঙ্গপাঙ্গরা পেছনের সিটে বসা। তাদের মধ্যে একটা ছেলে বাপ্পির চুল টান দিল পেছন দিক থেকে। বাপ্পি ভদ্র মানুষ, বিদেশে থাকে, বিদেশে বড় হয়েছে, সে কিছু বলে নাই। আবার ওরা চুল টান দিল। দ্বিতীয়বার টান দেয়ার পরে বাপ্পি পেছনে তাকিয়ে দেখলো যে একটা ছেলে। তারপর সে বলল, তুমি চুল টান দিয়েছে? বলল হ্যাঁ, বলল, কেন? বলল আমরা দেখছিলাম এতো সুন্দর চুল। এটা কি পরচুলা না আসল? আচ্ছা চিন্তা করো যে, সে তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, আর এই পুচকে ছেলে তখন যে স্কুলেও পড়েনা বা স্কুলে সিক্স-সেভেনে পড়ে মনে হয়। তখন বাপ্পি বলে, বেয়াদব ছেলে। তুমি আর এখানে বসবে না। অন্য কোথাও গিয়ে বসো। ওরা বেরিয়ে চলে গেল। আমরা কিছুই জানি না। আমি আর নিম্নি এতই ব্যস্ত, দুই পক্ষের দেখাশোনা, খাওয়া-দাওয়া চলছে। হঠাৎ দেখলাম রেডক্রসের দুটো মাইক্রোবাস। আর একটা সবুজ রঙয়ের গাড়ি। গাড়ি আগে ও পেছনে দুই মাইক্রোবাস আসলো, থামলো। দুইটা মাইক্রোবাস থেকে প্রায় ৮ জন সাদা পোশাকপরা লোক নামলো। আর প্রথম গাড়ি থেকে নামলো গাজী গোলাম মোস্তফা। তার স্ত্রী কিন্তু উপস্থিত মেয়ে মহলে। উনি গাড়ি থেকে নেমেই চিৎকার করতে শুরু করলেন মেজর ডালিম কোথায়? মেজর ডালিম কোথায়? বহুত বাড় বাড়ছে। আর সহ্য করা যায় না। আমি অবাক হয়ে গেলাম এরকম চিৎকার করছে কে? একজন ছেলে আসলো। এসে বলল, আপনাকে খোঁজ করছে গাজী গোলাম মস্তফা, চিৎকার করছে। তার সাথে আট দশজন স্টেনগানধারী লোক আছে। মাইন্ড ইউ, তখন কিন্তু আর্মি ওয়াজ ডেপ্লোয়েড ইন দ্য হোল কান্ট্রি টু রিকোভার ইলিগ্যাল আর্মস। আর ঢাকা হেডকোয়ার্টার্স ছিল রেসকর্স। আমরাও সেই অপারেশনে যুক্ত ছিলাম। যাইহোক, আমি বাইরে আসলাম। আমি গোলাম মোস্তফার সামনা-সামনি বারান্দাতে। বললাম, আমিই মেজর ডালিম। আপনি আসুন, বেগম সাহেবাতো আছেন ভেতরে, আপনি আসুন। বর-বধূকে দোয়া করে যান।

তিনি বললেন, হারামজাদা বাড় বাড়ছে আর্মির, আজকে আমি উচিত শিক্ষা দেব। আমি দেখলাম আমার চারদিকে স্টেইনগান ঠেকালো প্রায় চার-পাঁচজন মানুষ। আর চার-পাঁচজন দাঁড়িয়ে। আমি বললাম, এটা কি? আমি একজন ...(অস্পষ্ট) মানুষ। আমার স্কট আছে ওখানে প্রায় চার পাঁচজন। ওয়্যারলেস আছে। আই ক্যান কল এনিওয়ান এনিটাইম ... একি অবস্থা। এরকম বিয়ের মধ্যে হুলস্থুল কাণ্ড। বললাম, দেখেন কিছুই হয়নি। ব্যাপার কি? আপনি এতটা উত্তেজিত কেন। বললেন, ওঠ! এই উঠা মাইক্রোতে। আমাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে মাইক্রোতে। বললাম, ব্যাপার কি? এটাতো একটা বিয়ে বাড়ি। একটা মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। আর আপনি আমাকে বলছেন- উঠ। আমার কাপড়-চোপড় ধরে টেনে চার-পাঁচজন মিলে আমাকে উঠালো। খবর চলে গেল অন্দরমহলে। নিম্নি আর আমার শাশুড়ি, আমার খালা শাশুড়ি মানে কন্যার মা। উনি বেরিয়ে আসলেন। বললেন, কী ব্যাপার! তারা দেখেন যে আমাকে এরকম আমাকে ঠেলাঠেলি করে উঠানো হচ্ছে মাইক্রোবাসে। আমি মাইক্রোবাসে উঠালাম। উঠে দেখি চুল্লু আর আলম নামে দুইজন... ওদেরকেও মারতে মারতে রক্ত বের করে ফেলেছে। মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। আহত অবস্থায় তারাও মাইক্রোবাসে। তখন আমার খালাম্মা গাজীকে বললেন, গাজী সাহেব আপনি কী করছেন! আমার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। তারা বরপক্ষেরও আবার কন্যা পক্ষেরও। হয়েছে কি? ওরাতো ব্যস্ত। বলে কী আমি ওদেরকে উচিত শিক্ষা দেব। তখন আমার স্ত্রী বলল যে, তাকে (আমাকে) একা নিয়ে যেতে পারবেন না। আপনি আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যান। ঠিক আছে চল। ওরেও ধাক্কা দিয়ে উঠায় দিল মাইক্রোবাসে। তখন আমার খালা বললেন, গাজী সাহেব আপনি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছেন। যেখানে আপনি নিয়ে যেতে চান আমিও যাব সঙ্গে।

গাজী তখন ঢাকা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন কি-না এমন প্রশ্নের জবাবে মেজর ডালিম বলেন, 'তখন আওয়ামী লীগের সভাপতি নয়, হি ওয়াজ অলসো দি চেয়ারম্যান অব দ্য রেডক্রস।'

মেজর ডালিম বলেন, 'তখন ঢাকা শহরে গাজী হলো মুজিবের সবচেয়ে বড় লাঠিয়াল সরদার। অশিক্ষিত মুর্খ মানুষ সাধারণত রেডক্রসের চেয়ারম্যান হয় না। কিন্তু ওকে বানানো হয়, যাতে লুট ও রিলিফের মাল চুরি করতে সুবিধা হয়। যাইহোক, সেটা অন্য ব্যাপার। তারপর আমাদেরকে নিয়ে উনি গাড়ি ঘুরিয়ে চললেন প্রথম ফার্মগেটে দিকে। ফার্মগেট দিয়ে ভেতরে ঢুকার পরে আমি দেখলাম যে, আরে সর্বনাশ কোথায় যাচ্ছে রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পে নাকি! তখন চিন্তা করছি কী করি। এর মধ্যে আমার খালা আর নিম্নি নিজেদের শাড়ি ছিড়ে চুল্লু আর আলমকে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে, যেখানে যেখানে ক্ষত। আমি হঠাত বললাম, গাড়ি থামাও ড্রাইভার। ইন দি মেইনটাইম স্বপন ও বাপ্পি ওরা কিছু গেস্টকে বাড়ি পৌছে দেয়ার জন্য বোধহয় নিয়ে গিয়েছিল গাড়িতে করে বা গাড়ি আসছিল, না হয় দেরি হয়েছিল এমন কিছু। তো আমি বললাম গাড়ি থামা। ড্রাইভার গাড়ি থামায় দিল। আমার গাড়িতে প্রায় চারজন স্টেইনগানধারী লোক। তাদের একজনকে বললাম যে, গাড়িতে যিনি বসে আছে গোলাম মোস্তফা গাজী, নেমে এখানে আসতে। তারপর সেই লোকটা স্টেইনগান নিচে নামালো এবং গাজীর কাছে গেলো। গাজীও তখন থেমে গেলো। তখন মনে হলো ওরা তাকে বলছে-আপনাকে ডাকছে। তারপর গাজী আমাদের মাইক্রোবাসে আসলো। তখন আমি গাজীকে বললাম, গাজী সাহেব আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন জানি না। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, আপনি আমাদেরকে রেডক্রসের মাইক্রোবাসে নিয়ে আসলেন হাজার হাজার মানুষ যারা উপস্থিত ছিলো তারা দেখলো। আমাদের সঙ্গে যাই করেন আপনি কিন্তু পার পাবেন না। এটা শোনার পর গাজী ঘাবড়ে গেলো।

আমি বললাম, গাজী সাহেব আমি আপনাকে একটা পরামর্শ দিই। ... আপনি আগে পারমিশন নেন, না হলে বাঁচতে পারবেন না। এরমধ্যে আমার ছোটভাই স্বপন (বীর বিক্রম) লেডিস ক্লাবে ফেরত আসছে। ওরা ঘটনা শুনেই ওখান থেকে স্বপন সোজা চলে গেলো ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। সেখানে বলল, বিয়ে বাড়ি থেকে কিডন্যাপ করেছে। এই বিয়েতে কিন্তু জিয়াউর রহমান, শফিউর ও খালেদ মোশারফসহ সবাই উপস্থিত ছিলেন। এই খবর পাওয়ার পর সিইও অব দ্য এমপি ইউনিট সবখানে জানিয়ে দিলো। এরপর অফিসাররা যে যেভাবে সবাই ঢাকা শহরে বের হয়ে আসলো। তারা খুঁজতে লাগলো আমাদের অ্যাবডাকডেটড অফিসারের ওয়াইফ কোথায়। একদল অফিসারকে গাজীর বাড়িতে পাঠানো হলো। সেখানে যারা ছিলো তাদের সবাইকে বন্দী করা হলো।

মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদ ও দুই লাখ নারীর সম্ভ্রম হারানোর বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মেজর ডালিম বলেন, 'এই ৩০ লাখ কথাটা জন্ম নিলো কীভাবে সেটার ইতিহাস আমার বইয়ের মধ্যে লেখা আছে। মুজিব যখন লন্ডন ও ইন্ডিয়া হয়ে বাংলাদেশে আসবেন, তখন লন্ডনে উনি কয়েক ঘণ্টা যাত্রা বিরতি করেছিলেন। এগুলো অর্গানাইজড করেছিল পাকিস্তান সরকার। তখন তার সঙ্গে দেখা করতে যায় বিবিসির বাংলা বিভাগের হেড সিরাজ ভাই। আর বাংলাদেশের মিশনের ইনচার্জ রেজাউল করিম। তিনি ফরেন মিনিস্ট্রি অফিসার যার সাথে আমিও চাকরি করছি কিছুদিন। জানাশোনা আছে। এই দুজন মুজিবুর রহমানের কাছে যায়। তখন মুজিব তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন। এটা সিরাজ ভাই আমাকে নিজেই বলেছেন। সিরাজ ভাইয়ের আমার একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল আগে থেকেই। যখন আমি ছাত্রজীবনে ছিলাম। তখন উনি বাংলা বিভাগের ইনচার্জ। ডেভিড ফ্রস্ট আসছেন মুজিবের ইন্টারভিউ নেয়ার জন্য। মুজিব তখন সিরাজ ভাই আর রেজাউল করিম সাহেবকে আলাদা ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, সত্যিই কি বাংলাদেশ স্বাধীন হইছে? নাকি আমাকে কোথাও নিয়ে মেরে ফেলার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে? তখন সিরাজ ভাই বললেন, মুজিব ভাই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আপনি যাচ্ছেন এজ আ প্রাইম মিনিস্টার অব বাংলাদেশ। কিন্তু আপনি ইন্ডিয়া হয়ে যাচ্ছেন কেন? সেটা আমরা বলতে পারবো না। এটা আপনার সিদ্ধান্ত। তখন জিজ্ঞাসা করলো (ইন্টার্ভিউ নেবে) ক্ষয়ক্ষতি কত? বলে যে, সবকিছু মিলে তিন লাখের মতো। তিন লক্ষ। তখন তিন লক্ষরে .. সিরাজ ভাই পরে আমাকে বলছেন, আমি কোনোদিন ভাবতে পারিনাই যে মুজিব ভাই ইংরেজিতে ডেভিড ফ্রস্টের সঙ্গে কথা বলবেন। জানিতো বাংলায়ই বলবেন। যখন ইন্টারভিউটা নিতে আসলো, ডেভিড ফ্রস্ট আস্ক দিস কোশ্চেন হোয়াট ডু ইউ থিংক দ্য লস্ট অব লাইভস ইন দিস সো কল্ড ফ্রিডম্? মুজিব বললেন থ্রি মিলিয়ন। তিন লাখকে বানিয়ে ফেললেন থ্রি মিলিয়ন। ওইখান থেকে যে রেকর্ড বাজা শুরু হইলো তা চলতেই আছে চলতেই আছে।

কানাডার প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ

পোস্ট ডেস্ক : পদত্যাগ করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। সোমবার তিনি প্রায় এক দশক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর ক্ষমতাসীন লিবারেল পার্টির নেতা হিসেবে পদত্যাগ করেন। দলীয় প্রধানের পদ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর পদও চলে গেছে তার। তবে অটোয়াতে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন, দল একজন নতুন নেতা নির্বাচন না করা পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাবেন। তিনি সংবাদ সম্মেলনে বলেন, দেশ একজন নতুন নেতা দাবি করে। একই সঙ্গে আগামী ২৪শে মার্চ পর্যন্ত পার্লামেন্ট স্থগিত করার ঘোষণা দেন তিনি।

উল্লেখ্য, নিজের দলের ভিতরে এবং সর্বমহল থেকে পদত্যাগের জন্য ক্রমবর্ধমান চাপ ছিল ট্রুডোর ওপর। এখন দলটির নেতা কে হবেন তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত তার উত্তরসুরি হিসেবে দেখা হচ্ছে সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা মার্ক কারনিকে।

ওদিকে কনজার্ভেটিভ দলের নেতা পিয়েরে পোইলিভরে এক বিবৃতিতে বলেছেন, ট্রুডোর পদত্যাগের ঘোষণায় কোনো কিছুই পরিবর্তন হয়নি। তিনি এক্সে লিখেছেন, ট্রুডো ৯ বছর ধরে যা করেছেন তার সবটাই সমর্থন করেছেন লেবার দলের প্রতিটি এমপি এবং নেতা। এখন তারা লিবারেল পার্টিতে নতুন একটি মুখ এনে কানাডিয়ান ভোটারদের সঙ্গে ছল করার চেষ্টা করতে চাইছে এবং আরও চার বছর ক্ষমতায় থাকতে চাইছে ট্রুডোর মতো। ওদিকে বিবিসির দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক

প্রতিনিধি সামিরা হোসেন বলছেন, ভারতীয় টেলিভিশন চ্যানেলগুলো জাস্টিন ট্রুডোর পদত্যাগের খবর রুদ্ধশ্বাসে কভার করছে। শীর্ষ স্থানীয় সংবাদ বিষয়ক সাইটগুলোর প্রথম পৃষ্ঠায় দেখানো হয়েছে যে ট্রুডোর রাজনৈতিক মৃত্যু হয়েছে। এর কারণ, তার সময়ে ভারত ও কানাডার মধ্যকার সম্পর্ক সব সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে গেছে। কারণ, শিখ নেতা হরদিপ সিং নিজার হত্যাকাণ্ডে ভারতীয় এজেন্টদের দায়ী করে অভিযোগ করেছেন স্বয়ং জাস্টিন ট্রুডো। এ নিয়ে দুই দেশের কূটনীতিতে চরম উত্তেজনা দেখা দেয়। এমনকি কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন পর্যন্ত হয়ে যায়। ভারত নিজার হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করে। ভারত বিশ্বাস করে, কানাডায় বসবাসকারী বিপুল পরিমাণ শিখ জনগোষ্ঠীর সহানুভূতি পাওয়ার জন্য তিনি এমন অভিযোগ করেছেন। ফলে তার রাজনৈতিক পরাজয়কে সরকার স্বাগত জানিয়েছে। ভারত সরকার মনে করছে কানাডায় একজন নতুন প্রধানমন্ত্রীর অধীনে দুই দেশের সম্পর্ক উন্নত হবে।

তৃতীয় পারমাণবিক যুগে প্রবেশ করছে বিশ্ব!

পোস্ট ডেস্ক : ২০২৫ সাল। নতুন বছর। কিন্তু বিশ্ব ক্রমশ তৃতীয় পারমাণবিক যুগের দিকে ধাবিত হচ্ছে। অধিক পরিমাণের পারমাণবিক অস্ত্র, অধিক পরিমাণে পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশের হাতে থাকবে এসব অস্ত্র। অস্ত্রশস্ত্রের কোনো সীমা নাও থাকতে পারে। পারমাণবিক প্রথম যুগটি ছিল যথেষ্ট ভয়াবহ। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন একে অন্যকে হাজার হাজার যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে মোকাবিলা করেছে। শীতল যুদ্ধের পরে দ্বিতীয় পারমাণবিক যুগ ছিল অপেক্ষাকৃত শান্ত। নাটকীয়ভাবে কমে গিয়েছিল পারমাণবিক অস্ত্রের মজুদ। তবে এ সময়ে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করেছে ভারত, পাকিস্তান ও উত্তর কোরিয়া। পারমাণবিক অস্ত্রের তৃতীয় যুগটি হতে পারে আরেকটি শীতল যুদ্ধের মধ্যে। এ সময়ে অধিক পরিমাণে বিশৃংখল পরিস্থিতি এবং আরও শত্রুতা বাড়তে পারে। ২০২২ সালে ইউক্রেনে সর্বাত্মক আগ্রাসন চালায় রাশিয়া। সেখানে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এর মধ্য দিয়ে নতুন পারমাণবিক যুগের একটি মাইলফলক হয়ে আছে রাশিয়া। চীনের প্রেসিডেন্টও তাদের পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ বিষয়ে ২০২১ সাল থেকে সতর্ক করে আসছে পেন্টাগন। কিভাবে এসব হুমকির জবাব দেয়া হবে সে বিষয়ে যখন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প সিদ্ধান্ত নেবেন, তখন ২০২৫ সালে সম্ভবত আরও একটি উত্তেজনাকর অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। পারমাণবিক অস্ত্র সীমিত করার জন্য অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ বিষয়ক শেষ চুক্তিটির 'নিউ স্টার্ট' মেয়াদ শেষ হবে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে। এরপর রাশিয়ার সঙ্গে এ বিষয়ে চুক্তি নিয়ে কোনো কাজ কি

যুক্তরাষ্ট্রের করা উচিত? নিউ স্টার্ট চুক্তির অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিধান এরই মধ্যে স্থগিত করেছে রাশিয়া। এর প্রেক্ষিতে নতুন করে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তির আশা খুব সামান্যই থাকে। এক্ষেত্রে চীনকে মানতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। একই সঙ্গে এ বিষয়ে তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংলাপই বন্ধ করে দিয়েছে। কয়েক দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো, পারমাণবিক অস্ত্রের মজুদ সম্ভবত কোনো আনুষ্ঠানিক সীমা দিয়ে আটকানো হবে না।

পুরনো দ্বিশক্তি বিশিষ্ট পারমাণবিক প্রতিযোগিতা আরও জটিল আকার ধারণ করবে। তা পরিণত হবে ত্রিপক্ষীয় প্রতিযোগিতায়। এক্ষেত্রে রাশিয়া ও চীন খুব নিবিড়ভাবে একসঙ্গে কাজ করবে। একেতো পারমাণবিক অস্ত্রধার উত্তর কোরিয়া এবং সন্দেহ করা হয় যে ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতে সক্ষম- এই দুটি দেশ আরো ঘনিষ্ঠ হচ্ছে রাশিয়া ও চীনের। ট্রাম্পের অধীনে যদি দেখা যায় তারা পারমাণবিক অস্ত্রের বিষয়ে বাধা দিচ্ছে না, তখন অন্য দেশগুলোও পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হতে চাইবে। সৌদি আরব তো ঘোষণাই দিয়েছে যে, ইরান যদি পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হয় তাহলে তারাও পারমাণবিক অস্ত্রের মালিক হবে। নিজেদের মতো করে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির বিষয়ে সম্প্রতি বিতর্ক হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ায়। অন্যদিকে ইউক্রেনও ঘোষণা দিয়েছে তারা ন্যাটোতে যোগ দিতে না পারলে তারাও পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হবে। যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া প্রত্যেকের কাছে কমপক্ষে ৫০০০ করে পারমাণবিক অস্ত্র আছে। উভয় দেশই দাবি করে তারা নিউ স্টার্ট চুক্তির সীমাবদ্ধতাকে মেনে চলে। কৌশলগত এবং দূরপাল্লার বিষয় এর মধ্যে অন্যতম। উভয়েই ১৫৫০টি কৌশলগত অত্যাধুনিক অস্ত্র এবং ৭০০ লঞ্চার- যেমন আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, সাবমেরিন চালিত ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং দূরপাল্লার বোম্বার মোতায়েন করতে অনুমতিপ্রাপ্ত। অন্যদিকে ছোটখাট 'ট্যাকটিক্যাল' পারমাণবিক অস্ত্র ও বিভিন্ন রকম অস্ত্রের মজুদের বিষয়ে কোনো বিধিনিষেধ নেই। পেন্টাগনের প্রক্ষেপণে বলা হয়েছে, বর্তমানে চীনের কাছে আছে ৫০০ যুদ্ধাস্ত্র। তা ২০৩০ সালের মধ্যে এক হাজারের বেশি হতে পারে। ২০৩৫ সালের মধ্যে তা হতে পারে ১৫০০। অন্যদিকে বৃটেন, ফ্রান্স, চীন, পাকিস্তান, ইসরাইল এবং উত্তর কোরিয়ার কাছে আছে আরও ছোটখাট অস্ত্রশস্ত্র। এমন বাড়বাড়ন্ত সময়ে ডনাল্ড ট্রাম্পের কাছেও পারমাণবিক বাটন পছন্দের হতে পারে। তিনিও পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েনের উদ্যোগ নিতে পারেন। এর মধ্যে থাকতে পারে আধুনিক বোম্বার, সহ সাবমেরিন চালিত ক্ষেপণাস্ত্র, প্রভৃতি। কর্মকর্তারা এসব নিয়ে পরিকল্পনা করছেন। এসব অস্ত্রের আপলোড করতে দ্রুতই সক্ষম হবেন এমন অনুমতি তাড়াতাড়ি নতুন প্রেসিডেন্টের কাছে চাইতে পারে পেন্টাগন।

অপরাধী হিসেবেই প্রেসিডেন্ট হবেন ট্রাম্প?

পোস্ট ডেস্ক : নব নির্বাচিত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাজা স্থগিতের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন নিউইয়র্কের ম্যানহাটন আদালতের বিচারক জুয়ান মেরচান। তিনি সেই বিচারক যিনি এই বসন্তে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অপরাধমূলক মামলার বিচার পরিচালনা করেছিলেন।

গত শুক্রবারের সাজা স্থগিতে ট্রাম্পের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি। এরফলে সাজা কার্যকর হওয়ার আগে শেষ মুহূর্তের আপিল লড়াই শুরু হতে যাচ্ছে। ট্রাম্প এখনো আপিল আদালতের সহায়তা চাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন।

তার আইনজীবীরা দাবি করছেন, স্থানীয় সময় সোমবার এক রায়ে বিচারক জুয়ান মেরচান ট্রাম্পের প্রেসিডেনশিয়াল ইমিউনিটির দাবি এবং তার মামলার দোষী রায় উভয়কেই ভুলভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আদালত বিবাদীর যুক্তিগুলো পর্যালোচনা করেছে এবং দেখতে পেয়েছে যে সেগুলো মূলত তার পূর্বে উপস্থাপিত যুক্তিগুলোর পুনরাবৃত্তি।

গত মে মাসে নিউইয়র্কের একটি জুরি ট্রাম্পকে ৩৪টি অপরাধমূলক অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেন। অভিযোগগুলো ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে প্রাপ্তবয়স্ক চলচ্চিত্র অভিনেত্রী স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে নীরব থাকতে দেওয়া অর্থ প্রদানের সঙ্গে সম্পর্কিত। ট্রাম্প এই সম্পর্কের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

বিচারক মেরচান সাজা কার্যকর করার তারিখ নির্বাচনের পরে নির্ধারণে ট্রাম্পের অনুরোধ মঞ্জুর করেছিলেন। তবে গত শুক্রবার সাজা কার্যকর করার নতুন তারিখ নির্ধারণ করেন। তিনি ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট-নির্বাচিত হিসেবে ইমিউনিটি দাবি এবং মামলাটি বাতিল করার প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করেন।

যদিও বিচারক মেরচান কারাদণ্ড বা শাস্তি না দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবুও সাজা কার্যকর থাকলে ট্রাম্প মার্কিন ইতিহাসে প্রথম অপরাধী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

ট্রাম্পের আইনজীবীরা সাজা স্থগিত করার দাবি জানিয়েছেন এবং সোমবার প্রথম আপিল দায়ের করেছেন। ম্যানহাটনের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অ্যালভিন ব্র্যাগের অফিস এই প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার পক্ষে যুক্তি দিয়েছে।

প্রসিকিউটররা বলেন, এই মামলার সাজা কার্যকর হলে প্রেসিডেন্ট-নির্বাচিত ট্রাম্পের দায়িত্ব পালনে কোনো বিঘ্ন ঘটবে না।

আইন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে ট্রাম্প দায়িত্ব গ্রহণের পরে এই প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না।

এক বছরে ভূমধ্যসাগরে প্রাণ হারিয়েছেন ২২০০ অভিবাসী

পোস্ট ডেস্ক : অবৈধ উপায়ে ইউরোপে যাওয়ার পথে ২০২৪ সালে ভূমধ্যসাগরে প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে ২২০০ মানুষ। এক বিবৃতি'তে এ সংখ্যা নিশ্চিত করেছেন ইউনিসেফের ইউরোপ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক আঞ্চলিক পরিচালক রেজিনা ডি ডমিনিসিস। নতুন বছরের প্রাক্কালে লিবিয়ার উপকূল থেকে ২০ মাইল দূরে ২০ জন যাত্রী নিয়ে নিখোঁজ হয় একটি বোট। তীব্র ঢেউ উপেক্ষা করে আট বছরের সিরিয়ান বালকসহ সাত ব্যক্তি জীবিত ফিরে আসেন ওই দুর্ঘটনা থেকে। ইতালির পুলিশের হাতে আটক হওয়ার পূর্বে তারা ল্যাম্পেদুসা দ্বীপে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। ৬ মিটার লম্বা ওই বোট সোমবার রাত দশটার দিকে লিবিয়ার জুয়ারা ত্যাগ করে। এর পাঁচ ঘণ্টা পর নৌকাটি'তে পানি ওঠা শুরু করে। যাতে আতঙ্কিত হয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন বোটে থাকা ২০জন যাত্রী। দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যাওয়া ছয়জন প্রাপ্তবয়স্ক যাত্রী এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সোমবার ইউরোপ যাওয়ার পথে আরেকটি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় পাঁচ বছরের শিশুসহ দুইজন। উত্তর তিউনিশিয়ার উপকূল রেখার কাছে বোট ভেঙ্গে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। ডিসেম্বরে ল্যাম্পেদুসা থেকে উদ্ধার করা হয় এগার বছর বয়সী এক শিশুকে। সাধারণ লাইফ জ্যাকেট পরে দুটি টায়ার আঁকড়ে ছিল ওই শিশু।

উদ্ধারকারীদের ওই শিশু জানায়, সে তিন দিন ধরে এ অবস্থায় পানিতে ভাসছিল। ডুবে যাওয়ার কারণে মৃত্যু হয় বোটে থাকা ৪০ যাত্রীর। এক মাস আগে ইতালির উপকূলরক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা ও নরহত্যার অভিযোগে ফৌজদারি মামলা করে সি-ওয়াচ নামে জার্মান এনজিও। ল্যাম্পেদুসা'তে বোটডুবিতে নিহত ২১ জনের মৃত্যু'কে কেন্দ্র করে ওই মামলা করা হয়। ভূমধ্যসাগরীয় পথ ব্যবহার করে ইউরোপগামী শরণার্থীদের বেশির ভাগ যায় ইতালিতে। ২০১৪ সালের পর থেকে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়ার সময় ২৫ হাজার ৫০০ মৃত্যু রেকর্ড করেছে জাতিসংঘের অভিবাসন বিষয়ক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম)। ইতালির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, ২০২৪ সালে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি গেছেন ৬৬ হাজার ৩১৭ জন। যা ২০২৩ সালের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। এর কৃতীত্ব দেয়া হয় জর্জিয়ার মেলোনি সরকারের কঠোর নীতি'কে।

প্রকাশ্যে দ্বন্দ্বে জড়াচ্ছে বিএনপি-জামাত

ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক প্রায় দুই যুগের। ৫ আগস্টের আগ পর্যন্ত কোনো না কোনোভাবে এ সম্পর্ক টিকে ছিল। টানা ১৬ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর রাজনীতির মাঠে সাবেক ক্ষমতাসীন দলটির দৃশ্যত কোনো কর্মকাণ্ড নেই। এই সুযোগে রাজনীতির ফাঁকা মাঠে নিজেদের বিকল্প শক্তি হিসেবে হাজির করতে চাইছে জামায়াত। একসময়ের ঘনিষ্ঠ মিত্র বিএনপিকে এড়িয়ে নানা ইস্যুতে অবস্থান নিতে দেখা গেছে দলটিকে।

দিন যত যাচ্ছে, বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের দূরত্ব তত বাড়ছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। তার বলছেন, বিএনপিও জামায়াতের সঙ্গে দূরত্বের কথা চিন্তা করে অন্যান্য দল নিয়ে এগোনোর চেষ্টা করছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, একসময়ের বিএনপির অন্যতম মিত্রদল, একাধিকবার জোট করে ভোট করা জামায়াত-বিএনপির দ্বন্দ্ব এখন অনেকটা স্পষ্ট। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দুটি দল এখন মুখোমুখি অবস্থানে। শীর্ষ নেতারা একে অপরের প্রতি করছেন কটাক্ষ। এ অবস্থায় আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে দল দুটির অবস্থান শেষ পর্যন্ত কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় তা দেখার বিষয়।

তাদের দাবি মূলত, ৫ আগস্টের পর থেকেই জামায়াতে সঙ্গে বিএনপির দূরত্ব প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে। এর কারণ, আওয়ামী লীগ মাঠে না থাকায় আগামী সংসদ নির্বাচনে দু'দলই এ সুযোগ কজে লাগাতে চাচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে বিএনপি-জামায়াত এবং ছাত্রদল-শিবিরের সঙ্গে একাধিক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

সম্প্রতি বিএনপির একটি প্রোগ্রামে দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী জামায়াতের কঠোর সমালোচনা করে বক্তব্য দিলে জামায়াতও এর কড়া প্রতিবাদ জানান। রিজভী তার বক্তব্যে জামায়াতকে ইঙ্গিত করে বলেন, এরা ব্যাংক দখলসহ অনেক দখলদারিত্বে জড়িত। রিজভী অভিযোগ করে বলেন, একটি দল এখন বড় বড় কথা বলে বিএনপির নামে কলঙ্ক লেপন করছে। পাড়া মহল্লায় টার্মিনাল দখল, টেন্ডারবাজিসহ নানা কিছু দখল করেছে একটি দল। ৫ আগস্টের পর একটি রাজনৈতিক দলের আত্মসাৎ দেখেছে জনগণ। কারা পায়ের রগ কাটে তাদের চিনে জনগণ। ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করছে একাত্তরের বিরোধিতাকারী জামায়াত। রিজভীর এ বক্তব্যে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। বিবৃতিতে বিএনপির কঠোর সমালোচনা করে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান বিএনপিকে মোনাফেক আখ্যা দিয়ে বলেন, ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত জোটকে এড়িয়ে ভিন্ন মতের লোকদের সঙ্গে জোট করে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যে ঐক্য করা হয়েছিল তা কী জাতির সঙ্গে মোনাফেকি নয়? তিনি বলেন, কারা দলীয় টিম নিয়ে ভারত সফর করে ভারতের সঙ্গে সখ্য করার চেষ্টা করেছেন, তা জনগণ ভালো করেই জানে। বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের এই দূরত্বের বিষয়ে জানতে চাইলে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মতিউর রহমান আকন্দ বলেছেন, বিএনপি আমাদের সময় যে অভিযোগগুলো করছে তা সঠিক কি না বুঝতে হবে। জামায়াত তো বিএনপির বিরুদ্ধে কিছু বলেনি। ৫ আগস্টের পর থেকে দখলবাজি করেছে বিএনপি। তাদের চেয়ারম্যান তারেক রহমান এই অপরাধে অনেক নেতাকর্মীকে বহিষ্কারও করেছেন। রিজভী জামায়াত নিয়ে গুরুতর মিথ্যাচার করেছেন। মতিউর রহমান আকন্দের অভিযোগের জবাবে রিজভী বলেছেন, 'জামায়াত ব্যাংক দখল করেছে'। সত্যি হলো ব্যাংক দখল করেছিল এস এম আলম। আর ব্যাংকের উচ্চ পরিষদের কমিটি গঠন করেছে। স্বাধীনতা বিরোধিতা করা, মোনাফেক, রগকাটাসহ অনেক তকমা দিয়েছেন যা জামায়াত করে না। এর আগেও বিএনপি জামায়াতের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছে।

বিএনপি নেতারা মনে করছেন, সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে রয়েছে জামায়াত। তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুবিধা আদায় করে নিচ্ছে। এ ছাড়া আসন্ন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে সরকারকে খুব একটা চাপ দিচ্ছে না জামায়াত। অন্যদিকে, বিএনপি চাইছে যত দ্রুত সময়ে সম্ভব নির্বাচন অনুষ্ঠান। দলটির নেতারা মনে করেন জামায়াত সরকারকে চাপ দিলে নির্বাচন আদায় সহজ হবে। কিন্তু দলটি সেদিকে যাচ্ছে না। এ ছাড়া সরকার যে সংস্কার উদ্যোগ নিয়েছে, তা জামায়াত অন্ধভাবে সমর্থন করছে। এই সংস্কারে কতোদিন লাগবে। কিভাবে বাস্তবায়ন হবে তার হিসাব কষছে না। এভাবে সংস্কারে অন্ধ সমর্থন দেয়া হলে নির্বাচন নিয়ে সরকার সময়ক্ষেপণ করতে পারে।

এ ছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ নিয়েও দল দু'টির নেতাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে এ ধরনের ঘটনা বেশি ঘটছে। জামায়াত চাচ্ছে সব সংস্কার শেষ আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন। আর বিএনপি চাচ্ছে প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষেই নির্বাচন। এদিকে জামায়াত এককভাবে ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণা করেছে, কয়েকটি ইসলামি দল নিয়ে নির্বাচনি মোর্চা গঠনের প্রয়াস চালাচ্ছে। অন্যদিকে বিএনপিও নির্বাচন সামনে রেখে মিত্র দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ করে যাচ্ছে এখানেও নেই জামায়াত।

১৯৯৯ সালে চারদলীয় জোট গঠিত হয়। এ জোটের প্রধান দুটো দল ছিল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী। দল দুটি ২০০১ সালের নির্বাচনে ক্ষমতায়ও আসে। এরপর আবার বিরোধী দলে যায়। চার দলীয় জোট থেকে ২০ দলীয় জোট হয়। শেখ হাসিনার শাসনের শেষদিকে দল দুটির মধ্যে দূরত্ব দেখা দেয়। গত কয়েক বছর ধরেই নানা বিষয়ে টানাপোড়েন চলছে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, সভা-সমাবেশের বক্তব্য-বিবৃতিতে মন্তব্য ছোড়াছুড়ি চলছে।

ওদিকে সরকার পতনের পর বিএনপি'র স্থানীয় পর্যায়ের নেতাকর্মীরা দখল, চাঁদাবাজি ও মামলা বাণিজ্যে জড়িয়ে খবরের শিরোনাম হচ্ছেন। বিএনপি নেতারা মনে করেন এসব ঘটনা জামায়াতের পক্ষ থেকে প্রচার করে সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এসব ইস্যু সামনে আসায় নেতাদের মধ্যে বাদানুবাদ হচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকেও বিষয়টি নিয়ে পাল্টাপাল্টি পোস্ট দিচ্ছে দল দু'টি। চলছে নেতাদের মধ্যে কথার লড়াই। সম্প্রতি বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্তও নেয়া হয় যে, অন্তর্বর্তী সরকার, জামায়াতে ইসলামী ও গণ আন্দোলনের ছাত্র নেতৃত্ব- এই তিনটি পক্ষের সঙ্গে এ মুহূর্তে কোনো 'বিরোধ' বা 'বিবাদে' জড়াবে না বিএনপি। ওদিকে এক অনুষ্ঠানে জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান বলেন, জামায়াত ক্ষমতায় গেলে চাঁদাবাজ ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়া হবে। দেশে দখলবাজি ও চাঁদাবাজি চলবে না। দখলবাজ, চাঁদাবাজমুক্ত দেশ গড়তে নেতাকর্মীদের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

তবে বিএনপি'র সঙ্গে জামায়াতের কোনো দ্বন্দ্ব নেই বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। তিনি বলেন, এ নিয়ে বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির বৈঠকে কোনো আলাপ-আলোচনা হয়নি।

বিএনপি এবং জামায়াতের বর্তমান সম্পর্ক বিষয়ে জানতে চাইলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক ড. এএসএম আমানুল্লাহ মনে করেন, বাংলাদেশের ভোট মূলত বিএনপি ও আওয়ামী লীগ দুই ভাগে বিভক্ত। তিনি বলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ মাঠে না থাকায় জামায়াত সেই ফাঁকা জায়গায় একটি শক্তি হিসাবে নিজেদের প্রকাশ করতে চাইছে। এ কারণেই তারা এখন বিএনপির বাইরে গিয়ে অবস্থান নিতে চাচ্ছেন হয়তো। তবে নির্বাচন দেরিতে হলে তাদের শক্তি আরও সংহত হতে পারে। তবে এতে ভোটের রাজনীতিতে বড় কোনো প্রভাব পড়বে বলে আমি মনে করি না। কারণ, তাদের যে ভোট ব্যাংক, তা খুব বেশি বাড়বে না।

লন্ডনে আবেগঘন পরিবেশে খালেদা

বিমানবন্দরে যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালেক ও সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমদসহ অনেক নেতা-কর্মী উপস্থিত হন। ইমিগ্রেশন কার্যক্রম শেষ করে বিমানবন্দরের চতুর্থ টার্মিনালের রয়্যাল ভিভিআইপি গেট দিয়ে বের হয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে সরাসরি লন্ডনের একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়।

খালেদা জিয়া হিথ্রো বিমান বন্দরে পৌছানোর পর সেখানে একটি আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সাত বছর পর মায়ের দেখা পেয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। মাকে জড়িয়ে ধরেন তিনি। পুত্রবধূ ডা. জুবাইদাও দীর্ঘদিন পর শাশুড়িকে পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। পরে খালেদা জিয়াকে লন্ডনের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বলেন, বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া যুক্তরাজ্যে পৌছানোর পর বিমানবন্দরে কিছু সময় মতবিনিময় শেষে সরাসরি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

এর আগে মঙ্গলবার রাত সোয়া ৮টার পর খালেদা জিয়ার গাড়িবহর বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে গুলশানের বাসা ফিরোজা থেকে রওয়ানা হয়। রাত ১০টা ৫৫ মিনিটে তিনি বিমানবন্দরে পৌছান। তাকে বিদায় জানাতে গুলশান থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত পথে পথে বিএনপির নেতাকর্মীদের ঢল নামে। নেতাকর্মীরা ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে দলের চেয়ারপারসনকে বিদায়ী শুভেচ্ছা জানান।

গাড়িতে খালেদা জিয়ার পাশে ছিলেন তার ছোট ছেলে প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী শর্মিলা রহমান সিঁথি। গুলশানের বাসভবন ফিরোজায় খালেদা জিয়ার ছোট ভাই শামীম ইস্কান্দার ও তার স্ত্রী কানিজ ফাতিমা, প্রয়াত ভাই সাইদ ইস্কান্দারের স্ত্রী নাসরিন ইস্কান্দারসহ আত্মীয়স্বজনরা তাকে বিদায় জানান।

রাত ১১টা ৪৬ মিনিটে কাতারের আমিরের পাঠানো বিশেষ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে লন্ডনের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন খালেদা জিয়া।

চোখ ও পায়ের ফলোআপ চিকিৎসার জন্য সর্বশেষ ২০১৭ সালের ১৬ জুলাই লন্ডনে আসেন খালেদা জিয়া। এরপর দেশে ফিরে একাধিক দুর্নীতি মামলায় ২০১৮ সালের শুরু থেকেই কারাবাসে যান তিনি। দীর্ঘদিন ধরে লিভার সিরোসিস, কিডনি, হার্ট, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিসসহ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন তিনবারের সাবেক এ প্রধানমন্ত্রী।

শেখ হাসিনার পাসপোর্ট বাতিল, ভিসার

এতে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম, সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহমেদ ও সহকারী প্রেস সচিব সুচিস্মিতা তিথি।

আবুল কালাম আজাদ বলেন, যারা গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত এমন ২২ জনের পাসপোর্ট বাতিল করা হয়েছে। জুলাই কিলিংয়ের সঙ্গে অভিযুক্ত এমন ৭৫ জনের পাসপোর্ট বাতিল করা হয়েছে। এরমধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও রয়েছেন।

এদিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'ভিসার' মেয়াদ বাড়িয়েছে ভারত। দেশটির কাছে বাংলাদেশ কর্তৃক হাসিনার প্রত্যর্পণের আবেদনের মধ্যেই মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলো দিল্লি।

এতে বলা হয়, গত বছরের ৫ই আগস্ট হাসিনা এবং তার দল আওয়ামী লীগের বাংলাদেশ থেকে ভারতে যান তিনি। এরপর থেকে দিল্লিতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে অবস্থান করছেন বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী। এ বিষয়টির সঙ্গে জড়িত একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে গণমাধ্যমটি জানিয়েছে, দিল্লিতে অবস্থানের সুবিধার্থে হাসিনার 'ভিসার' মেয়াদ বাড়িয়েছে ভারত সরকার। ভারতে শরণার্থী বা রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীর জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো আইন না থাকায় হাসিনাকে ফেরত দেয়ার বিষয়ে চলা গুঞ্জন প্রত্যাখ্যান করেছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস (এফআরআরও) শেখ হাসিনার ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিল। তবে তাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া নিয়ে যে গুঞ্জন রয়েছে সেই কথাও অস্বীকার করা হয়েছে।

ভারতের কাছে হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য বাংলাদেশের অনুরোধে সাড়া দেয়ার সম্ভাবনা খুব কম বলে এর আগে উল্লেখ করেছিল হিন্দুস্তান টাইমস। কেননা ঢাকা হাসিনাকে ফেরত নেয়ার জন্য এখনও চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেনি।

হিন্দুস্তান টাইমস বলছে, ঢাকার বর্তমান পদক্ষেপগুলোকে হাসিনার প্রত্যর্পণের জন্য ভারতের ওপর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টির প্রয়াস হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এমপি কোটার বিলাসবহুল ৪২ পাজেরো

সময় ধরে চট্টগ্রাম বন্দরের কার শেডে সারিবদ্ধভাবে পড়ে আছে পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের সংসদ সদস্যদের নামে আনা শুল্কমুক্ত সুবিধার গাড়ি। ছাত্র-জনতার গণ আন্দোলনে গাড়ি আমদানিকারক দ্বাদশ সংসদের সংসদ সদস্যরা পালিয়ে যাওয়ায় গাড়িগুলো ছাড় করা নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়। চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের পাঠানো একাধিক চিঠির প্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত আমদানিকারকদের আবেদনের বিপরীতে ছাড় করার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের উপ-কমিশনার মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন, আমদানিকারকরা যদি তার অনুকূলে ছাড় করার জন্য যথাযথ শুল্ক পরিশোধ করে তাহলে ছাড় করা হবে। না হলে গাড়িগুলো নিলামে তোলা হবে।

গত বছরের ১৪ সেপ্টেম্বর এই গাড়িগুলো নিয়ে আসা হয়েছিল বন্দরের কার শেডে। আইন অনুযায়ী ৩০ দিন অর্থাৎ ১৪ অক্টোবরের মধ্যে আমদানিকারক এসব গাড়ি ছাড় না করায় নিলামের জন্য ২৪টি ল্যান্ড ক্রুজার বাই পেপার চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের কাছে হস্তান্তর করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব মোহাম্মদ ওমর ফারুক বলেন, নিলাম বা আমদানিকারক ছাড় করিয়ে নিয়ে যাক- যেভাবেই হোক না কেন, চট্টগ্রাম বন্দর চায় জায়গা খালি হোক।

আর চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজ বিডার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব চৌধুরী বলেন, এমপিরাই তো নেই। তাহলে গাড়ির আমদানিকারক আবার কে! এ বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

তবে নিলাম না করে আমদানিকারকদের কাছে গাড়ি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া নতুন করে আইনি জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে বলে শঙ্কা বিডারদের। চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজ বিডার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফেরদৌস আহমেদ বলেন, রাজস্ব রাজস্ব বোর্ডের স্বার্থে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে বিডারদের কিছুই বলার নেই।

চট্টগ্রামের মেসার্স আর রেজা ট্রেডার্সের মালিক সৈয়দ ইউনুছ খান বলেন, যেহেতু এমপিরা নেই, তাই গাড়িগুলো স্বাভাবিক নিয়মে নিলামে বিক্রি করা উচিত।

জাপান থেকে আমদানি করা প্রতিটি গাড়ির আমদানি মূল্য ১ থেকে দেড় কোটি টাকা। তার সঙ্গে সাড়ে আটশ শতাংশ হিসাবে আমদানি শুল্ক যুক্ত হলে গাড়ির বাজারমূল্য দাঁড়াবে ১২ থেকে ১৫ কোটি টাকা। এতো চড়া দামে এই গাড়ি বাজারে বিক্রি হবে না বলে দাবি গাড়ি ব্যবসায়ীদের।

বাংলাদেশ রিকন্ডিশন্ড ভেহিক্যালস ইম্পোর্টার্স অ্যান্ড ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বারভিডা) সহ-সভাপতি মো. গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী বলেন, ১০ কোটি মূল্য হিসেবে এসব গাড়ি কেউ ছাড় করাবে বলে মনে হয় না। আমদানিকারকদের চিঠির মাধ্যমে ছাড় হবে কিনা জিজ্ঞাসা করে অতিদ্রুত নিলামের ব্যবস্থা করা উচিত।

উল্লেখ্য, তারানা হালিম কিংবা জান্নাত আরা হেনরীর গাড়িসহ মোট ৪২টি গাড়ি চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন বন্দরে আটকা পড়লেও ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান এবং ব্যারিস্টার সুমনসহ ৭ জন তৎকালীন সংসদ সদস্য জুলাই মাসেই গাড়ি ছাড় করে নিয়েছে।

দেশে প্রকৃত খেলাপি ঋণ ৬ লাখ কোটি

প্রকৃত খেলাপির তথ্য পেলে এরপর কমানোর পদক্ষেপ সম্পর্কে জানানো হবে। একই সঙ্গে ব্যাংক একীভূতকরণের বিষয়ে নতুন করে চিন্তা করা হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তবে আপাতত কোনো সিদ্ধান্ত নেই। আগামীতে পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

গত মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র হুসনে আরা শিখা।

মুখপাত্র বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে গত পাঁচ মাসে বাণিজ্যিক ব্যাংকের বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়েছে, ব্যাংকিং টাস্কফোর্স গঠন হয়েছে, ডলার বাজার স্থিতিশীলতা ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য বিষয়ে বেশকিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে কিছু সুফল পাওয়া গেছে, কিছু ফলাফল আসতে আরও সময় লাগবে। কিন্তু আর্থিক খাতে এখনো পুরোপুরি স্থিতিশীলতা ফিরে আসেনি। তাই বাংলাদেশ ব্যাংক খুব বেশি খুশি নয়। তবে আর্থিক ভীতি কেটে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। টাকা-রূপি লেনদেন চলছে জানিয়ে তিনি বলেন, মুদ্রা বিনিময় আগের মতো চলছে। তবে সফল লেনদেন হয়নি।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখপাত্র বলেন, ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ কোন ব্যাংকের মাধ্যমে কত টাকা কোন দেশে পাচার হয়েছে সে বিষয়ে স্পষ্টভাবে জানা যাবে। পাচারের টাকা ফেরত আনা একটি সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। নির্ধারিত সংস্থাগুলো বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে। নিরাপত্তার স্বার্থেই তারা এই বিষয়গুলো আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেন না।

মূল্যস্ফীতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা ইতোমধ্যেই একাধিকবার নীতি সুদ বাড়িয়েছি। আশা করছি জানুয়ারিতে মূল্যস্ফীতি কমে আসবে। না এলে হয়তো আবার নীতি সুদহার বাড়ানো হতে পারে। তবে এই বিষয়ে ব্যবসায়ীরা মোটেই খুশি নন। কারণ, ব্যাংক ঋণের জন্য তাদের অতিরিক্ত সুদ গুনতে হয়। বিনিয়োগেও ধীরগতি নেমে আসে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পাশাপাশি অন্যান্য সংস্থাগুলোকে ঠিকঠাক মতো কাজ করা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, বিনিয়োগ কমার জন্য শুধু সুদের হার এককভাবে দায়ী নয়। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জ্বালানি সরবরাহ, যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ আরও অনেক কিছু বিনিয়োগ বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একক প্রচেষ্টায় মূল্যস্ফীতি পুরোপুরিভাবে কমানো সম্ভব নয়।

গত বছরের এপ্রিলে ব্যাংক একীভূতকরণ সংক্রান্ত নীতমালা জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালার আলোকে দুর্বল (খারাপ অবস্থা) থাকা ব্যাংকগুলো নিজ থেকে একীভূত না হলে বাধ্যতামূলকভাবে একীভূত করা হবে। এর আগে দুই ব্যাংকের মধ্যে সমঝোতা সই করতে হবে। এরপর আমানতকারী, পাওনাদার ও বিনিয়োগকারীর অর্থ ফেরতের পরিকল্পনা জমা দিতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বহিঃনিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যাংকের সার্বিক আর্থিক চিত্র বের করবে। সবশেষ আদালতের কাছে একীভূতকরণের আবেদন করতে হবে।

এতে কোনো ব্যাংক মূলধন ও তারল্য ঘাটতি, খেলাপি ঋণ, সুশাসনের ঘাটতি এবং আমানতকারীদের জন্য ক্ষতিকর কার্যকলাপের কারণে পিসিএ ফ্রেমওয়ার্কের আওতাভুক্ত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক পুনরুদ্ধারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিধিনিষেধ মানতে হবে। পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে আমানতকারীর স্বার্থে ব্যাংক বাধ্যতামূলক একীভূতকরণ হবে। একীভূতকরণ প্রক্রিয়া সুশৃঙ্খল এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার লক্ষ্যে ব্যাংকের অনুসরণের এ নীতিমালা জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রসঙ্গত, বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি তলানিতে নেমেছে। গত নভেম্বর মাসে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭ দশমিক ৬৬ শতাংশ। এই প্রবৃদ্ধি গত সাড়ে তিন বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বেনামি-জালিয়াতির মাধ্যমে ঋণ বিতরণ কমে আসায় এবং দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত ও পরিষদে পরিবর্তন হয়েছে এমন ১১টি ব্যাংকের নতুন ঋণ প্রদান বন্ধ থাকায় এমন পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। এই ব্যাংকগুলো অবশ্য আমানতকারীদের টাকার চাহিদা মেটাতেই এখন হিমশিম খাচ্ছে।

বেসরকারি খাতে ঋণের চাহিদা কমে আসায় অনেক ব্যাংক সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডে বিনিয়োগ বাড়িয়েছে। এতে ঋণের চেয়ে বেশি মুনাফা মিলছে। কারণ, ঋণ দিলে খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি থাকে আর বিল ও বন্ডে মুনাফা নিশ্চিত হয়। ফলে বিদায়ী ২০২৪ সালের কিছু ব্যাংকের পরিচালন মুনাফায় অনেক প্রবৃদ্ধি হয়েছে, যা ইতিহাসে সর্বোচ্চ। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের নভেম্বরে বেসরকারি খাতের ঋণে প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ৬৬ শতাংশ হয়েছিল, যা ২০২১ সালের মে মাসের পর সর্বনিম্ন। ওই বছরের মে মাসে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৭ দশমিক ৫৫ শতাংশ। গত নভেম্বরে অর্জিত প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে নিচে রয়েছে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধের জুলাই-ডিসেম্বর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ৯ দশমিক ৮ শতাংশ ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল।

সংসদের আগে বিএনপি চায় না স্থানীয় নির্বাচন

ভাইস চেয়ারম্যানদের অব্যাহতি দেওয়া হয়। তবে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের বর্তমান মেয়র শাহাদাত হোসেন মামলা করে এই পদ পান। কিন্তু সেখানে ওয়ার্ডগুলো কাউন্সিলরশূন্য। এ ছাড়া দেশের ৩৩১টি পৌরসভা, ১১টি সিটি করপোরেশন, ৪৯৫টি উপজেলা পরিষদ ও সবগুলো জেলা পরিষদই জনপ্রতিনিধিশূন্য। সরকারের কর্মকর্তা দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের সেবা কার্যক্রম চলছে। এ ছাড়া ৪ হাজার ৫৭৮টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে অনেক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান-মেম্বার কর্মস্থলে অনুপস্থিত বা পলাতক। অনেকে উপস্থিত থাকলেও নিষ্ক্রিয়। কারণ তাদের বেশির ভাগ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী বা অনুসারী। এসব কারণে নাগরিক সেবা বিঘ্নিত হচ্ছে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠকে নেতারা অভিমত দেন, অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে তারা স্থানীয় সরকার নির্বাচন চান না। জনগণ এটি মেনে নেবে না।

অবশ্য ড. তোফায়েল আহমেদ বলেছেন, তিন মাসের মধ্যে সংস্কার কমিশন রিপোর্ট দেবে। এতে সুপারিশগুলো থাকবে। কোনো সিদ্ধান্ত কমিশন দেবে না। বিষয়গুলো সরকার দেখবে।

জুলাই ঘোষণা নিয়ে বিএনপির দাবি

বিএনপির স্থায়ী কমিটি সূত্রে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির 'জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্র'নিয়েও আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। নেতারা মনে করেন, এই ঘোষণাপত্রে গত ১৬ বছরের আন্দোলন-সংগ্রাম ও ত্যাগের স্বীকৃতি থাকতে হবে। গণতন্ত্রের জন্য লড়াই-সংগ্রাম করতে গিয়ে এই সময়ে দলের অসংখ্য নেতাকর্মী গুম-খুন, বিচারবহির্ভূত হত্যা, হামলা-মামলা, নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। নেতাদের দাবি, হঠাৎ করে নয় বিএনপির গত ১৬ বছরের আন্দোলনের পটভূমিতে গণঅভ্যুত্থান হয়েছে। এই গণঅভ্যুত্থান শুধু ৩৬ দিনের আন্দোলনের ফল নয়। কিন্তু বিএনপির সেই দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। এমন প্রেক্ষাপটে ঘোষণাপত্রে গণতন্ত্রের জন্য দলের সংগ্রাম-ত্যাগের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির দাবিতে সোচ্চার হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। শিগগির সভা-সেমিনারের মধ্য দিয়ে তাদের ত্যাগের বিষয়গুলো তুলে ধরা হবে। এ ছাড়া ভবিষ্যতে সরকারের সঙ্গে আলোচনায়ও এ বিষয়টি জোরালোভাবে তুলে ধরবে বিএনপি।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ড. আব্দুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমেদ, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, বেগম সেলিমা রহমান, মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন প্রমুখ।

সিলেটে নতুন দুটি গ্যাস কূপ খনন কাজ শীঘ্রই শুরু হচ্ছে

বুধবার সরকার একনেক সভায় তা অনুমোদন করেছে।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে-নতুন ২টি অনুসন্ধান কূপ খনন, বৈদেশিক পরামর্শক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ এবং ১৪ কিমি. গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ করা হবে।

পরিকল্পনা কমিশনের একাধিক কর্মকর্তা জানান, নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ দুটি হতে প্রথম ৫ বছরে ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উত্তোলন করা হবে। এছাড়া পরবর্তী ৫ বছরে ১২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে অর্থাৎ ১০ বছরে মোট ৫৬ বিসিএফ গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা হবে।

সম্প্রতি গ্যাসসংক্রান্ত একটি প্রকল্পের বিষয়ে বলতে গিয়ে পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেছিলেন, আমাদের সিলেট ও মৌলভীবাজার অঞ্চলে প্রচুর গ্যাস মজুত আছে। আগের সরকার কেন এগুলোতে গুরুত্ব না দিয়ে এলএনজি এবং কয়লা আমদানির প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন, সেটি বড় প্রশ্ন। আমরা আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি মেনেই গ্যাস অনুসন্ধান এবং কূপ খননের কাজ করব। যতটা পারি এ কাজ অব্যাহত রাখা হবে। গ্যাস ও বিদ্যুতে আমরা কোনো নিয়ন ভাঙতে চাই না। তবে গ্যাস উত্তোলনে প্রচুর বিনিয়োগ দরকার। সরকার সেজন্য বিদেশি বিনিয়োগ প্রত্যাশা করে।

প্রকল্প প্রস্তাবে বলা হয়েছে, সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেডের (এসজিএফএল) আওতাধীন সিলেট (হরিপুর), কৈলাশটিলা, বিয়ানীবাজার ও রশিদপুর গ্যাস ক্ষেত্রের মোট ১৪টি কূপ থেকে বর্তমানে দৈনিক কমবেশি ১০৯ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। বাপেড২০১৭ সালে ডুপিটিলা স্ট্রাকচারে সম্পাদিত ২ডি সিসমিক জরিপের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা ইন্টারপ্রিটেশন রিপোর্ট অন ডুপিটিলা প্রসপেক্ট প্রতিবেদনে ডুপিটিলা কাঠামোতে ৩টি নতুন অনুসন্ধান কূপ (প্রপোজড-১, প্রপোজড-২ ও প্রপোজড-৩) খননের প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীতে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড গঠিত কমিটি প্রস্তাবিত ৩টি প্রসপেক্টসের মধ্যে তুলনামূলক বিচারে ১টি প্রসপেক্ট (প্রপোজড-৩) ডুপিটিলা-১নং কূপ (অনুসন্ধান) খননের সুপারিশ করে। এদিকে বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান অ্যাসক্লামবারজার সিকো ইনচ ২০১৮ সালে সম্পাদিত ত্রিমাত্রিক (৩ডি) সিসমিক জরিপ রিভিউ ফলাফলের ভিত্তিতে কৈলাশটিলা কাঠামোতে ৪টি প্রসপেক্ট (এসএলবি-১, এসএলবি-২, এসএলবি-৩ ও এসএলবি-৪)-এ ৪টি অনুসন্ধান উন্নয়ন কূপ খননের সুপারিশ করে। পেট্রোবাংলার মাধ্যমে গঠিত কমিটি এসএলবি-৪ প্রসপেক্টকে কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান) হিসাবে খননের সুপারিশ করে। এ জন্য এই প্রকল্পের আওতায় ডুপিটিলা-১ (প্রপোজড-৩) এবং কৈলাশটিলা-৯ (এসএলবি-৪) নামে দুটি অনুসন্ধান কূপ খননের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রকল্প প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে, চলমান অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অনুচ্ছেদ ৫, ৩, ২-এ উল্লিখিত জ্বালানি সম্পর্কিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো প্রাথমিক জ্বালানির দক্ষ সরবরাহ নিশ্চিত করা। প্রকল্পের লক্ষ্যের সঙ্গে এটি সঙ্গতিপূর্ণ। এছাড়া প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) ৭ দশমিক ১-এ উল্লিখিত সবার জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করার লক্ষ্যও পূরণ হবে।

এ বিষয়ে প্রকল্পটির দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের সদস্য (সচিব) ড. মোস্তাফিজুর রহমান পরিকল্পনা কমিশনের মতামত দিতে গিয়ে বলেন, সিলেট বিভাগের জৈন্তাপুর ও গোলাপগঞ্জ জেলায় ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হলে দেশের জন্য অনেক ভালো হবে। প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন এবং জাতীয় গ্রিড লাইনে সরবরাহ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। যা দেশের এবং ওই প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখবে। এর ফলে দেশীয় শিল্পের বিকাশ ঘটবে এবং এলএনজি আমদানি খাতে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে।

বিশ্বের সবচেয়ে দুর্বল পাসপোর্ট বাংলাদেশের

ক্যাপিটালের মতো সংস্থাগুলো বিভিন্ন দেশের ভ্রমণ নীতি ও সরকারি তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এ তালিকা তৈরি করে।

তালিকায় বাংলাদেশের পাসপোর্টের মান তলানিতে ঠেকেছে, লিবিয়া ও ফিলিস্তিনের সঙ্গে ১০০তম অবস্থানে এসেছে বাংলাদেশ। এ অবস্থানে থেকে মাত্র ৪০টি দেশে ভিসা ছাড়া প্রবেশ করতে পারবেন বাংলাদেশের পাসপোর্টধারীরা। এর আগের তালিকায় ৯৭ নম্বরে ছিল বাংলাদেশ।

এবার তালিকায় বাংলাদেশের চেয়েও দুর্বল পাসপোর্ট রয়েছে মাত্র সাত দেশের। এই দেশগুলো হলো- নেপাল, সোমালিয়া, পাকিস্তান, ইয়েমেন, ইরাক, সিরিয়া এবং সবার শেষে রয়েছে আফগানিস্তান।

তালিকার সবশেষ ১০৬ নম্বর অবস্থানে থাকা আফগানিস্তানের পাসপোর্ট ব্যবহার করে বিশ্বের মাত্র ২৬ দেশে ভিসা ছাড়া প্রবেশ করা সম্ভব হবে।

সিএনএন জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র এক সময় বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্টের অধিকারী ছিল। এখন এ পাসপোর্ট তালিকার নবম স্থানে অবস্থান করছে।

পাসপোর্ট সূচকে সিঙ্গাপুরের পরই রয়েছে জাপান। এ দেশের পাসপোর্টধারীরা ১৯৩টি দেশে ভিসা ছাড়া প্রবেশ করতে পারবেন।

তালিকায় তৃতীয় স্থানে যৌথভাবে রয়েছে- ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, স্পেন, ফিনল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরিয়া। এ দেশগুলোর পাসপোর্টধারীরা ১৯২টি দেশে ভিসামুক্ত প্রবেশের সুবিধা পাবেন।

আর ১৯১টি দেশে প্রবেশ করতে পারবেন তালিকায় চতুর্থ অবস্থানে থাকা অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, আয়ারল্যান্ড, লুক্সেবার্গ, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন ও নরওয়ের পাসপোর্টধারীরা।

বেলজিয়াম, নিউজিল্যান্ড, পর্তুগাল, সুইজারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্যের পাসপোর্টধারী ১৯০টি দেশে ভিসা ছাড়া প্রবেশ করতে পারবেন।

ষষ্ঠ অবস্থানে থাকা গ্রিস ও অস্ট্রেলিয়া ১৮৯টি দেশে, সপ্তম অবস্থানে থাকা কানাডা, পোল্যান্ড ও মাল্টা ১৮৮টি দেশে, অষ্টম অবস্থানে থাকা হাঙ্গেরি ও চেক প্রজাতন্ত্র ১৮৭টি দেশে, নবম অবস্থানে থাকা এস্তোনিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র ১৮৬টি দেশে এবং দশম অবস্থানে থাকা লিথুনিয়া, লাটভিয়া, স্লোভেনিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের পাসপোর্ট নিয়ে ১৮৫টি দেশে ভিসা ছাড়া প্রবেশের সুবিধা পাওয়া যাবে।

এদিকে তালিকায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের পাসপোর্টের উত্থান। গত এক দশকে ৭২টি নতুন গন্তব্যে ভিসামুক্ত প্রবেশের সুবিধা অর্জন করে দেশটি দশম অবস্থানে উঠে এসেছে। এই হিসেবে বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাতের পাসপোর্টধারীরা ১৮৫টি দেশে ভিসা ছাড়াই প্রবেশ করতে পারবেন।

নিরাপত্তা ঝুঁকিতে সালমান খান

এর আগেই খুনের হুমকি দিয়েছে 'দাবাং' অভিনেতা সালমানকে। তাই এবার তাঁর বাড়ি বুলেটপ্রুফ করার নতুন উদ্যোগ নেয়া হলো । সালমান খানের গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে বেশ কিছুদিন ধরেই কাজ চলছে। সূত্রের খবর, অভিনেতার বাড়ির বারান্দায় বুলেটপ্রুফ গাস বসানো হয়েছে। এমনকী, তাঁর বারান্দা পুরোপুরি ঢেকে রাখা হয়েছে। যার ফলে বুলেটটি এর মধ্য দিয়ে ভেদ করে যেতে পারবে না। এবং তিনি একেবারে রিল্যাক্স মোডে বিশেষ অনুষ্ঠানে ভক্তদের সঙ্গে দেখা করতেও পারবেন। গতকাল, সোমবার বিশেষ আদালতে বাবা সিদ্দিকি খুনের তদন্তের চার্জশিট জমা দিয়েছে মুম্বই পুলিশ। যাতে পুলিশ স্পষ্টতই দাবি করেছে যে, সালমান খানের সঙ্গে এনসিপি নেতা তথা মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী বাবা সিদ্দিকির ঘনিষ্ঠতার কারণেই তাঁকে খুন করে বিষ্ণোইয়ের দল। চার্জশিটে মূল অভিযুক্ত হিসেবে রয়েছে লরেন্সের ভাই আনমোল বিষ্ণোইয়ের নামও। এই চার্জশিটের ফলে সালমানেরও প্রাণের ঝুঁকি কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে।বান্দ্রার গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টের বারান্দা ও জানালায় বুলেটপ্রুফ বসানোর কাজের ভিডিও ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, নির্মাণকর্মীরা বাড়ির বাইরে বারান্দার উপর বুলেটপ্রুফ কাচ বসানোর কাজ করছেন। এর আগে গত ২০২৪ সালের এপ্রিলে এই গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছিল। তারপর থেকেই সালমানের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। কিছুদিন আগে একটি সাক্ষাৎকারে সালমানের বাবা সেলিম খান বলেছিলেন, ২০২৪ সালের এপ্রিলে তাঁদের বাড়িতে গুলি চালানোর ঘটনা এবং হুমকির পরে, মুম্বই পুলিশ সতর্কতা হিসাবে অভিনেতাকে ব্যালকনি এবং রাস্তার দিকের জানালায় যেতে নিষেধ করেছিলেন। পরিবারের সদস্যদের জন্যও ছিল এই নিয়ম।

তুরস্ক-ইসরায়েল যুদ্ধের আশঙ্কা

বাজেট অতিরিক্ত ৯ বিলিয়ন শেকেল (২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) বাড়ানো।

২০২৪ সালের শেষের দিকে হায়াত তাহরির-আল-শামের (এইচটিএস) নেতৃত্বে একটি আকস্মিক আক্রমণের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হন সিরিয়ার শাসক বাশার আসাদ। এরপর আঙ্কারা-দামেস্ক সম্পর্কের বরফ গলা শুরু হয়। তুর্কি কর্মকর্তারা দেশ পুনর্গঠনে নতুন সিরিয়ার নেতৃত্বকে সহায়তা এবং কুর্দিদের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযানের দিকে নজর রাখছে।

এদিকে, আসাদের মৃত্যুর পর ইসরায়েল সিরিয়াজুড়ে বিস্তৃত বোমা হামলা শুরু করে। দেশটির সামরিক অবকাঠামো এবং উন্নত অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস করে ফেলা হয়। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী গোলান মালভূমি থেকে জাতিসংঘ-প্রতিষ্ঠিত বাফার জোন দখলে নেয়। এরপর আরও এগিয়ে বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সিরিয়ার অঞ্চল দখল করতেও এগিয়ে যায়।

ঐতিহাসিকভাবে ফিলিস্তিনের সমর্থক তুরস্কের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক ২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজা সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে টালমাটাল অবস্থায় রয়েছে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান গাজায় ইসরায়েলকে 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ' ও 'গণহত্যার' দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। গত নভেম্বরে এরদোগান ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন করার ঘোষণা দেন।

সত্যিই কি ধর্মান্তরিত হলেন শাহরুখ পত্নী

খবর রটেছে, বিয়ের ৩ দশক পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন গৌরি খান।

বস্তুত, সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কয়েকটি ছবিকে কেন্দ্র করে গৌরি খানের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের খবরটি ছড়িয়ে পরে। একটি ছবিতে দেখা যায়, পবিত্র কাবা ঘরের সামনে গৌরি খানকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়ানো শাহরুখ খান। তাদের পরনে ইহরামের পোশাক। অন্য একটি ছবিতে একই লোকেশনে তোলা। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শাহরুখ, গৌরি ও তাদের জেষ্ঠ পুত্র আরিয়ান খান।সেই ছবিগুলো সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানোর পাশাপাশি বিভিন্ন মহলে দাবি করা হচ্ছে, নতুন বছরের প্রথম দিনে মক্কায় গিয়ে ধর্মান্তরিত হয়েছেন গৌরি খান। কিন্তু সত্যি কি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন গৌরি? অন্তর্জালে ভাইরাল ছবিগুলোরই সত্যতা কী? এ নিয়ে দোলাচলে রয়েছেন শাহরুখ-গৌরি ভক্তরা।

গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাওয়ার পর এই খবর ও ছবির পেছনের গল্প জানা গেছে। প্রথমত, বিয়ের ৩৩ বছর পর গৌরি খানের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের খবরটি সত্য নয়। দ্বিতীয়ত, যে ছবিগুলো ভাইরাল হয়েছে, এগুলো আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি।এর আগেও একটি গোষ্ঠী এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে। ভারতীয় একঝাঁক তারকার ডিপফেক ভিডিও তৈরি করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। রাশমিকা মান্দানা বিষয়টি নিয়ে আইনি পদক্ষেপও নিয়েছিলেন। তবে শাহরুখ-গৌরি এখনো বিষয়টি নিয়ে নীরবতা পালন করছেন।

অবতরণের পর বিমানে মিলল ২ লাশ

জানান কর্মকর্তারা।

পোর্ট অথরিটির একজন মুখপাত্র এ বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) এবং ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড (এনটিএসবি)-এর ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে।

ব্রাওয়ার্ড কাউন্টি শেরিফের দফতরের ডেপুটিরা রাত সাড়ে ১১টার দিকে বিমানটির ল্যান্ডিং গিয়ার এলাকায় দুই ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়ার বিষয়ে একটি কলের জবাব দেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্যারামেডিকরা উভয় ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা করেন। ব্রাওয়ার্ড কাউন্টি মেডিকেল পরীক্ষকের অফিস উভয় ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ নির্ধারণে ময়নাতদন্ত করবে।

জেটব্লুর বিমানটি জানুয়ারি ৫ তারিখে জেএফকে থেকে কিংস্টন, জামাইকায় পৌঁছানোর পর সেখানেই রাত কাটায়। ধারণা করা হচ্ছে মৃত ব্যক্তিরা জামাইকার নাগরিক হতে পারে।

জামাইকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী কমিনা স্মিথ এই বিষয়ে মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যমে বলেন, 'ফোর্ট লডারডেলে একটি বিমানের চাকার কাছে দুটি মৃতদেহ পাওয়া যাওয়ার বিষয়টি আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি। যদিও এই ব্যক্তিদের জাতীয়তা নিয়ে জল্পনা চলছে। আমাদের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এটি এখনও তদন্তাধীন এবং তাদের পরিচয় এখনো নিশ্চিত করা হয়নি।'

ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিনের মতে, বিমানের ল্যান্ডিং গিয়ার কম্পার্টমেন্টে লুকিয়ে যাত্রা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এতে চাকার ভাঁজে চূর্ণ হওয়া, অবতরণের সময় পড়ে যাওয়া অথবা বিমানের ভেতরে গুরুতর ঠাণ্ডা এবং অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যু হতে পারে।

জেটব্লু মুখপাত্র বলেন, 'এটি একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা এবং কীভাবে এটি ঘটেছে তা বোঝার জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

আলহাজ্ব এ এস মোহাম্মদ সিংকাপনী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

৮ ই জানুয়ারী ইষ্ট লণ্ডন মসজিদে নামাজে জানাযা শেষে চিগওয়েলের গার্ডেন অব পিসে চৌধুরী ফাতেমা আফরোজা মোহাম্দামদকে দাফন করা হয়।

এদিকে আলহাজ্ব এ এস মোহাম্মদ সিংকাপনী অসুস্থ অবস্থায় হুইপক্রস হাসপাতালে বিগত এক সপ্তাহ ধরে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্বাস্থ্যগত কারনে তিনি তাঁর স্ত্রীর নামাজে জানাযায় অংশ নিতে পারেন নি।

আলহাজ্ব এ এস মোহাম্মদ সিংকাপনীর দ্রুত সুস্থতা ও তাঁর সহধর্মিনীর মাগফিরাতের জন্য সকলের দোয়া কামনা করা হয়েছে ।

রূপা হকের পরামর্শ

না করে প্রয়োজনীয় সংস্কারে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। গত কয়েক বছর বাংলাদেশের খুবই অস্থির সময় কেটেছে। স্থিতিশীলতা ফেরানোর দিকে এখন মনযোগ দিতে হবে।

বুধবার রাজধানীতে অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি।

এ সময় রূপ হক বলেন, বাংলাদেশে খুব বেশি আসার সুযোগ পাইনি। গতবার যখন আসি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল। তারা অনেক কাজ করেছে এটা ঠিক। লোডশেডিং হয় না আগের মতো। বিমানবন্দরে ভোগান্তি কমেছে। তবে সব জায়গায় শুধু দুটো ছবি দেখেছি। একটি শেখ মুজিবের, আরেকটি শেখ হাসিনার। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, জুলাই-আগস্টে অনেক মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আবু সাঈদের কথা শুনেছি। তাদের মতো শিক্ষার্থীদেরও হত্যা করা হয়েছে। এগুলো শুধু অপরাধই নয়, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ উদীয়মান দেশ। যুক্তরাজ্যের তুলনায় এটি অনেক ছোট্ট দেশ। কিন্তু এখানে কর্মক্ষম তরুণ জনশক্তি আছে। তাদেরকে রাষ্ট্র সংস্কারে কাজে লাগাতে হবে।

সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন মহানবি (সা.)

জুবায়ের বিন মামুন

সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও নিরাপত্তা বিধানে ন্যায়বিচার ও সুশাসন অপরিহার্য। মানুষ সৎপথে জীবন পারাপার করার জন্য, সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার ও রাষ্ট্রীয় জীবনে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য ইসলাম সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালার বাণী : 'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সঙ্গে সাক্ষদানকারী হিসাবে সদা দণ্ডায়মান হও। কোনো কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদের কোনোভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ কর, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।' (সূরা মায়েদা : ৮)।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবি (সা.) নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। নিম্নে তার মৌলিক কিছু পদক্ষেপ তুলে ধরা হলো-

হিলফুল ফুজুল সংগঠন

আরব ভূমিতে যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন আরব সমাজে চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা বিরাজ করছিল। এমনি এক ক্লান্তিলগ্নে সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে এবং গোত্রীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য পঁচিশ বছর বয়সে তার সমবয়সি কিছু যুবককে নিয়ে এ শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

কেউ কেউ বলেন, এ সংগঠনটি 'ওকাজ মেলার' যুদ্ধকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়েছে। যা ইতিহাসে 'হরবুল ফুজ্জার' নামে খ্যাত। যদিও জাহেলি যুগের অন্যায়, অবিচার প্রতিরোধ করার জন্য হিলফুল ফুজুল গঠিত হয়। তবে মহানবি (সা.)-এর নেতৃত্বে গঠিত এ সংগঠনটির শিক্ষা সর্বকালের, সর্ব সমাজের যুবকদের জন্য একটি আদর্শ শিক্ষা ও পথনির্দেশক হয়ে রয়েছে। (সীরাতে ইবনে হিশাম : ১/৮৭)।

একাত্মবাদের বাণী

গোটা আরব যখন পাপের মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছিল। মানবতার লেশমাত্রও ছিল না। এমনই এক জাহেলি সমাজে রাসূল (সা.) স্বীয় সাহাবিদের নিয়ে ছড়িয়ে পড়লেন খোদার ঐশী বাণী প্রচার-প্রসারে। ঘোর অমানিশায় নিমজ্জিত মানুষগুলোকে তাওহিদের আলোকোজ্জ্বল পথ দেখাতে। পৌত্তলিকদের কল্পিত কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করতে।

বানু আদ-দাইল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবি (সা.)কে ইসলামের শুরু যুগে যুল-মাজাজ বাজারে দেখেছি। তিনি ঘোষণা করছেন, 'হে লোকসকল! বলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তোমরা সফলকাম হবে।' (মুসনাদে আহমদ : ১৯০০৪)।

নারীর মর্যাদা ও অধিকার

জাহেলি যুগে সর্বক্ষেত্রেই নারীজাতি ছিল পুরুষ দ্বারা নির্যাতিত, বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত। নারীদের ভোগ্যপণ্যের মতো ব্যবহার করা হতো। যেমনিভাবে পশু-প্রাণী ও আসবাবপত্র বেচাকেনা হয়ে থাকে তৎকালীন নারীদেরও পণ্যসামগ্রীর মতো বেচাকেনা করা হতো। পুরুষ তাদের দাসী বৈ অন্য কিছু মনে করত না। অসহায় নারীদের মোকাবিলায় তারা ছিল বনজ হিংস্র প্রাণীর মতো।

এমনকি কন্যাসন্তানদের জ্যান্ত পুঁতে ফেলার মতো অসম্ভব প্রথাও সে সমাজে প্রচলিত ছিল। তাদের জন্য পিতা এবং স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসাবে তাদের কোনো অংশ ছিল না। ফলে জাহেলিয়াতের সে সময়কার মানুষের ওপর কুরআনের এ নির্দেশ জারি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

আল্লাহতায়ালার বাণী : 'নিজ দাসীদেরকে দুনিয়ার ধন-সম্পদ অর্জনের জন্য ব্যভিচারে বাধ্য করো না। যদি তারা পূতপবিত্র থাকতে চায়।' (সূরা নুর : আয়াত ৩৩) এবং নবি (সা.)ও নারীদের পৃথিবীর সর্বোত্তম বলে আখ্যা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'পৃথিবী মানুষের ভোগ্যবস্তু আর এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো পুণ্যবতী স্ত্রী।' (সুনানে নাসায়ী : ৩২৩২)।

নেশাজাতীয় দ্রব্যের নিষিদ্ধতা

ইসলামপূর্ব যুগে আরবরা মাদক গ্রহণে তীব্রভাবে আসক্ত ও অভ্যস্ত ছিল। মদ্যপান হয়ে উঠেছিল তদের আভিজাত্য ও বৈশিষ্ট্য। নর্তকিদের সঙ্গে মদোমত্ত হয়ে তারা জঘন্যতম অশ্লীল কাজ করত। এমনকি জুয়া খেলাকে তাদের সম্মানজনক কাজ হিসাবে আখ্যায়িত করত। এতে সামাজিক জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো তুমুলভাবে।

ইসলাম আসার পর রাসূল (সা.) সাহাবিদের ক্রমানুসারে মদ্যপান করা এবং জুয়া খেলা থেকে বিরত থাকতে বলেন। অতঃপর একপর্যায়ে এ জাতীয় নেশাদ্রব্যকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলেন, 'আল্লাহতায়ালা তোমাদের জন্য মদ এবং জুয়া হারাম করেছেন। (মুসনাদে আহমদ : ৪-২১৮)।

অতএব, সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে, নেশাদ্রব্যকে না বলতে হবে। নিজেদের পরিবার-পরিজনের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে। সন্তানসন্ততিকে এ ব্যাপারে সতর্ক করতে হবে। ইবাদতে মগ্ন করতে হবে।

জাকাতের বিধান প্রচলন

ইসলামের মৌলিক ভিত্তিগুলোর মধ্যে জাকাত অন্যতম। পবিত্র কুরআনে মাজিদে নামাজ কায়েম এবং জাকাত আদায়ের কথা সত্তরের বেশি জায়গায় একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায়, ইসলামে নামাজ ও জাকাতের গুরুত্ব এক ও অভিন্ন। কারণ, এ জাকাতের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক দৈন্যদশা বিদূরিত করে সমাজের সার্বিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সৌধ, ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ দূর হওয়ার পাশাপাশি বৈষম্যহীন একটি অর্থনৈতিক রাষ্ট্র বিনির্মাণ করা সম্ভব। আল্লাহতায়ালার বাণী : 'হে নবি! তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যার মাধ্যমে আপনি তাদেরকে পবিত্র ও বরকতপূর্ণ করবেন। (আয়াতাংশ, সূরা তাওবা : ১০৩)।

মহান আল্লাহ আমাদের জাকাতভিত্তিক সমাজ গড়ার তাওফিক দান করুন। পরিশেষে বলব, আমারা যদি বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখি, তাহলে আমাদের ব্যক্তিজীবন, পরিবারজীবন, রাষ্ট্রজীবন ও আন্তর্জাতিক জীবনের সর্বত্র রাসূল (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। যা বাস্তবিক অর্থে পৃথিবীতে আবার সোনালি যুগের সোনালি পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পারবে।

ইসলামের প্রথম জুমায় নবিজির ভাষণ

মোহাম্মাদ মাকছুদ উল্লাহ

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম জুমায় রাসূলুল্লাহ (সা.) যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার প্রতিটা শব্দ, বাক্যে রয়েছে বিপদগামী মুসলিম উম্মাহর জন্য অমূল্য দিকনির্দেশনা। চিন্তাশীল মানুষের জীবন পথের পাথেয়। অসুস্থ-দুর্বল আত্মার জন্য মহৌষধ আর মৃত আত্মার জন্য সঞ্জীবনী সুধা। বাংলা অনুবাদ তুলে ধরেছেন- মোহাম্মাদ মাকছুদ উল্লাহ

আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি, তাঁর সাহায্য চাচ্ছি, তাঁর কাছে ক্ষমা ও হেদায়াত প্রার্থনা করছি, আমি তাঁর প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস করি এবং তাঁর কুফরি করি না। বরং যে তাঁর কুফরি করে আমি তার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করি।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.)-তাঁর বান্দা ও রাসূল। যাকে তিনি হেদায়াত, আলোকবর্তিকা ও উপদেশসহ প্রেরণ করেছেন, এমন সময় যখন নবি ও রাসূলদের আগমন ধারা বন্ধ হয়ে গেছে, ধরাপৃষ্ঠে সত্যজ্ঞানের চর্চা অপ্রতুল হয়ে উঠেছে, মানুষ পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। আর মহাকালের ব্যাপ্তির শেষ পর্যায়ে কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে হেদায়াত লাভ করবে। আর যে তাঁদের অবাধ্য হবে, সে বিপথগামী হবে, সীমালঙ্ঘন করবে এবং মারাত্মকভাবে পথভ্রষ্ট হবে। আমি তোমাদের তাকওয়া অর্জনের উপদেশ দিচ্ছি। কারণ একজন মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের সর্বোত্তম উপদেশ হলো-সে তাকে পরকালের বিষয়ে উৎসাহিত করবে এবং তাকে তাকওয়ার গুণ অর্জন করতে বলবে।

অতএব, তোমরা ওইসব বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করো, যে বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের সতর্ক করেছেন। আর তাকওয়ার চেয়ে উত্তম উপদেশ ও তাকওয়ার চেয়ে কল্যাণকামিতা অন্য কিছু আর হতে পারে না। নিশ্চয়ই নিজের রবের প্রতি যথার্থ ভীতির মাধ্যমে যারা সত্যিকার তাকওয়া অর্জন করতে সক্ষম হবে, পরকালের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে এটা তাদের জন্য পূর্ণসহায়ক হবে।

আর যে ব্যক্তি কোনো বৈষয়িক স্বার্থ ছাড়া সম্পূর্ণ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজ জীবনের প্রকাশ্য ও গোপন সব বিষয়কে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সংশোধন করে নেবে, এটা তার জন্য পার্থিব জীবনে মর্যাদা ও সুনামের কারণ হবে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য হবে মহামূল্যবান সম্পদ, যখন মানুষ শুধুই আগে প্রেরিত সৎকর্মের মুখাপেক্ষী হবে। আর সে একান্তভাবে কামনা করবে যে, তার জীবনের সৎকর্ম ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে তার দূরত্ব যেন সীমাহীন হয়।

আল্লাহ মানুষকে নিজের সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল। মহান আল্লাহ সব ক্ষেত্রে সত্য বলেছেন, সব অঙ্গীকার অবশ্যই পূরণ করবেন। আর এতে কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না। কেননা মহান পরাক্রশালী আল্লাহ নিজেই বলেছেন, 'আমার কাছে কোনো কথার (অঙ্গীকারের) পরিবর্তন নেই আর আমি বান্দার ওপর জুলুমকারী নই'।

অতএব, তোমরা তোমাদের পারিপার্শ্বিক ও পারলৌকিক, প্রকাশ্য ও গোপন সব কাজে একমাত্র আল্লাহকে ভয় করো কেননা যে তাকওয়া অর্জন করে, আল্লাহ তার সব গুনাহ মাফ করে দেন এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। যে তাকওয়া অর্জন করে সে মহাসাফল্য লাভ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহর ভয় (তাকওয়া) মানুষকে আল্লাহর ক্রোধ, শাস্তি ও অসন্তোষ থেকে রক্ষা করে। নিশ্চয়ই তাকওয়া চেহারাকে আকর্ষণীয় করে, রবকে সন্তুষ্ট করে এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে। তোমরা তাকওয়ার যতটুকু অংশ দখল করতে পার, দখল করে নাও। আল্লাহর অধিকতর নিকটবর্তী হতে কোনো ত্রুটি করো না।

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের তাঁর কিতাবের জ্ঞান দান করেছেন এবং তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার পথ দেখিয়েছেন যাতে, কে সত্যাশ্রয়ী আর কে মিথ্যাবাদী তা স্পষ্ট হয়ে যায়। অতএব, মহান আল্লাহ তোমাদের ওপর যেভাবে অনুগ্রহ করেছেন, তোমরা তাঁর একনিষ্ঠ আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেদের উপযুক্ততা প্রমাণ করো।

মুসলিম শিশুর প্রথম পাঠ

তাহমিনা আক্তার

বাচ্চাদের শৈশবকাল হলো স্বচ্ছ কাচের মতো, যা পরে প্রতিফলিত হয়। এ বয়সেই তার পরিচয় বিকশিত হয়। তাই মুসলিম শিশুর প্রথম শিক্ষা হওয়া উচিত 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' তাওহিদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের পরিচয়। জন্মের পরপরই শিশুর ডান কানে আজান ও বাম কানে ইকামত দেওয়ার মাধ্যমে এ শিক্ষা শুরু করতে হয়। কিন্তু শিশু বেড়ে উঠার পরবর্তী ধাপগুলোতে দ্বীন শিক্ষা নিয়ে আমরা গাফিলতি করি।

সন্তানকে কুরআন শেখায় না এমন মা-বাবার হার যদি শতকরা ৭০ হয়ে থাকে তবে দ্বীন শেখায় না এদের হার শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ। নামাজ কীভাবে পড়বে তাও শেখায় না। হালাল-হারাম, পাক-নাপাক, ওজু-গোসল তো দূরের কথা। অথচ সন্তানকে দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শেখানো পিতা-মাতার ওপর ফরজ। এটা না শেখানো সন্তানের ওপর সবচেয়ে বড় জুলুম।

শিশুকে দুনিয়াবি বিষয়াদি যতটা গুরুত্বের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয়, দ্বীনি শিক্ষার ক্ষেত্রে ততটুকু গুরুত্ব দেওয়া হয় না। শিশুকে জেনারেল লাইনে পড়াশোনা করালেও আগে দ্বীনের শিক্ষা দেওয়া উচিত।

একটা শিশু একটা চারাগাছের মতোই। যেনতেনভাবে একটা চারা রোপণ করলেই যেভাবে ভালো একটা গাছের আশা করা যায় না, ঠিক তেমনিভাবে আমরা আমাদের সন্তানকে দ্বীনের শিক্ষা না দিয়ে বড় হলে দ্বীনদার হয়ে যাবে এমন আশা করা যায় না। দ্বীনদার হওয়ার জন্য ছোট থেকেই তাদের দ্বীনের শিক্ষা দিয়ে বড় করতে হবে, ঠিক যেভাবে দুনিয়া শেখানোর জন্য ছোট থেকেই আমরা তাদের দুনিয়াবি শিক্ষা দিতে থাকি।

ছোটদের দ্বীন শিক্ষার বিষয়ে আমাদের গাফিলতির পেছনে অবশ্য একটা বড়োসড়ো কারণ আছে আর তা হলো দ্বীন বলতে কী বোঝায় সেটা সম্পর্কেই আমরা অজ্ঞ। আমরা মনে করি কায়দা, আমপারা হয়ে কুরআন পড়া, কিছু দোয়া শেখা আর নামাজ শেখা, এই হচ্ছে দ্বীন। দ্বীনকে আমরা প্রায়ই ধর্মকর্মের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি। আমাদের বুঝতে হবে ধর্ম বলতে যা বোঝায়, দ্বীন বলতে তা বোঝায় না। দ্বীন হচ্ছে অনেক ব্যাপক একটা শব্দ, যার মধ্যে ধর্ম আছে। আমরা শিশুদের দ্বীন শিক্ষা দেব।

আমরা অবশ্যই তাদের কালিমা, নামাজ, কুরআন শেখাব তার পাশাপাশি তারা আল্লাহকে চিনবে, আল্লাহর রাসূলকে জানবে, সাহাবিদের জানবে। তারা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আল্লাহ প্রদত্ত আদেশ-নিষেধ জানবে ও মানবে। এভাবেই তাদের দ্বীনের ছাঁচে গড়ে তোলা হবে। এটাই হচ্ছে দ্বীন শিক্ষা।

সন্তানসন্ততি মহান আল্লাহতায়ালার দেওয়া অমূল্য সম্পদ। তাদের মাধ্যমেই আল্লাহতায়ালা বাবা-মাকে পরীক্ষা করবেন। আল্লাহতায়ালা বলেন-'আর জেনে রাখ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি অকল্যাণের সম্মুখীনকারী (মহাপরীক্ষা)। বস্তুত আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাসওয়াব।' (সূরা আনফাল : আয়াত ২৮)।

সুসন্তান যেমন মা-বাবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের বড় সম্পদ এবং সদকায়ে জারিয়া, তেমনি সন্তান যদি দ্বীনি শিক্ষা না পায় কবরে থেকেও মা-বাবাকে তার গুনাহর ফল ভোগ করতে হবে। সে সন্তানই তখন আল্লাহর দরবারে আপিল করবে যে আমাকে দ্বীনি শিক্ষা দেয়নি, তাদের দায়িত্ব পালন করেনি। তাই এ আমানতের হক আদায়ের প্রতি খুবই যত্নবান হতে হবে। হাদিস শরিফে এসেছে-'জেনে রেখ, তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ তার পরিবারবর্গের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাদের ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।' (সহিহ বুখারি ১/২২২ হাদিস ৮৯৩)।

বর্তমানে বেশির ভাগ মা-বাবা দুনিয়াবি বিষয়গুলো যেভাবে শিক্ষা দেয় আখিরাতকে, আল্লাহর বিধিবিধানকে ওইভাবে শিক্ষা দেয় না। বরং অনেক অভিভাবকই বাচ্চাদের খেলনাসামগ্রী মোবাইল ফোন দিয়ে দেয়, এতে করে বাচ্চারা কী শিক্ষা পায়?

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সূর্যদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
১০.০১.২৫ শুক্রবার	6:43	8:00	01:00	2:28	4:24	7:30
১১.০১.২৫ শনিবার	6:42	7:59	12:45	2:29	4:25	7:30
১২.০১.২৫ রবিবার	6:42	7:59	12:45	2:30	4:27	7:30
১৩.০১.২৫ সোমবার	6:41	7:58	12:45	2:32	4:28	7:30
১৪.০১.২৫ মঙ্গলবার	6:40	7:57	12:45	2:33	4:30	7:30
১৫.০১.২৫ বুধবার	6:39	7:56	12:45	2:35	4:31	7:30
১৬.০১.২৫ বৃহস্পতিবার	6:38	7:55	12:45	2:36	4:33	7:30

নামায শুরুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

বিসিবিতে বাড়ছে অন্তর্কোন্দল

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি) ছড়িয়ে পড়ছে অন্তর্কোন্দলের বিষবাষ্প। এরই মধ্যে নয়া পরিচালক নাজমুল আবেদিন ফাহিমের বিস্ফোরক মন্তব্যে তা প্রকাশ্যে চলে এসেছে। গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর বিসিবিতে এসেছে বড় পরিবর্তন। নয়া সভাপতি ফারুক আহমেদ দায়িত্ব নিয়েছেন। আগের

বেশির ভাগ বোর্ড পরিচালক আত্মগোপনে চলে যাওয়ায় এরই মধ্যে তাদের পদও বাতিল হয়েছে। মাত্র ১০ জন পরিচালক চালাচ্ছেন দেশের ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থাটি। যার সকল নিয়ন্ত্রণ সভাপতির হাতে। গেল ২১শে অক্টোবর দায়িত্ব নিয়ে এখনো স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো বন্টন করেননি তিনি। নিজের হাতেই রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলো। যার মধ্যে অন্যতম ক্রিকেট অপারেশন্স ও বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ (বিপিএল)। এতেই বাড়ছে ব্যর্থতা আর দাবি উঠছে নির্বাচন দিয়ে নতুন করে শুরুর। কিন্তু বিসিবি সভাপতি যথা সময়ে নির্বাচন করতে চান। একক ভাবে তার নিয়ন্ত্রণে থাকায় পরিচালকদের সঙ্গে বাড়ছে দূরত্ব। আগের বোর্ডে যারা ছিলেন তারা নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়েছেন। খুব প্রয়োজন না হলে কোনো কিছুতে নাক গলাচ্ছেন না। ফারুকের সঙ্গে নতুন পরিচালক হয়ে আসা নাজমুল আবেদিন ফাহিম কাজ করছিলেন বেশ তৎপরভাবেই। কিন্তু ফাহিম জানিয়েছেন কাজের পরিবেশ না পেলে সরে যেতে চান। শুধু তাই নয়, সভাপতি তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এছাড়াও সাবেক পরিচালক ও ক্রিকেট সংগঠকদের চাপ তো আছেই। যারা কিনা নতুন করে বিসিবিতে আসতে চান। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিসিবি'র এক সাবেক পরিচালক বলেন, 'এত দিন বিসিবি নিয়ে নানা অভিযোগ ছিল। কিন্তু যারা উপেক্ষিত তারা এখন বিসিবি'র হাল ধরতে মরিয়া। সবাই আশা করেছিল ফারুক আহমেদ হয়তো নতুন করে সবাইকে নিয়ে ক্রিকেটকে এগিয়ে নিবে। কিন্তু সেটি তিনি করছেন না, দায়িত্ব নিয়ে সংস্কারের জন্য যে কাজগুলো তার করার কথা ছিল তাও করেননি। পাপনের বোর্ডের পরিচালকদের সঙ্গে রেখে এককভাবে সব নিয়ন্ত্রণ করছেন। এতে ভেতরে ও বাইরে কোন্দল বাড়ছে।'

শুধু নাজমুল আবেদিন ফাহিমই নয়, বোর্ডে থাকা পরিচালকদের অনেকেই ফারুক আহমেদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখছেন। তাদের কেউ কেউ সরাসরি না হলেও জানিয়েছেন সভাপতির সঙ্গে তাদের দূরত্ব বাড়ার কারণ। তাদের একজন দাবি করেন, 'দেখেন আগে বোর্ড সভা হলে আমরা সব অ্যাজেন্ডা জানতে পারতাম চিঠির মাধ্যমে। কিন্তু এখন সেগুলো জানানো হয় না। স্ট্যান্ডিং কমিটি করে দেয়ার কথা ছিল অনেক আগেই। কিন্তু তিনি তা করেননি। খুব দরকার না হলে আমাদের মতামতও নেন না। যে কারণে আমরাও খুব প্রয়োজন না হলে কাজের বাইরে তার সঙ্গে যোগাযোগ করি না।' অন্যদিকে বিসিবি'র নয়া সভাপতির অন্যতম চ্যালেঞ্জ ছিল বিপিএলের ১১তম আসর আয়োজন। কিন্তু টিকিট নিয়ে বিতর্ক, অগোছালো আয়োজন, ছাড়াও তার নির্বাচিত নয়া ফ্র্যাঞ্চাজিদের ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক, ব্যাংক গ্যারান্টি এখন পর্যন্ত না দিতে পারা নিয়ে চলছে তুমুল আলোচনা সমালোচনা। ফরচুন বরিশাল ছাড়া আর কোনো দল বিসিবি নির্ধারিত ব্যাংক গ্যারান্টি দিতে পারেনি এখনো। যা দেখা হচ্ছে সভাপতির বড় ব্যর্থতা হিসেবেই। অভিযোগ রয়েছে দুর্বার রাজশাহী, ঢাকা ক্যাপিটালস ও চট্টগ্রাম কিংস- এই নতুন তিন দলের মালিকদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা যাচাই ছাড়াই তাদের ফ্র্যাঞ্চাইজি হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও টিকিট নিয়ে যে নতুন ব্যবস্থাপনা তৈরি করা হয়েছে তাতে বাড়ছে দিন দিন অসন্তোষ। টিকিট না পেয়ে ভাঙচুর, আন্দোলনের ঘটনাও ঘটছে। এ নিয়ে বিসিবি'র সাবেক এক পরিচালক অভিযোগ করে বলেন, 'বিপিএলের ১১তম আসর হ-য-ব-র-ল হওয়ার কারণ সভাপতি সব কিছুই নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন।'

অন্যদিকে বিসিবিকে ঢেলে সাজাতে নির্বাচন দিয়ে নতুন কমিটি আনার দাবি দিন দিন জোরালো হচ্ছে। ১৬ বছর ক্রিকেট থেকে দূরে থাকা অনেক ক্রিকেট সংগঠক এখন বিসিবিতে ভিড় জমাচ্ছেন নতুন করে বোর্ডে আসার জন্য। কারো কারো দাবি পুরনো বোর্ড ভেঙে দিয়ে অ্যাডহক কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর। বিশেষ করে জানা গেছে ক্রিকেট সংগঠক ছাড়াও সাবেক পরিচালক ও উপেক্ষিতরা এখন নির্বাচনের জন্য মরিয়া। তাদের চাওয়া নতুন করে নির্বাচনের মাধ্যমে বিসিবিকে নতুন পথে নিয়ে যাওয়া। সব মিলিয়ে বিসিবি এখন বেশ উত্তপ্ত। এতে অনেকটাই কোনঠাসা হয়ে পড়ছেন নয়া সভাপতি ফারুক আহমেদ। অন্তর্কোন্দল ও বাইরের চাপ বাড়ছে যার প্রভাব পড়তে পারে ক্রিকেটেও। এমনকি নয়া সভাপতির ব্যর্থতায় অসন্তোষ জানিয়েছে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কর্তারাও। যার সমাধান শুধুমাত্র নির্বাচনেই হতে পারে বলে মনে করেন অনেক ক্রিকেট বোদ্ধা।

বিদায়ের বাজনা সালাহ-আর্নাল্ডের হৃদয়ে

পোস্ট ডেস্ক : লিভারপুল ভক্তদের মন খারাপ করে দিয়েছেন মোহামেদ সালাহ। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে পরীক্ষায় লিগের দ্বিতীয়ার্ধ শুরু করবেন অলরেডরা। তার আগে শেষের বার্তা দিয়েছেন মিসরীয় তারকা। জানিয়ে দিয়েছেন, এটাই লিভারপুলে তাঁর শেষ মৌসুম। তাঁর মতো রাইট ব্যাক ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নাল্ডেরও অলরেডদের জার্সিতে শেষ মৌসুম হতে পারে।

শীতকালীন দলবদলের বাজার উন্মুক্ত হতেই স্কাই স্পোর্টসকে সালাহ বলেছেন, 'আমি লিভারপুলের হয়ে লিগ শিরোপাটা জিততে চাই। খুব করে চাই যেন লিগ চ্যাম্পিয়ন হতে পারি। কারণ সম্ভবত আগেরবার (২০১৯ সালে করোনার কারণে) আমরা ঠিকমতো উদযাপন করতে পারিনি। কিংবা এটা ক্লাবের হয়ে আমার শেষ মৌসুম, সে জন্যও হতে পারে।' এদিকে আর্নাল্ড মৌসুম শেষে ফ্রি এজেন্টে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিতে চান বলেও খবর। তিনিও চাইবেন লিগ শিরোপা জিততে।

শিরোপার লড়াইয়ে লিভারপুল অনেকটাই এগিয়ে গেছে। এক ম্যাচ কম খেলে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা আর্সেনালের চেয়ে ৬ পয়েন্ট এগিয়ে অলরেডরা। কাগজে-কলমে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডও বড় দল। লিভারপুলের সঙ্গে দীর্ঘ দৌরাত্ম্য থাকলেও চলতি মৌসুমে খুব বাজে সময় পার করছে রেড ডেলিভসরা। কোচ টেন হাগকে ছাঁটাই করেও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। যে কারণে অ্যানফিল্ডে পয়েন্ট টেবিলে ১৪ নম্বরে থাকা ম্যানইউর নামের প্রতি সুবিচার করাই হবে বড় চ্যালেঞ্জ।

চলতি মৌসুমে এরই মধ্যে প্রথম লেগে ম্যানইউকে ওল্ড ট্রাফোর্ডে ৩-০ গোলে হারিয়ে এসেছেন আর্নে স্লট। দ্বিতীয় লেগেও পুরো দলকেই পেতে যাচ্ছেন ডাচ কোচ। জোয়েল গোমেজ ইনজুরিতে পড়লেও ইব্রাহিম কোনাতে ও কনর ব্রাডলি ইনজুরি কাটিয়ে মাঠে ফিরতে পারেন। কোচ স্লট জানিয়েছেন, গোমেজ ছাড়া সবাই খেলতে প্রস্তুত। ম্যানইউ কোচ আমোরিমও এদিন দলে পেতে যাচ্ছেন অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেজ ও ম্যানুয়েল উগার্টেকে। তারা নিউক্যাসলের বিপক্ষে ম্যাচে নিষেধাজ্ঞায় ছিলেন। অ্যানফিল্ডে হারলে অবনমনের শঙ্কা প্রকট হবে ম্যানইউর।

৮ বছর পর সুপার কাপ এসি মিলানের

পোস্ট ডেস্ক : টানা তিনবার ইতালিয়ান সুপার কাপ জয় করে শিরোপাটিকে প্রায় নিজেদের সম্পত্তিতে পরিণত করেছিল ইন্টার মিলান। তবে এবারের ফাইনালে এসি মিলানের বিপক্ষে ২-০ গোলে এগিয়ে গিয়েও অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনের সামনে হার মানতে হলো তাদের। রোমাঞ্চকর এই ম্যাচে ইন্টারকে ৩-২ গোলে হারিয়ে ২০১৬ সালের পর প্রথমবার সুপার কাপ জিতল এসি মিলান।

সোমবার রাতে সৌদি আরবের রিয়াদে আল-আওয়াল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালের প্রথমার্ধ প্রায় গোলশূন্যভাবে শেষ হতে যাচ্ছিল। তবে যোগ করা সময়ে আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার লাউতারো মার্টিনেজ ইন্টারের হয়ে গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। প্রতিপক্ষের দুই ডিফেন্ডারের বাধা কাটিয়ে বাঁ পায়ের শটে বল জালে জড়ান তিনি।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান বাড়ায় ইন্টার। ম্যাচের ৪৭ মিনিটে ইরানি ফরোয়ার্ড মেহদি তারেমি বল জালে পাঠিয়ে ইন্টারের লিড ২-০ করেন। তবে এখান থেকেই ঘুরে দাঁড়ায় এসি মিলান। ৫১ মিনিটে ফরাসি ডিফেন্ডার থিও এর্নান্দেজ বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া চমৎকার ফ্রি-কিকে ব্যবধান কমান। এরপর নির্ধারিত সময়ের ১০ মিনিট বাকি থাকতে মার্কিন ফরোয়ার্ড ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচের গোলে সমতায় ফেরে এসি মিলান।

ম্যাচ যখন অতিরিক্ত সময়ে গড়ানোর পথে, ঠিক তখনই বদলি খেলোয়াড়দের নৈপুণ্যে শিরোপার ভাগ্য নির্ধারণ হয়। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে রাফায়েল লেয়াওয়ের নিখুঁত পাস থেকে ইংলিশ স্ট্রাইকার ট্যামি আব্রাহাম কাছ থেকে ফাঁকা জালে বল পাঠান।

দুই স্তরের টেস্ট নিয়ে চলতি মাসেই আইসিসির বৈঠক

পোস্ট ডেস্ক : ক্রিকেটে 'বিগ থ্রি' হিসেবে পরিচিত তিন দেশ ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। নিজেদের মধ্যে আরও বেশি বেশি টেস্ট খেলতে চায় এই তিন দেশ। আর তাই সাদা পোশাকের ক্রিকেট দুই স্তরের কাঠামো চায় 'বিগ থ্রি'। আর এ বিষয়ে চলতি মাসের শেষ দিকে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান আইসিসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। সংশ্লিষ্ট দুটি সূত্রের বরাতে এমন খবরটি প্রকাশ করেন অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম সিডনি মর্নিং হেরাল্ড।

দুই স্তরের টেস্ট চালু হলে র‍্যাংকিংয়ের পেছনের দিকে থাকা বাংলাদেশ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আফগানিস্তান, জিম্বাবুয়ের মতো দলগুলো দ্বিতীয় স্তরে থাকবে। অস্ট্রেলিয়া, ভারতের মতো বড় দলগুলোর সঙ্গে টেস্ট খেলার সুযোগ থাকবে না।

সিডনি মর্নিং হেরাল্ডের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সদ্য শেষ হওয়া অস্ট্রেলিয়া-ভারতের বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে দর্শকের বিপুল সাড়া দেখে দেশ দুটি ও আইসিসি দ্বিস্তর নিয়ে উৎসাহী। অস্ট্রেলিয়ার পাঁচটি ভেন্যুতে হওয়া ম্যাচগুলোয় মোট ৮ লাখ ৩৭

অবাক গাভাস্কার

পোস্ট ডেস্ক : ১০ বছর পর বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। আড়াই দিনে সিডনি টেস্ট জিতে ভারতকে ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ হারিয়েছে অজিরা। এই জয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও জায়গা করে নিয়েছেন কামিন্সের দল।

এই সিরিজ শেষে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। নিজের নামে সিরিজ, অথচ পুরস্কার বিতরণীতে ডাকই পেলেন না। যে দুজনের নামে অস্ট্রেলিয়া-ভারত টেস্ট সিরিজের নামকরণ, তাদেরই একজনের কাছে থেকে এসেছে অভিযোগ। সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এসসিজি) পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ডাকা হয় শুধু অ্যালান বোর্ডারকে।

সিরিজজয়ী অধিনায়ক অস্ট্রেলিয়ার প্যাট কামিন্সের হাতে বোর্ডারই ট্রফি তুলে দেন। অন্যদিকে সুনীল গাভাস্কারকে পুরস্কার বিতরণীতে ডাকাই হয়নি! যা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন ভারতীয় কিংবদন্তি। শুধু বিস্ময় নয়, কিছুটা ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন তিনি।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের হাতে ট্রফি তুলে দেন অ্যালান বোর্ডার। সিরিজ শেষে অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম এবিসি স্পোর্টকে গাভাস্কার বলেন, 'পরিস্থিতি কী হতে চলেছে, তা আমাকে সিডনি টেস্ট শুরুর আগমুহূর্তে জানানো হয়েছে। আমাকে বলা হয়েছে, ভারত

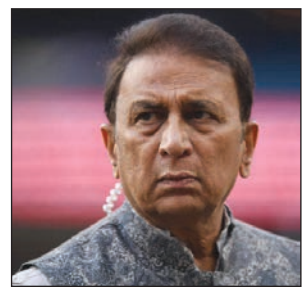

যদি সিরিজ জিততে অথবা ড্র করতে না পারে, তাহলে আমাকে তাদের দরকার নেই। এ নিয়ে আমার দুঃখ নেই। তবে আমি অবাকই হয়েছি। এটা বোর্ডারগাভাস্কার ট্রফি, দুজনেরই সেখানে থাকা উচিত ছিল।'

অস্ট্রেলিয়ার আরেকটি সংবাদমাধ্যম কোড স্পোর্টসকেও ভারতীয় এই কিংবদন্তি বলেন, 'এমন নয় যে আমি এখানে নেই। আমি তো মাঠেই আছি। অস্ট্রেলিয়া সিরিজ জিতেছে, তাই আমি সেখানে থাকতে পারব নাড়্যাপারটা এমন হওয়া উচিত হয়নি। এখানে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান মুখ্য বিষয়। ওরা (অস্ট্রেলিয়া) আমাদের চেয়ে ভালো ক্রিকেট খেলেছে, তাই জিতেছে। এটা ঠিক আছে। কিন্তু আমি একজন ভারতীয় হওয়ার কারণে ট্রফি দিতে পারলাম না। অ্যালান বোর্ডার আমার ভালো বন্ধু। তাকে সঙ্গে নিয়ে ট্রফি দিতে পারলে আমার ভালো লাগত।'

“বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রাপ্তির ব্যর্থতা- বিশ্লেষন ও পর্যালোচনা”

ড. ফজলে এলাহী মোহাম্মদ ফয়সাল

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কোন দেশ অর্থনীতিকভাবে ধনী অথবা দরিদ্র সেটা নির্ভর করে সে দেশের সম্পদ এবং উৎপাদনের উপর। বিশ্বের শিল্পে উন্নত দেশসমূহ বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। শিল্পখাতে বিনিয়োগ করা সম্ভব হলে কর্মসংস্থান, রপ্তানী, উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাস পায় এবং সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত হয়। দক্ষিণ কোরিয়া অর্থনীতিক উন্নতির পেছনে দেশীয় উদ্যোগতাগনের এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের বিরাট ভূমিকা ছিলো। মালোয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশ বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণকে আকৃষ্ট করে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি লাভ করছে। বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণকে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করানো যেকোন উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে দেশে প্রায় ১৫ লাখ থেকে ১৮ লাখ উচ্চ শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠী রয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এবং বিরাট পরিমান বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণকে আকৃষ্ট করে দেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে শিল্প কারখানা গড়ে তোলার বিষয়টি এ মুহূর্তে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিষয়টি একটি সহজ উদাহরণের মাধ্যমে আলোচনা করা যাক। মনে করি, সিলেট শহরের পাঁচ হাজার জন উচ্চ শিক্ষিত বেকার যুবক রয়েছেন। আরও মনে করি, বেকার থাকা অবস্থায় প্রতি জন চাকুরীপ্রার্থী গড়ে প্রতি মাসে চার হাজার টাকা খরচ করে থাকেন। এর ফলে সিলেট শহরে প্রতি মাসে চাকুরী প্রার্থীগন খরচ করেন মাত্র দুই কোটি টাকা। বাসা ভাড়া এবং পরিবহন খরচ বাবদ প্রায় নব্বই লাখ টাকা বাদ দিলে বাকী এক কোটি দশ লাখ টাকায় নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন চাল, ডাল, আটা, তেল, পিয়াজ, শাক-সবজি, মাছ, মাংস, ইত্যাদি ক্রয় করেন এবং বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, এই প্রায় এক কোটি দশ লাখ টাকা চলে যায় বাজারের বিক্রেতা এবং মুদি দোকানীর কাছে। বিক্রয়কৃত পন্যের লাভের অংশ দিয়ে বাজারের বিক্রেতাগণ এবং মুদি দোকানীগণও তাঁদের নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে থাকেন। এখন মনে করি, জাপান, চীন ও দক্ষিণ-কোরিয়ার বিনিয়োগকারীগণ সিলেটে মোটর সাইকেল, গাড়ী ও ইলেকট্রনিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কারখানা স্থাপন করে পণ্যসামগ্রী উৎপাদন শুরু করলো এবং মনে করি, প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঁচ হাজার বেকার চাকুরী প্রার্থীর কর্মসংস্থানের সুযোগ পেল। চাকুরী পাবার পর যদি প্রতি জনের গড় বেতন ষাট হাজার টাকা হয় এবং সঞ্চয়ের পর তাঁরা যদি গড়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করেন তবে প্রতি মাসে শহরের অর্থনীতিতে সংযোগিত হচ্ছে পচিঁশ কোটি টাকা। এ টাকা খরচের ফলে হোটেল-রেস্টুরেন্ট, পোশাক, প্রসাধনী, পর্যটন প্রভৃতি খাতে ব্যবসা-বানিজ্য বৃদ্ধি পাবে এবং এসকল খাতে কর্মসংস্থান এবং বিক্রয় বৃদ্ধি পাবে। এভাবে বৈদেশিক বিনিযোগের ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, বেকারত্ব হ্রাস, ব্যবসা-বাণিজ্য, এবং ক্রয়-বিক্রয় বৃদ্ধি পাবে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ফলে সামগ্রিক দারিদ্রতা হ্রাস পাবে। এ জন্য আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগনকে আকৃষ্ট করা এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্প কারখানা বৃদ্ধি করে উৎপাদন ও রপ্তানী বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বেকারত্ব হ্রাসের বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমরা তেমনভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণকে আকৃষ্ট করতে পারছি না অথবা বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ আমরা তেমনভাবে বৃদ্ধি করতে পারছি না। ২০২৩ সালে চীন, ভারত, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ায় প্রাপ্ত বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমান ছিলো যথাক্রমে ১৬৩.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৭০.৯৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৩৬.৬ বিলিয়ণ মার্কিন ডলার এবং ২১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অপরদিকে, বাংলাদেশে প্রাপ্ত বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমান ছিলো মাত্র ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অনেক সময় বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণ বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুমোদন পাবার ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় লেগে যাবার ফলে এবং সম্ভাব্য বিনিযোগকারীগণ হতাশ হয়ে অন্য দেশে বিনিয়োগের চেষ্টা করেন। বাংাদেশে ছাড়াও বিশ্বের অনেক দেশে বিনিয়োগের সুযোগ থাকার ফলে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীগন বিনিয়োগের উপযুক্তি স্থান হিসেবে অন্য দেশকে বিবেচনায় এনে থাকেন এবং আমাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বেকারত্ব হ্রাস ও রপ্তানী বৃদ্ধির সুযোগগুলো নষ্ট হয়ে যায়। দেশের স্বার্থেই এই দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশে সম্পত্তির টাইটেল পরিবর্তন করতে গড়ে ২৭১ দিন লেগে যায় যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একই কাজের জন্য গড়ে প্রয়োজন হয় মাত্র ৪৭ দিন। বাংলাদেশে কোর্টের মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিতর্কের মিমাংসা হতে গড়ে প্রায় ১৪৪২ দিন লেগে যায় যা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে গড়ে ৫৭০ দিন প্রয়োজন হয়। কোন নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অথবা কারখানায় বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে প্রয়োজন হয় ১৫০ দিন যা মালোশিয়ার ২৪ দিন, সিঙ্গাপুর ৩০ দিন এবং ভিয়েতনামে ৩১ দিন প্রয়োজন হয়। বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগন আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স সংগ্রহ করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয় বলে অভিযোগ করেন। বিভিন্ন জটিলতা এবং অনুন্নত অবকাঠামোর কারণে ব্যবসা পরিচালনার খরচ বেশী বলে বিনিয়োগকারীগণ মনে করেন। যদিও ইতিমধ্যে বিনিয়োগ সংক্রান্ত আইন, কর সুবিধা, স্পেশাল ইকোনোমিক

জোনের সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি গঠনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তবুও বৈদেশিক বিনিয়োগ আশা অনুযায়ী আশা অনুযায়ী বৃদ্ধি পাচ্ছে না। আমতান্ত্রিক জটিলতা ছাড়াও অনুন্নত আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, অপর্যাপ্ত গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, দূর্নীতি, শ্রমিকগণের অপেক্ষাকৃত কম কর্মক্ষমতা, ব্যবসায়িক সুশাসনের অভাব, অনুন্নত অর্থবাজার, পুঁজি ও মূদ্রা বাজার, জটিল কর কাঠামো, কাচাঁমাল, মেশিন ও সরঞ্জামাদী আমানদানীর ক্ষেত্রে আমদানী শুল্কের বারবার পরিবর্তন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশ কাঙ্খিত বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমান বৃদ্ধি করতে পারছে না। নতুন নতুন শিল্প কারখানা তৈরীর সময় বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের তীব্র সংকট পরিলক্ষিত হয়। কর্মক্ষম, দক্ষ এবং উপযুক্তি জনবলের অভাবও আমাদের দেশের একটি বড় সমস্যা। অনেক সময় প্রতিষ্ঠানগুলো উপযুক্ত জনবল না পাবার ফলে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ থেকে দক্ষ জনবল আনতে বাধ্য হয় এবং অপর দিকে উপযুক্ত যোগ্যতা না থাকার ফলে চাকুরী প্রার্থীগণ চাকুরী পেতে সক্ষম হচ্ছেন না। উপযুক্ত চাকুরীর ক্ষেত্রের সাথে শিক্ষাব্যবস্থার সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, জাপান অথবা দক্ষিণ কোরিয়া যদি ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স যাতে অথবা অটোমোবাইল সেক্টরে বিনিয়োগ করতে চায় তবে প্রচুর পরিমান ইঞ্জিনিয়ারে প্রয়োজন হবে এবং কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিগণের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। সেক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট অথবা টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল এডুকেশন সেন্টারের প্রয়োজন হবে। আমাদের দেশে টেক্সটাইল ইন্ডাষ্ট্রি, গার্মেন্টস ইন্ডাষ্ট্রি, টেলিযোগাযোগ সেক্টর, পোলট্রি, ইনফেরমেশন টেকনোলজি সেক্টরে প্রচুর সংখ্যক বিদেশী নাগরিক কর্মরত রয়েছেন। বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য সম্ভাব্য খাত হিসেবে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, গার্মেন্টস সেক্টর, ঔষধ শিল্প, টেক্সটাইল সেক্টর, ফুড প্রসেসিং ইন্ডাষ্ট্রি, ইলেকট্রিকাল ও ইলেকট্রনিক্স শিল্প, অটোমোবাইল সেক্টর ইত্যাদিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বাংলাদেশে বৈদেশিক এবং দেশীয় উদ্যোগতাগণের বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ বিনিযোগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অথরিটি (বেপজা) এবং বাংলাদেশ ইকোনোমিক জোন অথরিটি (বেজা) এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলোর কার্যকর পদক্ষেপ সমূহের উপর দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করছে। বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম এমন দুটি সূচক ই.ডি.বি (ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস) এবং জি.সি.আই (গ্লোবাল কমপেটিটিভনেস ইনডেক্স)- এ বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে। অনেক অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো দ্রুত সেবা প্রদানের জন্য “ওয়ান স্টপ সার্ভিস” চালু করার পরও কাঙ্খিত বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমান বাড়ছে না। বাংলাদেশের পোর্টগুলোতে কার্গো এবং কনটেইনার সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা এবং লজিস্টিক সহায়তা উন্নত নয়। বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণ এ বিষয়গুলো মূল্যায়ন করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগনের সাথে ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সম্পৃক্ত সরকারী কর্মকর্তাগনের ব্যবহার ও আচরণ সন্তোষজনক নয়। অনেক সময় সরকারী কর্মকর্তাগণের বিনিয়োগবান্ধব আচরণ অথবা বিনিয়োগে সহায়ক আচরন পরিলক্ষিত হয় না। আমাদের দেশের আইনি অবকাঠামোর আরও উন্নয়ন প্রয়োজন। এ সমস্যাগুলার কারনে সম্ভাব্য বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণের মনে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে পরিকল্পনাহীন সিদ্ধান্তের ফলে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীগণ উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। এছাড়াও সিদ্ধান্ত গ্রহনে অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব করা একটি উল্লেখ্যযোগ্য সমস্যা। মালদ্বীপ এবং শ্রীলংকা বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে সম্ভাব্য বিনিয়োগের খাতসমূহকে ফোকাস করে কার্যকর পরিকল্পনা, পলিসি এবং আইন তৈরী করেছে। আমাদের দেশে বৈদেশিক বিনিযোগকারীগণকে আকৃষ্ট করার জন্য এবং সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীগণ যেন প্রয়োজনীয় সব তথ্য এবং সেবা পেয়ে থাকেন এ জন্য কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার (সেন্টাল ডিপোজিটারী) প্রয়োজন। ধারাবাহিক এবং অনুমানযোগ্য বিনিয়োগবান্ধব কর কাঠামো গঠন করা সম্ভব হলে দেশে করের মাধ্যমে রাজস্ব এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ উভয়ই বৃদ্ধি পাবে। বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যকর নীতি গ্রহনের ক্ষেত্রে গভীরভাবে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষন করা প্রয়োজন। দেশে প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে ইকোনোমিক জোন করা যেতে পারে। জটিল কাস্টমস্ প্রক্রিয়ায় কারণে কাচাঁমাল আনয়নে এবং ছাড়পত্র সংগ্রহে বেশী সময় লেগে যায় এবং এর ফলে বিনিযোগকারীগণ ভোগান্তির সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এ সংক্রান্ত ভোগান্তি হ্রাস করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করা দরকার। নৈতিকতা, সুশাসন এবং কার্যকর পদক্ষেপ দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরীতে সহায়তা করে। দেশে সম্ভাব্য বৈদেশিক বিনিয়োগের খাতগুলো যথাযথভাবে সনাক্ত করার পর আগ্রহী বিনিযোগকারীগণকে খুঁজে বের করা প্রয়োজন এবং যে সেকল বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণ ইতিমধ্যেই বিনিয়োগ করেছেন তাদের যথাযথ যত্ন নেয়া একান্ত প্রয়োজন এবং সর্বদা বিনিয়োগকারীগণকে নৈতিকভাবে সন্তুষ্ট রাখা প্রয়োজন। কিছু দিন পূর্বে সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি কর্তৃক আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে দক্ষিণ কোরিয়ার এম্বেসীর বানিজ্যিক সেকশনের ডায়রেক্টর জেনারেল জনাব সামসো কিম প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছিলেন এবং সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ আমরা হয়েছিলো। তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যকে শুল্কমুক্ত করার পরামর্শ দেন। বিমানবন্দর অথবা সমুদ্র বন্দরে বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্যার দ্রুত সমাধানে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণকে সহায়তার জন্য “র‍্যাপিড এ্যাকশন সেল”- গঠন করার পরামর্শ প্রদান করেন। উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন দ্রব্যের স্থানান্তর প্রক্রিয়া আরও কার্যকর করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। বিভিন্ন ডকুমেন্ট, লাইসেন্স, ফি ইত্যাদি প্রক্রিয়ার জন্য বেপজার “ওয়ান সার্ভিস পয়েন্ট” পদ্ধতি চালু করা উচিৎ বলে তিনি মতামত প্রদান করেন। এছাড়াও ই.পি.জেড গুলোতে বিনিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত করা প্রয়োজন। ই.পি.জেড-গুলোতে গুদামজাতকরণের প্রক্রিয়াগুলো আরও শক্তিশালী হওয়া দরকার। মীরসরাই ইকোনোমিক জোনের গুরুত্ব জনাব সামসো কিম তুলে ধরেন। ইতিপূর্বে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত জনাব পার্ক ইয়ং-সিক বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের জনগনকে বেশী পরিমাণ বাংলাদেশী পণ্য ক্রয় এবং ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান করেন। দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগকারীগনের মাধ্যমে বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য সম্ভাব্য খাতগুলো হচ্ছে জাহাজ নির্মান শিল্প, সেমিকন্ডাক্টর নির্মান, অটোমোবাইল সেক্টর, রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন ইত্যাদি। ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, মালোয়েশিয়া ইত্যাদি দেশসমূহ যে সকল কারণে এবং যে পদক্ষেপসমূহের কারণে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে সেগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষন করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত কম বৈদেশিক বিনিযোগ পাবার কারণসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে দীর্ঘমেয়াদী কার্যকর পরিকল্পনা প্রনয়ণ এবং যথাযথা পদক্ষেপ গ্রহন একান্তভাবেই প্রয়োজন। দেশের ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদন ও রপ্তানী বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণকে আকৃষ্ট করা ও বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রাপ্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করে শিল্প কারখানা বৃদ্ধি করা একটি অপরিহার্য বিষয়। দেশে বেকার সমস্যা সমাধান হোক, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হোক, দারিদ্রতা দূর হোক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরও গতিশীল হোক-এই আশা রইলো। বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণকে আকৃষ্ট ও সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে সময় উপযোগী, যৌক্তিক ও কার্যকর পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবে এই প্রত্যাশাই করছি।

 # অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Unsafe asylum accommodation puts mothers and babies at risk

Post Desk : A recent report by the Durham Infancy & Sleep Centre at Durham University and the charity Amma Birth Companions assesses the health, safety and well-being of babies and their mothers in dispersal asylum accommodation in Glasgow.Durham Infancy & Sleep Centre and Amma Birth Companions held interviews and focus group with asylum-seeking mothers to understand their experiences of dispersal accommodation and what it was like to look after babies and toddlers in these places.

Overall, the report finds that women with babies navigating the UK asylum process are being placed in substandard accommodation in unsafe locations where they and their babies are at risk in multiple ways. Inadequate housing negatively affected the health, wellbeing, and safety of mothers and babies, causing feelings of stress and depression on a daily basis.

The report states: "Sources of stress included anti-social behaviour and hate speech from neighbours, along with experiences of hostility and racism from housing staff. The designated systems for seeking help were inefficient, and often hampered by dismissive or obstructive responses from staff. The resources wasted by housing providers in terms of staff time and client time led to feelings of anger, outrage, and frustration amongst participants."

Researchers found the asylum housing system "appears to weaponise incompetence" and housing provider staff regularly used fear as a tactic to suppress attempts of asylum-seeking mothers to make complaints or assert their rights.

"For these participants in Glasgow, relationships with housing officers were universally stressful. In some cases housing officers were directly hostile, with participants recounting incidents of bullying, fear-mongering, and lying. When housed in an unsafe area, one participant described having repeatedly requested to be moved with no success," the report notes.

Threats of relocation elsewhere in the UK were described by multiple women as a strategy used by housing officers and managers to dissuade residents from making or escalating complaints about the accommodation.

Women spoke about the unsafe and unsanitary conditions in which they lived with their infants, with common complaints about broken fixtures and flimsy furniture that put toddlers and small children at risk. Some women reported being housed in unsafe areas where they were subjected to hate speech, threats, and anti-social behaviour. Durham Infancy & Sleep Centre and Amma Birth Companions found all of these factors made infant care challenging, with mothers suffering from distraction, exhaustion, stress, and depression that negatively impacted baby safety.

The report highlights: "Mothers' and babies' safety and health are compromised by direct factors such as poor location and accommodation, and by indirect factors such as maternal stress and depression that are exacerbated by difficult living conditions and compromise mothers' ability to look after their children. This was starkly highlighted when one participant revealed that she had recently chosen to terminate a pregnancy as she felt she could not cope with caring for another baby in her current living conditions."

Durham Infancy & Sleep Centre and Amma Birth Companions make a number of recommendations in the report for improved conditions and support for mothers with babies and small children seeking asylum. Key measures include ensuring all accommodation meets safety and habitability standards. Additional recommendations highlight the importance of respectful communication and privacy from housing officers, the prohibition of intimidation tactics, and compliance with national accommodation standards.

Channel deaths reach record high

Post Desk : The Refugee Council released a new report this week highlighting the tragic loss of life in the English Channel in 2024 and calling for a new approach in 2025, with more safe and legal routes to be made available for refugees to reach the UK.According to the report, at least 69 people died attempting to cross the Channel, making it the deadliest year on record for such crossings. The 69 deaths are more than the combined total between 2019 and 2023, during which time 59 people died. There is, however, no official data published on the number of people who die trying to reach the UK, and there have been no official investigations into why the number of people dying in the Channel grew so significantly in 2024.

The Refugee Council attributes the rise in deaths to several factors, including an increase in the average number of people per boat, the growing use of unseaworthy vessels, and the expansion of launch sites along the French coast.

The report states: "The change is almost certainly a result of UK and French government attempts to disrupt the criminal gangs who profit from the dangerous journeys and the focus on enforcement as the principal way of doing this. ... Despite the link between increased enforcement and the rise in deaths being accepted, there has been no public statement from the UK Government regarding any plans to mitigate that impact. The new Government has focused on disrupting the criminal gangs further, but the various statements and policy documents since the election have not mentioned plans to, for example, bolster search and rescue capacity along the French coast."

In concluding, the report calls for steps be taken to improve the search and rescue capacity in the Channel, particularly close to the French coast, and for the UK Government to prioritise creating a clear strategy for more safe and legal routes.

The Refugee Council also recommends that the British and French governments should collect and publish quarterly data on Channel deaths, including information on age, sex, and nationality of the fatalities where known.

Enver Solomon, CEO of the Refugee Council, stated: "More safe and legal routes are needed to provide a lifeline for those fleeing war and persecution. The success of the Ukraine schemes shows that when safe alternatives exist, refugees use them and don't resort to incredibly dangerous journeys across the Channel. ... The Government needs to take a different approach if it is to ensure everything possible is done so that 2025 does not see a repeat of last year's devastating loss."

Meanwhile, the UK Government announced this week that a major overhaul of serious crime laws will allow immediate action to be taken against people smuggling gangs. The Home Office says new Interim Orders will make it easier and faster for law enforcement to impose restrictions on suspects, even before a conviction. These measures aim to disrupt serious and organised crime at an early stage, strengthening efforts to prevent further criminal activity while investigations and prosecutions continue.

Home Secretary Yvette Cooper said: "Dangerous criminal people-smugglers are profiting from undermining our border security and putting lives at risk. They cannot be allowed to get away with it. Stronger international collaboration has already led to important arrests and action against dangerous gangs over the last few months. We will give law enforcement stronger powers they need to pursue and stop more of these vile gang networks."

If Imparting A Fair Election Is On Dr Yunus Government's Scoreboard, Why Upsetting Brit Bangladeshis?

By Shofi Ahmed

The interim government led by Dr. Muhammad Yunus has made it abundantly clear that its principal agenda is to pave the way for a fair and democratic election in Bangladesh. This is a commendable and noble pursuit, one that has garnered widespread support both within the country and internationally. However, some of the recent actions taken by the Yunus government in Britain raise troubling questions and may undermine the very objectives they seek to achieve.

The decision to hike the No Visa Required (NVR) fee for Bangladeshi nationals visiting the UK without prior notice has been met with considerable consternation within the British-Bangladeshi community. This community, comprising a significant diaspora, is a vital economic and social link between the two nations. They are not only a source of substantial remittances but also active participants in the development of Bangladesh, both through investment and the sharing of expertise.

Compounding the frustration of the British-Bangladeshis is the announcement to close the Biman Airlines' Manchester to Bangladesh flight. The government's reasoning, that the route is operating at a loss, is understandable. However, this move can be seen as a disregard for the convenience and accessibility that the community has come to rely on. Afterall, the British-Bangladeshi community is not only a crucial source of revenue for the national carrier, but also a driving force behind the growing economic ties between the two countries.

One potential solution that the Yunus government could explore to boost Biman Airlines' profitability on the Manchester to Bangladesh route is to establish strategic partnerships with other airlines. This would enable the national carrier to offer connecting flights from various UK cities, thereby expanding its customer base and increasing its revenue potential.

Consider the following example: Biman Airlines could form a codeshare agreement with a major British carrier, such as British Airways or Virgin Atlantic. This would allow Biman to sell tickets for flights originating from cities across the UK, with a connection in Manchester before the final leg to Bangladesh. By leveraging the extensive domestic networks of these British airlines, Biman would be able to tap into a much larger pool of potential customers, drawing in passengers from a wide range of UK cities. This would not only boost the occupancy rates on the Manchester to Bangladesh route but also generate additional revenue through ticket sales and potentially increased cargo transportation. Furthermore, such partnerships could also provide opportunities for joint marketing and promotional efforts, further enhancing Biman's visibility and appeal among the British-Bangladeshi community and the wider UK travelling public.

The Yunus government's willingness to explore innovative solutions, such as this, would demonstrate a strategic and forward-looking approach to managing the national carrier's operations. Rather than abruptly closing the Manchester route, a more prudent course of action would be to investigate ways to make it profitable and sustainable, ultimately benefiting both the British-Bangladeshi community and the Bangladeshi economy as a whole.

If such options have been exhausted, then the question arises as to why the government is not willing to wait for the next elected administration to make this decision. The Yunus government's commitment to a fair and democratic election is undoubtedly admirable, and their efforts to ensure a level playing field are commendable. However, it is essential that this commitment be reflected not only in the domestic arena but also in the treatment of the country's diaspora. Ensuring the active participation and engagement of the British-Bangladeshi community in the electoral process would not only strengthen the legitimacy of the upcoming elections but also foster a sense of ownership and investment in the future of the nation.

As a Nobel Laureate and a revered figure in Bangladesh, Dr. Yunus possesses the unique ability to navigate complex challenges and find innovative solutions. It is imperative that he and his government carefully consider the concerns of the British-Bangladeshi community and explore ways in which their needs can be addressed without compromising the overarching goal of a fair and democratic election.

In these critical times, the Yunus government's actions will be closely scrutinized, both within Bangladesh and on the global stage. By demonstrating a nuanced and inclusive approach that takes into account the concerns of all stakeholders, including the British-Bangladeshi diaspora, the government can bolster its credibility and ensure that its pursuit of a fair election is not undermined by actions that may inadvertently alienate a vital segment of the Bangladeshi population.

London Consolidate Inter City League Top Spot

By Muhammad Talha: Inter City Bangla Cup: It was three out of three for London as the Inter City Bangla Cup headed to Maidenbower.

With severe weather warnings and a rain swept day in Crawley – Birmingham, Luton, Kent, Sussex, Essex and London braved the elements to deliver a thrilling match day three programme.

To kick off the third leg of the football veterans League Luton were comprehensively beaten 4-0 by London in the opener with goals from Helal Uddin, two from Saim Hussain and Aktar Hussain securing the three points.

Raqeeb Shamim's early saves kept London in the game after energetic opening exchanges from Luton. It was left to the organisation of Mamun Uddin and Kamruz Zaman to provide the defensive platform to consolidate match play and provide the platform for London to build and cruise to victory.

In the second game Kent were despatched 4-1 with Helal Uddin and Aktar Hussain firing a brace each. Sherif Ahmed playing as a lone striker was ably supported by playmaker Nasim Ahmed as Saiful Islam in goal remained largely undisturbed.

In the game of the day London gained revenge on Birmingham for their only defeat of the League campaign so far with two clinical finishes by Helal Uddin and Shah Jewel. Masum Ahmed and Mofojul Ali both played starring roles in the build up to both goals as the experience of Sana Miah stifled opposition attacks to secure an important win.

Full back Helal Uddin's four goals on the day take him storming to the top of the League goal scoring charts with seven goals.

The Inter City Bangla Cup is a football tournament designed to bring together veteran players from Bangladeshi communities across different cities in the UK.

It celebrates the passion for football within the Bangladeshi diaspora, fostering camaraderie, competition, and community spirit.

With teams representing cities such as London, Birmingham, Luton, Kent, and Sussex, the tournament offers an opportunity for seasoned players to showcase their skills and keep the love of the sport alive while uniting communities through sport.

Sana Miah from London was pleased with the day's play, "This was a statement from the team. The conditions were tough, but we showed resilience, experience, and unity. Winning all three games wasn't just about skill; it was about playing for each other and showing the pride we have for London. Every player gave their all, and this squad has set the standard for what it means to wear the London badge in the Inter City Bangla Cup."

Team London Squad:

Md Raqeeb Shamim – Saiful Islam – Mamun Uddin – Helal Uddin – Sherif Ahmed – Saim Hussain – Kamruz Zaman – Aktar Hussain – Shah Jewel – Sana Miah – Anamul Hoque – Masum Ahmed – Nasim Ahmed – Saad Miah – Mofojul Ali – Head Coach: Emdad Rahman

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah **Sadaqah** **Zakat** **Fitra**
Fidya **Kaffara** **Qurbani**

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324

UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:

Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 22 ◆ Issue: 1042 ◆ Friday 10 January - Thursday 16 January 2025

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

সংসদের আগে বিএনপি চায় না স্থানীয় নির্বাচন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে স্থানীয় সরকার নির্বাচন চায় না বিএনপি। দলটি মনে করে, জনআকাঙ্খাকে প্রাধান্য দিয়ে সরকারের উচিত জাতীয় নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হওয়া। এ ধরনের সরকারের অধীনে স্থানীয় নির্বাচন হওয়ার নজির নেই। কোনো চাপে নতি স্বীকার না করে এবং কোনো পক্ষের স্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়ে সরকারের উচিত নির্বাচনমুখী পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যাওয়া।

রাজধানীর গুলশানে গত সোমবার রাতে দলের চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে নেতারা এমন অভিমত দেন। লন্ডন থেকে বৈঠকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে সভাপতিত্ব করেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

এদিকে গত সোমবার রাজধানীতে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করে স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন। এতে কমিশনের প্রধান অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ বলেন, জাতীয় পর্যায়ে সংসদ নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হলেও ঢাকার বাইরে মানুষের কাছে স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রাধান্য পাচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোর স্থানীয় পর্যায়ের নেতাদেরও এমন মত আছে। ঢাকার বাইরে মতবিনিময় করতে গিয়ে স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন এমন আকাঙ্ক্ষার কথা জানতে পেরেছে। কারণ হিসেবে তৃণমূল পর্যায়ের জনসাধারণ বলছে, জনপ্রতিনিধির অনুপস্থিতিতে নাগরিক সেবা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তারা নানা ধরনের ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের প্রধানের বক্তব্যের পর সরকারের পক্ষ থেকেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কারণ সেবা বিঘ্নিত হওয়ায় সরকারের প্রতিও মানুষের ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে। এ জন্য সরকারের পক্ষ থেকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলো আগে অনুষ্ঠানের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে স্থানীয় সরকারগুলোর নির্বাচন আগে করার ব্যাপারে মঙ্গলবার পর্যন্ত সরকারের অবস্থান সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু জানা যায়নি।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই দেশের ১২টি সিটি করপোরেশনের মেয়র-কাউন্সিলর, জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, --১৭ পৃষ্ঠায়

সিলেটে নতুন দুটি গ্যাস কূপ খনন কাজ শীঘ্রই শুরু হচ্ছে

সিলেট অফিস : গ্যাসের উৎপাদন বাড়িয়ে টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থা তৈরি করতে চায় সরকার। এর অংশ হিসাবে নতুন করে দুটি গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এজন্য 'ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন' নামের একটি প্রকল্প হাতে নিতে যাচ্ছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়। এটি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৪৬ কোটি ৪৮ লাখ টাকা। এর মধ্যে সরকারি তহবিল থেকে ৪১৫ কোটি ৪৮ লাখ টাকা এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে ২৩০ কোটি ৭০ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে। --১৭ পৃষ্ঠায়

বিশ্বের সবচেয়ে দুর্বল পাসপোর্ট বাংলাদেশের

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্বসেরার অবস্থান ধরে রেখেছে সিঙ্গাপুরের পাসপোর্ট। হেনলি পাসপোর্ট ইনডেক্স অনুযায়ী, ২০২৫ সালে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্ট ছোট্ট এই নগর-রাষ্ট্রের। এর ফলস্বরূপ চলতি বছর বিশ্বের ২২৭টি দেশের মধ্যে ১৯৫টি দেশ ভ্রমণে ভিসামুক্ত সুবিধা পাবেন সিঙ্গাপুরের নাগরিকেরা।

নতুন তালিকা অনুযায়ী, বিশ্বের শীর্ষ ও সর্বনিম্ন মানের পাসপোর্টের মধ্যে ভ্রমণ স্বাধীনতার ফারাক এখন সর্বোচ্চ।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং পরিবেশগত বিপর্যয় এ বৈষম্য আরও বাড়াচ্ছে। হেনলি পাসপোর্ট ইনডেক্স এবং আর্টন --১৭ পৃষ্ঠায়

সত্যিই কি ধর্মান্তরিত হলেন শাহরুখ পত্নী

পোস্ট ডেস্ক : হালের তুমুল জনপ্রিয় অভিনেতা রোমান্সের কিং শাহরুখ খান। ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন গৌরি খানকে। তাদের ভালোবাসার শুরুটা হয়েছিল এক বন্ধুর বাড়িতে। জানা যায়, ১৯৮৪ সালে এক বন্ধুর বাড়িতে প্রথম দেখা শাহরুখ-গৌরি দম্পতির। তখন কিং খানের বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর। প্রথম দেখাতেই গৌরির প্রেমে হাবুডুবু খান শাহরুখ। কিং খান মুসলিম আর গৌরি হিন্দু

ধর্মের অনুসারী। দুজন ভিন্ন ধর্মের হওয়ায় অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে এই দম্পতিকে। সব সংকট কাটিয়ে ১৯৯১ সালের ২৫ অক্টোবর বিয়ের পিঁড়িতে বসেন তারা। বিয়ে করলেও শাহরুখ-গৌরি কেউই ধর্মান্তরিত হননি। এ কথা একাধিকবার জানিয়েছেন এই দম্পতি। বিবাহিত জীবনের ৩৩ বছর পার করেছেন তারা। তবে সম্প্রতি --১৭ পৃষ্ঠায়

তুরস্ক-ইসরায়েল যুদ্ধের আশঙ্কা

পোস্ট ডেস্ক : তুরস্কের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্য ইসরায়েলকে প্রস্তুত করা উচিত বলে নেতানিয়াহু সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে নাগেল কমিশন। উচ্চ পর্যায়ের এই কমিশনটি ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাজেট এবং বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়নের জন্য গঠন করা হয়েছে।

গত সোমবার (৬ জানুয়ারি) ইহুদি রাষ্ট্রটির নিরাপত্তা অবস্থান সম্পর্কে একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন দিয়েছে নাগেল কমিশন। এই দলের নেতৃত্বে রয়েছেন দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সাবেক প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অধ্যাপক জ্যাকব নাগেল।

নথিতে মধ্যপ্রাচ্যে 'অটোমান যুগের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠায়' আঙ্কারার উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয়গুলো তুলে ধরে ইসরায়েলি সরকারকে সতর্ক করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সিরিয়ার কিছু অংশ (রাজনৈতিক দলগুলো) তুরস্কের সঙ্গে জোটবদ্ধ। এখন সিরিয়া থেকে আসা হুমকি ইরানের হুমকির চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছুতে পরিণত হতে পারে।

প্রতিবেদনে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা কৌশলে বড় ধরনের পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে, প্রতিরক্ষা সম্পদের ৭০ শতাংশ 'আক্রমণাত্মক অভিযানের' জন্য পুনঃবরাদ্দ করা এবং ২০২৫ সালের প্রতিরক্ষা --১৭ পৃষ্ঠায়

অবতরণের পর বিমানে মিলল ২ লাশ

পোস্ট ডেস্ক : নিউইয়র্ক থেকে ফ্লোরিডায় যাওয়া জেটব্লু ফ্লাইটে দুটি লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিউইয়র্কের জেটব্লু এয়ারলাইনের কর্মকর্তারা সোমবার রাতে ফ্লোরিডায় পৌঁছানোর পর ল্যান্ডিং গিয়ার কম্পার্টমেন্টে দুই ব্যক্তির মরদেহ খুঁজে পান।

জেটব্লুর গ্রাউন্ড ক্রু রুটিন পরবর্তী ফ্লাইট রক্ষণাবেক্ষণ পরিদর্শনের সময় এয়ারবাসের ল্যান্ডিং গিয়ার কম্পার্টমেন্টে মৃতদেহ খুঁজে পান। ফোর্ট লডারডেল-হলিউড আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ঘটা এই ঘটনাটির তথ্য লং আইল্যান্ড সিটির কর্পোরেট সদর দফতরের মুখপাত্র নিশ্চিত করেছেন।

জেটব্লু মুখপাত্র মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) বলেন, ফেডারেল তদন্তকারীরা এখন তদন্ত করছেন কীভাবে এই দুই ব্যক্তি জন এফ কেনেডি (জেএফকে) বিমানবন্দরে ফ্লাইট ১৮০১-এ অননুমোদিতভাবে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দুঃখজনকভাবে উভয় ব্যক্তি মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাদের পরিচয় এবং তারা কীভাবে বিমানে প্রবেশ করেছিল তা তদন্তাধীন রয়েছে বলে --১৭ পৃষ্ঠায়

নিরাপত্তা ঝুঁকিতে সালমান খান

পোস্ট ডেস্ক : তাঁর গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টে গুলি চলা থেকে বাবা সিদ্দিকির হত্যা, একের পর এক হুমকির শিকার হয়েছেন বলিউডের ভাইজান সালমান খান। নিজের বাড়ির বারান্দায় পর্যন্ত আসতে পারেন না অভিনেতা। গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের দলবল --১৭ পৃষ্ঠায়

আলহাজ্ব এ এস মোহাম্মদ সিংকাপনী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

স্ত্রী চৌধুরী ফাতেমার ইন্তেকাল

স্টাফ রিপোর্টার: সাপ্তাহিক বাংলা পোষ্টের সাবেক ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আলহাজ্ব এ এস মোহাম্মদ সিংকাপনীর স্ত্রী মিসেস চৌধুরী ফাতেমা আফরোজা মোহাম্মদ (৬৭) গত ৭ ই জানুয়ারী মঙ্গলবার সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে লণ্ডনের হুইপক্রস ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk